

সূরা ৮ : আনফাল, মাদানী

৮ - سورة الأنفال، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত : ৭৫, রুকু : ১০)

(آيَاتُهَا : ৭৫، رُكُوعَاتُهَا : ১০)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

১। হে নাবী! লোকেরা
তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি
বল : যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও
তঁার রাসূলের জন্য। অতএব
তোমরা এ ব্যাপারে আল্লাহকে
ভয় কর এবং তোমাদের
নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক
সঠিক রূপে গড়ে নাও, আর
যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক
তাহলে আল্লাহ এবং তঁার
রাসূলের আনুগত্য কর।

۱. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ
قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ
بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

আনফাল শব্দের অর্থ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ‘আনফাল’ গানীমাত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে বলা হয়। তিনি আরও বলেন যে, সূরা আনফাল বদর যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১৫৬) অন্যত্র আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনার ধারাবাহিকতা ছাড়া বর্ণনা করেছেন, যা ইমাম বুখারী (রহঃ) তার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : ‘আনফাল হচ্ছে ঐ গানীমাতের মাল যাতে একমাত্র নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কারও অধিকার নেই।’ (তাবারী ১৩/৩৭৮) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৩/৩৬১-৩৬২) এও বর্ণিত আছে যে,

আনফাল হল ঐ অংশ, যা যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে বিতরণ করার পর যে মাল অবশিষ্ট থাকে তা থেকে সেনাপতি তার যোদ্ধাদের কেহ কেহকে দিয়ে থাকেন। এও বলা হয়ে থাকে যে, যুদ্ধলব্ধ মালামালের পাঁচ ভাগের চার ভাগ সৈন্যদের মাঝে বিতরণের পর যে এক ভাগ থাকে তা'ই আনফাল। আর এও বর্ণিত হয়েছে যে, 'আনফাল' হচ্ছে ঐ মালামাল যা শত্রুদের কাছ থেকে বিনা যুদ্ধে হস্তগত হয়, যাকে 'ফাই' নামে অভিহিত করা হয়। এতে আরও রয়েছে পশু, ভূত্ব এবং অন্যান্য জিনিস যা কাফিরদের কাছ থেকে মুসলিমদের হস্তগত হয়েছে।

ইবন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলী ইবন সালিহ ইবন হাই (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে : মুসলিম সেনাবাহিনীর কোন অংশবিশেষকে সেই সময়ের ইমাম তাদের কর্মনৈপুণ্য ও উচ্চমানের প্রতিদান হিসাবে সাধারণ বন্টনের পরেও কিছু বেশি প্রদান করে থাকেন।

৮.১ নং আয়াতটি নাখিল করার কারণ

ইমাম আহমাদ (রহঃ) সা'দ ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, সা'দ (রাঃ) বলেন : আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ আজ আমাকে মুশরিকদের নিকট পরাজিত হওয়ার গ্লানি থেকে রক্ষা করেছেন। সুতরাং এখন এ তরবারীটি আমাকে দান করুন। তখন তিনি বললেন : 'এ তরবারী তোমারও নয়, আমারও নয়। কাজেই ওটা রেখে দাও।' আমি তখন ওটা রেখে দিয়ে ফিরে এলাম। আর আমি মনে মনে বললাম, আমি যদি এটা না পাই তাহলে কেহ অবশ্যই পেয়ে যাবে যে আমার মত এর হকদার নয় এবং আমার ন্যায় বিপদাপদও সহ্য করেনি। এমন সময় কেহ একজন আমাকে পিছন থেকে ডাক দিলেন। আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম এবং আরম্ভ করলাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন অহী অবতীর্ণ হয়েছে কি? তিনি উত্তরে বললেন : 'তুমি আমার কাছে তরবারী চেয়েছিলে। কিন্তু ওটা আমার ছিলনা যে, তোমাকে দিব। এখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ** ...

হে নাবী! লোকেরা তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল : যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য। এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। (আহমাদ ১/১৭৮) এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে ওটা প্রদান করেছেন। আমি এখন ওটা তোমাকে দিয়ে দিলাম।' (আবু দাউদ ৩/১৭৭, তিরমিযী ৮/৪৬৬, নাসাঈ ৬/৩৪৮) ইমাম তিরমিযী একে হাসান সহীহ বলেছেন।

৮ : ১ নং আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন : আনফাল সম্পর্কে আমি আবু উবাদাহকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ‘আমাদের সাথে বদরের যুদ্ধে যে মুজাহিদগণ অংশ গ্রহণ করেন তাদের ব্যাপারে সূরা আনফালের এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যখন আনফালের জন্য আমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় এবং আমরা পরস্পর বাক্য বিনিময় করতে শুরু করি। তখন আল্লাহ তা‘আলা এ ব্যাপারটা আমাদের হাত থেকে নিয়ে নেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই গানীমাতের মাল মুসলিমদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করে দেন। (আহমাদ ৫/৩২২)

উবাদাহ ইবন সাবিত (রাঃ) বলেন : ‘আমরা বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শরীক হয়েছিলাম। একটি দল আল্লাহর শত্রুদেরকে পরাজিত করে এবং অপর একটি দল শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং হত্যা করে। আর একটি দল শত্রু সৈন্যদের ফেলে যাওয়া মালামাল জমা করল। আর একটি দল নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘিরে রেখে তাঁর হিফাযাত করতে থাকল যেন শত্রুরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে না পারে। যখন রাত হল এবং সবাই তাবুতে ফিরে এলো তখন যারা গানীমাতের মাল জমা করে রেখেছিল তারা বলতে লাগল : ‘এর হকদার একমাত্র আমরাই।’ যারা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করেছিল তারা বলল : ‘শত্রুকে পরাজিত করার কারণ আমরাই। কাজেই এর হকদার শুধু আমরাই।’ আর যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের রক্ষণাবেক্ষণ করছিল তারা বলল : ‘আমাদের এই আশংকা ছিল যে, না জানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন বিপদে পতিত হন। সুতরাং আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ছিলাম।’ অতএব আমাদের চেয়ে গানীমাতের মালের উপর তোমাদের দাবী মোটেই বেশি হতে পারেনা।

তখন ... **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ...** এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম গানীমাতের মাল সকল দলের মধ্যে বন্টন করে দেন। (আহমাদ ৫/৩২৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল এই যে, শত্রুদের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ না হয়ে বিনা যুদ্ধেই শত্রুদের মাল হস্তগত হলে তিনি গানীমাতের এক চতুর্থাংশ বন্টন করে দিতেন এবং সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হলে যুদ্ধশেষে যারা ফিরে আসতেন তাদেরকে এক তৃতীয়াংশ বন্টন করতেন। রাসূল

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্য গাণীমাতের মাল পছন্দ করতেননা। তিনি শক্তি সামর্থ্যপূর্ণ যোদ্ধাদেরকে উৎসাহ দিতেন যে, তারা যেন তাদের অংশের গাণীমাতের মাল থেকে কিছু অংশ দুর্বল মুসলিম যোদ্ধাদের দিয়ে দেন। (তিরমিযী ৮/৪৬৮, ইব্ন মাজাহ ২/৯৫১) ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ তোমরা এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর এবং পরস্পর মিলেমিশে বাস কর। একে অপরের উপর অত্যাচার করা এবং পরস্পর শত্রু হয়ে যেওনা। আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে যে হিদায়াত ও জ্ঞান দান করেছেন তা কি এই মাল হতে উত্তম নয় যার জন্য তোমরা যুদ্ধ করছ? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত হয়ে যাও। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাগ বন্টন করছেন তা তিনি আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারেই করছেন। তাঁর ভাগ বন্টন ন্যায়ে উপর প্রতিষ্ঠিত। এ আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : এটি হল আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মুসলিমদের প্রতি আদেশ যে, তারা যেন তাকওয়া অবলম্বন করে এবং তাদের নিজেদের ভিতর যে মত পার্থক্য রয়েছে তা যেন মিটিয়ে নেয়। (তাবারী ১৩/৩৮৪) মুজাহিদ ও (রহঃ) অনুরূপ মতামত প্রদান করেছেন। সুদী (রহঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন, তোমরা একে অপরকে অভিশাপ দিওনা।

২। নিশ্চয়ই মু‘মিনরা এরূপই হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়, আর তারা নিজেদের রবের উপর নির্ভর করে।

۲. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

৩। যারা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে,

۳. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

<p>৪। এরাই সত্যিকারের ঈমানদার, এদের জন্য রয়েছে তাদের রবের সন্নিধানে উচ্চ পদসমূহ, আরও রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।</p>	<p>۴. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۖ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ</p>
--	--

অনুগত ও সত্যবাদী বিশ্বাসীদের গুণাবলী

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতের (৮ : ২) ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : মুনাফিকরা যখন সালাত আদায় করে তখন কুরআনুল হাকীমের আয়াতসমূহ তাদের অন্তরে মোটেই ক্রিয়াশীল হয়না। না তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, আর না আল্লাহর উপর ভরসা করে। তারা সালাত আদায় করেনা, আর তারা যাকাতও দেয়না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, মু'মিন কখনও এরূপ হয়না। এখানে মু'মিনদের গুণাবলী এভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ যখন তারা কুরআন পাঠ করে তখন ভয়ে তাদের অন্তর কেঁপে উঠে। যখন তাদের সামনে কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা ওগুলি বিশ্বাস করে। ফলে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায় এবং তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপর ভরসা করেনা।

(তাবারী ১৩/৩৮৬) মুজাহিদ (রহঃ) وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ এর অর্থ করেছেন, মু'মিনের প্রকৃত পরিচয় এই যে, কোন ব্যাপারে মধ্যভাগে আল্লাহর নাম এসে গেলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে। (তাবারী ১৩/৩৮৬) তারা তাঁর নির্দেশ পালন করে এবং তাঁর নিষেধকৃত কাজ থেকে বিরত থাকে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا
فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

এবং যখন কেহ অশ্লীল কাজ করে কিংবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে অতঃপর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অপরাধসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং আল্লাহ ব্যতীত কে অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা করছে সেই ব্যাপারে জেনে শুনে হঠকারিতা করেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৩৫) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

পক্ষান্তরে যে স্বীয় রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার অবস্থিতি স্থান। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ৪০-৪১)

সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) বলেন যে, সুদী (রহঃ) মু'মিন ব্যক্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন : 'সে ঐ ব্যক্তি যে পাপ কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু যখন তাকে বলা হয়, 'আল্লাহকে ভয় কর' তখন তার অন্তর কেঁপে ওঠে।'

উম্মু দারদা (রাঃ) বলেন, যে অন্তর আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে শুরু করে এবং দেহে এমন এক জ্বালার সৃষ্টি হয় যে, পশম খাড়া হয়ে যায়। যখন এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হবে তখন বান্দার উচিত যে, সে যেন সেই সময় স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে। কেননা ঐ সময় দু'আ কবুল হয়ে থাকে।

কুরআন পাঠে ঈমান বৃদ্ধি পায়

ইরশাদ হচ্ছে : وَإِذَا ثَلَيْتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا কুরআন শুনে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় তখন কেহ কেহ বলে, তোমাদের মধ্যে এই সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করল? অবশ্যই যে সব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১২৪) আর জান্নাতের সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্যই।

ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং অন্যান্য ইমামগণ এই প্রকারের আয়াতসমূহ দ্বারাই এই দলীল গ্রহণ করেছেন যে, ঈমানের মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে। প্রসিদ্ধ ইমামদের মতামত এটাই। এমন কি বলা হয়েছে যে, বহু ইমামের এর উপরই ইজমা রয়েছে। যেমন ইমাম শাফিঈ (রহঃ), ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহঃ) এবং ইমাম আবু উবাইদ (রহঃ)। আমরা এটা শারহে বুখারীতে বর্ণনা করেছি।

তাওয়াক্কুল কাকে বলে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ তারা তিনি ছাড়া আর কারও কাছে কোন আশাই করেনা, আশ্রয়দাতা একমাত্র তাঁকেই মনে করে। কিছু চাইলে তাঁর কাছেই চায়। প্রতিটি কাজে তাঁর দিকেই ঝুঁকে পড়ে। তারা জানে যে, তিনি (আল্লাহ) যা চান তাই হবে এবং যা চাননা তা হবেনা। তিনি একক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। সব কিছুই মালিক একমাত্র তিনিই। তাঁর হুকুমের পর আর কারও হুকুম চলতে পারেনা। তিনি সত্ত্বার হিসাব গ্রহণকারী। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহর উপর ভরসা হচ্ছে ঈমানের নির্যাস।

মু‘মিনদের কাজ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ মু‘মিনদের বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করার পর তাদের আমলের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা সালাত আদায় করে এবং তাদের প্রদত্ত সম্পদ থেকে গরীব-দুঃখীদেরকে দান করে। এ কাজ দু’টি এত গুরুত্বপূর্ণ যে, সমস্ত মঙ্গলজনক কাজ এ দু’টি কাজের অন্তর্ভুক্ত। সালাত প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আল্লাহর হুকুমসমূহের মধ্যে একটি হুকুম। কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন : ইকামাতে সালাতের অর্থ হচ্ছে সময় মত সালাত আদায় করা, উযু করার সময় উত্তম রূপে হাত-মুখ ধৌত করা, রুকু‘-সাজদায় তাড়াহুড়া না করা, আদবের সাথে কুরআনুম মাজীদ পাঠ করা এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তাশাহুদ ও দুরূদ পাঠ করা। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৭) যা কিছু আল্লাহ তা‘আলা দিয়েছেন তা যদি যাকাতের নিসাবে পৌঁছে তাহলে যাকাত প্রদান করবে এবং যা কিছু রয়েছে তা থেকেই মানুষকে দান করতে থাকবে। আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ হতে সকল বান্দাকে সাহায্য করতে থাকবে। কেননা সমস্ত বান্দাই আল্লাহর উপর নির্ভরশীল/অধীনস্ত। আল্লাহ তা‘আলার নিকট ঐ বান্দা সবচেয়ে বেশি স্বীকৃত যে তাঁর সৃষ্টজীবের বেশি

উপকার করে। **أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا** এসব গুণে যারা গুণান্বিত তারাই হচ্ছে প্রকৃত মু'মিন।

দৃঢ় বিশ্বাসের ফলাফল

لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ তারা জান্নাতে বড় বড় পদ লাভ করবে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ

আল্লাহর নিকট মানুষের বিভিন্ন পদমর্যাদা রয়েছে এবং তোমরা যা করছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ লক্ষ্যকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৬৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'উপরের লোকদেরকে নীচের লোকেরা এরূপভাবে দেখবে যেমন তোমরা আকাশের তারকারাজি দেখতে পাও।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা কি নাবীগণের মানযিল, যা অন্য কেহ লাভ করবেনা?' তিনি উত্তরে বললেন : 'কেন লাভ করবেনা? আল্লাহর শপথ! যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং রাসূলদেরকে সত্য জেনেছে তারাও এর অধিকারী হবে।' (ফাতহুল বারী ৬/৩৬৮, মুসলিম ৪/২১৭৭) ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং সুনান গ্রন্থসমূহের লেখকগণ ইব্ন আতিয়িয়াহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আবু সাঈদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'জান্নাতবাসীরা উপরের জান্নাতবাসীদেরকে এরূপ দেখবে যেমন আকাশের উপর তারকারাজি দেখা যায়। আবু বাকর (রাঃ) এবং উমার (রাঃ) তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তারাও এই মর্যাদা লাভ করবে।' (আহমাদ ৩/২৭, আবু দাউদ ৪/২৮৭, তিরমিযী ৮/১৪২, ইব্ন মাজাহ ১/৩৭)

৫। যেরূপ তোমার রাব্ব তোমাকে তোমার গৃহ হতে (বদরের দিকে) বের করলেন, আর মুসলিমদের একটি দল তা পছন্দ করেনি,

۵. كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ
بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَا

<p>৬। সেই যথার্থ বিষয় প্রকাশ হওয়ার পরও ওতে তারা তোমার সাথে এরূপ বিবাদ করছিল যেন কেহ তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর তারা তা প্রত্যক্ষ করছে।</p>	<p>٦. تَجَدَّلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ</p>
<p>৭। স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে দু'টি দলের মধ্য হতে একটি সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ওটা তোমাদের করতলগত হবে। তোমরা এই আশা করেছিলে যেন নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তে এসে পড়ে, আর আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এই যে, তিনি স্বীয় নির্দেশাবলী দ্বারা সত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করেন এবং কাফিরদেরকে নির্মূল করেন।</p>	<p>٧. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ</p>
<p>৮। ইহা এ জন্য যাতে সত্য সত্যরূপে এবং অসত্য অসত্যরূপে প্রতিভাত হয়ে যায়, যদিও এটা অপরাধীরা অশ্রীতিকরই মনে করে।</p>	<p>٨. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ</p>

রাসূলকে (সাঃ) অনুসরণ করা হল বিশ্বাসীদের কাজ

كَمَا أُخْرِجَكَ এর মধ্যে كَمَا শব্দটি আনার কারণ কি এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেহ কেহ বলেন যে, এর দ্বারা পরহেজগারী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের ব্যাপারে

মু'মিনদের পারস্পরিক সন্ধি স্থাপনের সাথে সাদৃশ্য প্রতিপাদন করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : তোমরা গানীমাতের মালের ব্যাপারে মতভেদ করেছিলে এবং তোমাদের মধ্যে বিবাদের সূচনা হয়েছিল, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফাইসালা করে দিয়েছেন এবং ঐ সম্পদ বন্টনের হুক তোমাদের নিকট থেকে সরিয়ে নিয়ে স্বীয় রাসূলকে প্রদান করেছেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের মধ্যে ওটা ইনসাফ ও সমতার সাথে বন্টন করে দিয়েছেন, এ সবকিছুই ছিল তোমাদের পূর্ণ কল্যাণের নিমিত্ত। তদ্রূপ এই স্থলে যখন তোমাদেরকে শত্রুদের সাথে মুকাবিলার জন্য মাদীনা থেকে বের হতে হয়েছিল তখন সেই শান শাওকাত বিশিষ্ট বিরাট সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তোমাদের জন্য অপছন্দনীয় ছিল অর্থাৎ তাদের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে তোমাদের মন চাচ্ছিলনা। এই বিরাট সেনাবাহিনী ওরাই ছিল যারা তাদের স্বধর্মীয় কাফিরদের ব্যবসায়ের সম্পদ হিফাযাত করার জন্য মাক্কা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। এই যুদ্ধকে অপছন্দ করার ফল এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে তোমাদেরকে বাধ্য করলেন এবং পরিণামে তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করলেন, আর তোমাদেরকে সাহায্য করে তাদের উপর জয়যুক্ত করলেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

জিহাদকে তোমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য রূপে অবধারিত করা হয়েছে এবং এটি তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর; বস্তুতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক, পক্ষান্তরে তোমরা এমন বিষয়কে পছন্দ করছ যা তোমাদের জন্য বাস্তবিকই অনিষ্টকর এবং আল্লাহই (তোমাদের ভাল-মন্দ) অবগত আছেন এবং তোমরা অবগত নও। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২১৬)

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ হচ্ছে, হে নাবী! এই মু'মিনরা তোমার সাথে ঝগড়া করার নিয়তে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করছে, যেমনভাবে বদরের দিনেও তারা তোমার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিল এবং বলেছিল : 'আপনিতো আমাদেরকে যাত্রীদের

পথরোধ করার জন্য বের করেছিলেন। আমাদের ধারণাও ছিলনা যে, আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে এবং আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে বাড়ী থেকে বেরও হইনি।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ তিনি চান যে, তোমরা সশস্ত্র অবস্থায় শত্রু সৈন্যদের সাথে মুকাবিলা কর এবং তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে জয়যুক্ত হও যাতে তাঁর দীন-ধর্ম প্রতিপালিত হয় এবং অন্যান্য বাতিল ধর্মের উপর ইসলাম জয়যুক্ত হয়। তাঁর কাছেই রয়েছে সমস্ত কিছুর পরিণাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। তোমরা তাঁর পরিকল্পনার আওতাধীনেই রয়েছ যদিও লোকেরা তা‘ই কামনা করে যা তাদের দৃষ্টিতে সহায়ক বলে মনে করে।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সিরিয়া হতে আবু সুফিয়ানের ফিরে আসার সংবাদ পেলেন তখন তিনি মুসলিমদেরকে ডেকে বললেন : ‘কুরাইশের এই যাত্রীদলের সাথে প্রচুর মালপত্র রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে আক্রমণ কর। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদের গানীমাতের মাল তোমাদেরকে প্রদান করবেন।’ তাঁর এ কথা শুনে সাহাবীগণ রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁদের কেহ কেহ হালকা অস্ত্র নিলেন এবং কেহ কেহ ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিলেন। তাঁদের এ ধারণা ছিলনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ করবেন। আবু সুফিয়ান যখন হিজায়ের নিকটবর্তী হলেন তখন তিনি গুপ্তচর পাঠিয়ে দেন এবং প্রত্যেক গমনাগমনকারীদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংবাদ জিজ্ঞেস করতে থাকেন। অবশেষে তিনি জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাত্রীদলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছেন। সুতরাং তিনি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ যামযাম ইব্ন আমর গিফারীকে মাক্কা পাঠিয়ে দিলেন যে, সে যেন কুরাইশদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে অবস্থা অবহিত করে যাত্রীদলের হিফাযাতের ব্যবস্থা করে আসে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাত্রীদলকে আক্রমণ করার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেছেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাথীদেরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং ‘যাফরান’ উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছে সেখানে অবস্থান করেন। ইতোমধ্যে তিনি সংবাদ পান যে, কুরাইশরা যাত্রীদলের হিফাযাত ও মুসলিমদের আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশে মাক্কা থেকে যাত্রা শুরু করেছে। সুতরাং তিনি সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ

করলেন। তখন আবু বাকর (রাঃ) দাঁড়ালেন এবং উত্তম কথা বললেন। অতঃপর উমারও (রাঃ) দাঁড়িয়ে ভাল কথা বললেন। তারপর মিকদাদ ইবন আমর (রাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ আপনাকে যে আদেশ করেছেন তা আপনি পালন করুন। আমরা আপনার সাথেই রয়েছি। আল্লাহর শপথ! বানী ইসরাঈল যে কথা মূসাকে (আঃ) বলেছিল সে কথা আমরা আপনাকে বলবনা। তারা মূসাকে (আঃ) বলেছিল : ‘হে মূসা! আপনি ও আপনার প্রভু গমন করুন এবং যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে বসে থাকছি।’ (৫ : ২৪) আপনি যদি আমাদেরকে হাবশ (বিরকুল গিমাড) পর্যন্ত নিয়ে যেতে চান তাহলে যে পর্যন্ত আপনি সেখানে না পৌঁছবেন সেই পর্যন্ত আমরা আপনাকে ছেড়ে যাবনা। মিকদাদের (রাঃ) এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কল্যাণের জন্য দু‘আ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন : ‘হে লোকসকল! তোমরা আমাকে পরামর্শ দান কর।’ এ কথা তিনি আনসারগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন।

একটা কারণতো এই যে, আনসারগণ সংখ্যায় বেশি ছিলেন। দ্বিতীয় কারণ ছিল এটাও যে, আকাবায় যখন আনসারগণ বাইআত গ্রহণ করেন তখন তারা নিম্নরূপ কথার উপর তা গ্রহণ করেছিলেন : ‘যখন আপনি মাক্কা ছেড়ে মাদীনায পৌঁছবেন তখন সর্বাবস্থায়ই আমরা আপনার সাথে থাকব। অর্থাৎ যদি শত্রুরা আপনার উপর আক্রমণ চালায় তাহলে আমরা তাদের প্রতিরোধ করব যেমনভাবে আমরা আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য করে থাকি।’ যেহেতু তাদের বাইআত গ্রহণের সময় এ কথা ছিলনা যে, মুসলিমদের অগ্রগতির সময়ও তারা তাদের সাথে থাকবেন, সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরও মত জানতে চাচ্ছিলেন, যেন তাদের নিকট থেকেও অঙ্গীকার নিয়ে তাদেরও সাহায্য সহানুভূতি লাভ করতে পারেন। সা‘দ (রাঃ) বললেন : ‘সম্ভবতঃ আপনি আমাদের উদ্দেশ্যেই বলছেন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে উদ্দেশ্য করেই বললাম।’

তখন সা‘দ (রাঃ) বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি। আপনার আদেশ-নিষেধ মান্য করার বাইআত আমরা আপনার হাতে গ্রহণ করেছি। সুতরাং আমরা কোন অবস্থায়ই আপনার হাত ছাড়বনা। আল্লাহর শপথ! আপনি যদি সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে তাতে ঘোড়াকে নামিয়ে দেন তাহলে আমরাও সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের মধ্যে কেহই এতে মোটেই দ্বিধাবোধ করবেনা। যুদ্ধে আমরা বীরত্ব প্রদর্শনকারী এবং

কঠিন বিপদ আপদে সাহায্যকারী। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকবেন।’ এই উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত খুশি হন। তৎক্ষণাৎ তিনি যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দেন এবং বলেন : ‘আল্লাহর অনুগ্রহসহ যুদ্ধ-যাত্রা শুরু কর। আল্লাহ আমার সাথে দু’টির মধ্যে একটির ওয়াদা করেছেন এবং এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, ঐ একটি এই যুদ্ধই বটে। আমি যেন মুশরিকদের বধ্যভূমি এখান থেকেই স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।’ আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৩/৩৯৯, ৪০৩) সুদী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং সালাফগণের অনেকে এবং তাদের পরবর্তীরাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৩/৪০২, ৪০৫) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) হতে বর্ণিত ঘটনাটিই আমরা এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি।

৯। স্মরণ কর সেই সংকট মুহূর্তের কথা, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করেছিলে, আর তিনি সেই প্রার্থনা কবুল করে বলেছিলেন : নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে এক হাজার মালাক/ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব, যারা একের পর এক আসবে।

۹. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ
فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي
مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ
مُرْدِفِينَ

১০। আল্লাহ এটা করেছিলেন শুভ সংবাদ হিসাবে এবং যাতে তোমাদের চিত্ত আশ্বস্ত হয়। বস্তুতঃ সাহায্যতো শুধু আল্লাহর তরফ থেকেই হয়ে থাকে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

۱۰. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ
وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا
النَّصْرُ إِلَّا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

মুসলিমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি মালাইকা/ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেন

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন :

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُفْرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ

এর ব্যাখ্যায় বুখারী (রহঃ) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদের (রাঃ) কোন একটি কাজের ব্যাপারে সাক্ষী রয়েছি যে কাজটি করার ব্যাপারে আমি মনে করি যে, এর চেয়ে আর উত্তম কিছু হতে পারেনা। মিকদাদ (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে বদ দু’আ করলেন এবং ঘোষণা করলেন : আমরা মূসার (আঃ) কাওমের মত এ কথা বলবনা যে, আপনি ও আপনার রাব্ব উভয়ে গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করুন, বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে ও পিছনে থেকে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করব। আমি লক্ষ্য করলাম যে, মিকদাদের (রাঃ) এ কথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতই খুশি হলেন যে, তাঁর মুখমণ্ডল ঝলমল করছিল। (ফাতহুল বারী ৭/৩৩৫) ইমাম বুখারী (রহঃ) ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বরাতে এরপর বর্ণনা করেন যে, বদরের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে দু’আ করলেন : ‘হে আল্লাহ! আপনি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা আজ পূরণ করুন! আপনি যদি মুসলিমদের এই ছোট দলটিকে আজ ধ্বংস করেন তাহলে দুনিয়ার বুকে আপনার ইবাদাত করার কেহই থাকবেনা এবং তাওহীদের নাম ও চিহ্নটুকুও মুছে যাবে।’

তখন আবু বাকর (রাঃ) তাঁর হাত ধরে নিয়ে বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যথেষ্ট হয়েছে।’ অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন : ‘অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কাফিরেরা পরাজিত হবে এবং তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে।’ (ফাতহুল বারী ৭/৩৩৫, নাসাঈ ৬/৪৭৭)

بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدَفِينَ মালাইকার সারি একের পিছনে এক মিলিতভাবে ছিল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدَفِينَ (এক হাজার মালাইকা দ্বারা সাহায্য করব) হারুণ ইব্ন হুবাইরাহ (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে مُرْدَفِينَ এর অর্থ করেছেন পর্যায়ক্রমে একজনের পিছনে আর একজন। আলী ইব্ন আবী তালহা আল ওয়ালিবি (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তাঁর সাথে মুসলিমদেরকে এক হাজার ‘মালাক’ দ্বারা যুদ্ধে সাহায্য করেছেন। তাদের ৫০০ জনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জিবরাঈল (আঃ) এবং অপর ৫০০ জনের নেতৃত্বে ছিলেন মিকাইল (আঃ)। (তাবারী ১৩/৪২৩)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, উমার (রাঃ) বলেছেন যে, একজন মুসলিম এক মুশরিকের পিছনে ধাওয়া করছিলেন। উপর হতে মুশরিকের মাথায় একটি চাবুক মারার শব্দ শোনা গেল এবং একজন অশ্বারোহীরও পদক্ষেপের শব্দ শ্রুত হল। সে শুনতে পেল যে, বলা হচ্ছে, কাছে এসো ওহে হাইয়ুম! তখন দেখা গেল যে, মুশরিক মাটিতে পড়ে গেছে। চাবুকের আঘাতে নাক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এবং মাথা ফেটে গেছে। মনে হল যেন কারও চাবুকের আঘাতে এরূপ হয়েছে এবং তার মুখমন্ডল সবুজ রং ধারণ করেছে। অথচ কোন মানুষ তাকে লাঠির আঘাত করেনি। যখন পিছনের আনসারী এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছে দিল তখন তিনি বললেন : ‘তুমি সত্য বলেছ। এটা ছিল আসমানী সাহায্য।’ ঐ যুদ্ধে সত্তরজন কাফির নিহত হল এবং সত্তরজন বন্দী হল। (মুসলিম ৩/১৩৮৩ ১৩৮৪) রিফা ইব্ন রাফি আজ-জুরাকী (রাঃ) বাদরী সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন যে, একদা জিবরাঈল (আঃ) এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন : ‘আপনি বাদরী সাহাবীগণকে কি মনে করেন?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন : ‘বাদরী সাহাবীগণ মুসলিমদের মধ্যে সর্বোত্তম।’ তখন জিবরাঈল (আঃ) বলেন : ‘বাদরের যুদ্ধে যেসব মালাইকা/ফেরেশতা মুসলিমদের সাহায্যের জন্য

এসেছিলেন তাঁদেরকেও অন্যান্য মালাইকার অপেক্ষা উত্তম মনে করা হয়।’ (ফাতহুল বারী ৭/৩৬২) ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাবারানীও (রহঃ) তার ‘আল মুজাম আল কাবীর’ গ্রন্থে রাফি ইব্ন খাদিয়ের (রহঃ) বরাতে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তার বর্ণনার ভিতর কিছু দুর্বলতা রয়েছে। রিফা ইব্ন রাফী আজ-জুরাকী (রাঃ) হতে বর্ণিত ইমাম বুখারীর (রহঃ) হাদীসটিই সহীহ।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, উমার (রাঃ) যখন হাতিব ইব্ন আবী বুলতাকে (রাঃ) হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন তখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারকে (রাঃ) বলেছিলেন : এই হাতিব (রাঃ) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। আর আপনি কি এই খবর রাখেন যে, সম্ভবতঃ আল্লাহ তা‘আলা বদরী সাহাবীগণকে ক্ষমা করে দিয়েছেন? কেননা তিনি বলেছেন : وَمَا

جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى তোমরা যা ইচ্ছা তাই আমল কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। (ফাতহুল বারী ৭/৩৫৫, মুসলিম ৪/১৯৪১)

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى মালাইকাকে পাঠানো শুধু তোমাদেরকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য এবং তোমাদের মনে প্রশান্তি আনার জন্য। নতুবা আল্লাহ তা‘আলাতো সর্বপ্রকারেই তোমাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। সাহায্যের ব্যাপারে তিনি মোটেই মালাইকার মুখাপেক্ষী নন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন :

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَخْنَتُمْهُمْ فَشُدُّوا
الْوَتَاقَ فَمِمَّا مَتًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ
يَشَاءُ اللَّهُ لَا نَتَصَّرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لَّيَبْلُوًا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۚ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ
عَرَفَهَا هُمْ

অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, না হয় মুক্তিপণ।

তোমরা জিহাদ চালাবে যতক্ষণ না ওরা অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। এটাই বিধান। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনও তাদের আমল বিনষ্ট হতে দেননা। তিনি তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন। তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৪-৬) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ

এবং এই দিনসমূহকে আমি জনগণের মধ্যে পরিক্রমণ করাই; এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে আল্লাহ এই রূপে প্রকাশ করেন; এবং তোমাদের মধ্য হতে কতককে শহীদ রূপে গ্রহণ করবেন, আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেননা। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে আল্লাহ এইরূপে পবিত্র করেন এবং অবিশ্বাসীদেরকে ধ্বংস করেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৪০-১৪১) জিহাদের শরঈ দর্শন এটাই যে, আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে একাত্মবাদীদের হাতে শাস্তি প্রদান করেন। ইতোপূর্বে তাদেরকে সাধারণ আসমানী শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করা হত। যেমন নূহের (আঃ) কাওমের উপর তুফান এসেছিল, প্রথম 'আদ সম্প্রদায় ঘূর্ণি-বার্তায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং লূতের (আঃ) কাওমকে পাথর বর্ষণ করে ধ্বংস করা হয়েছিল। শুআ'ইবের (আঃ) কাওমের মাথার উপর পাহাড়কে লটকে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর শত্রু ফির'আউন এবং তার কাওমকে নদীতে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। মূসার (আঃ) উপর তাওরাত অবতীর্ণ করে কাফিরদেরকে হত্যা করা ফারয করা হয়েছিল এবং এই নির্দেশই অন্যান্য শারীয়াতের মধ্যেও কায়েম রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ

আমিতো পূর্ববর্তী বহু মানব গোষ্ঠিকে বিনাশ করার পর মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, মানব জাতির জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, পথ নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৪৩)

মু'মিনদের দ্বারা কাফিরদেরকে বন্দী করার পরিবর্তে হত্যা করা ঐ কাফিরদের কঠিন লাঞ্ছনার বিষয় ছিল। এতে মু'মিনদের অন্তরেও প্রশান্তি নেমে আসত। যেমন এই উম্মাতের মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল :

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَتُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করবেন এবং মু'মিনের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত ও ঠান্ডা করবেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১৪)

কেননা এই অহংকারী কুরাইশ নেতৃবর্গ মুসলিমদেরকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত এবং তাদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিত। সুতরাং এরা যদি নিহত ও লাঞ্ছিত হয় তাহলে তাদের থেকে এই প্রতিশোধ গ্রহণের ফলে মুসলিমদের অন্তর কতই না ঠাণ্ডা হয়! তাই আবু জাহল যখন যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেল তখন তার মৃতদেহের খুবই অবমাননা হল। যদি বাড়ীতে বিছানায় মারা যেত তাহলে তার এই লাঞ্ছনা ও অবমাননা হতনা। অথবা যেমন, আবু লাহাব যখন মারা গেল তখন তার মৃতদেহ এমনভাবে পচে গলে গেল যে, তার নিকটতম আত্মীয়রাও তার মৃতদেহের কাছে আসতে পারছিলেন। তারা তাকে গোসল দেয়ার পরিবর্তে দূর থেকে তার মৃতদেহের উপর পানি নিক্ষেপ করেছিল এবং ঐ দূর থেকেই তার মৃতদেহের উপর পাথর নিক্ষেপ করেছিল যতক্ষণ না তার দেহ পাথরে চাপা পড়ে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ (নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী) সম্মান ও মর্যাদা কাফিরদের জন্য নয়, বরং দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদা আল্লাহরই জন্য, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এবং মু'মিনদের জন্য। তিনি আরও বলেন :

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে। (সূরা গাফির, ৪০ : ৫১) কাফিরদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়ার মধ্যেও মহান আল্লাহর বিশেষ নৈপুণ্য রয়েছে। নতুবা তিনিতো স্বীয় ক্ষমতা বলেই তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারেন।

১১। যখন তিনি (আল্লাহ) তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন, আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, (উদ্দেশ্য ছিল) তোমাদেরকে এর দ্বারা পবিত্র করবেন এবং তোমাদের হতে শাইতানের কু-মন্ত্রনা দূর করবেন, আর তোমাদের হৃদয়কে সুদৃঢ় করবেন এবং তোমাদের পা স্থির ও প্রতিষ্ঠিত রাখবেন।

১১. إِذْ يُغَشِّيكُمُ اللَّعَاسَ
أَمْنَةً مِّنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ
السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ
وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْزَ
الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى
قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

১২। স্মরণ কর, যখন তোমার রাব্ব মালাইকার নিকট প্রত্যাদেশ করলেন : আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং তোমরা ঈমানদারদের সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবিচল রাখ, আর যারা কাফির, আমি তাদের হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি করে দিব। অতএব তোমরা তাদের স্কন্ধে আঘাত হান, আর আঘাত হান তাদের অঙ্গুলিসমূহের প্রতিটি জোড়ায়।

১২. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى
الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا
الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ سَأُلْقِيَ فِي
قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ
فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ
وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

১৩। এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে। যে ব্যক্তি

১৩. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ শাস্তি দানে খুবই কঠোর।

وَرَسُولُهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

১৪। সুতরাং তোমরা এর স্বাদ গ্রহণ কর, সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের লেলিহান আগুনের শাস্তি।

۱۴. ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ
لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ

তন্দ্রাচ্ছন্ন করার মাধ্যমে মুসলিমদের ইহসান করা হয়েছিল

আল্লাহ তা‘আলা মু‘মিনদেরকে স্বীয় নি‘আমাত ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, যুদ্ধের সময় তিনি তাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে তাদের প্রতি ইহসান করেছেন। নিজেদের সংখ্যার স্বল্পতা এবং শত্রুদের সংখ্যাধিক্যের অনুভূতি তাদের মনে জেগেছিল বলে তারা কিছুটা ভীত হয়ে পড়েছিল। তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে তাদের মনে প্রশান্তি আনয়ন করেন। এরূপ তিনি উহ্দের যুদ্ধেও করেছিলেন। যেমন তিনি বলেন :

ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةٌ نَّعَاسًا ...

অতঃপর তিনি দুঃখের পরে তোমাদের উপর শান্তি অবতরণ করলেন, তা ছিল তন্দ্রা, যা তোমাদের এক দলকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করেছিল। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫৪) আবু তালহা (রাঃ) বলেন : ‘উহ্দের যুদ্ধের দিন আমারও তন্দ্রা এসেছিল এবং আমার হাত থেকে তরবারী পড়ে যাচ্ছিল। আমি তা উঠিয়ে নিচ্ছিলাম। আমি আমার পিছনের জনগণকেও দেখছিলাম যে, তন্দ্রায় তাদের মাথা ঢলে পড়ছে।’ আলী (রাঃ) বলেন : ‘বদরের দিন মিকদাদ (রাঃ) ছাড়া আর কারও কাছে সাওয়ারী ছিলনা। আমরা সবাই নিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছের নীচে সকাল পর্যন্ত সালাত আদায় করছিলেন এবং আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করছিলেন।’ (আবু ইয়াল্লা ১/২৪২) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, যুদ্ধের দিন এই তন্দ্রা যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া

তা'আলার পক্ষ থেকে এক প্রকার শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল। কিন্তু সালাতে এই তন্দ্রাই আবার শাইতানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। (তাবারী ১৩/৪১৯) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তন্দ্রা মাথায় হয় এবং ঘুম অন্তরে হয়। (ইব্ন আবী হাতিম ৫/১৬৬৪) আমি বলি উহ্দের যুদ্ধে মু'মিনদেরকে তন্দ্রা আচ্ছন্ন করেছিল। আর এ খবরতো খুবই সাধারণ ও প্রসিদ্ধ। কিন্তু এখানে এই আয়াতে কারীমার সম্পর্ক রয়েছে বদরের ঘটনার সাথে। আর এ আয়াতটি এটা প্রমাণ করে যে, বদরের যুদ্ধেও মু'মিনদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করা হয়েছিল এবং কঠিন যুদ্ধের সময় এভাবে মু'মিনদের উপর তন্দ্রা ছেয়ে যেত, যাতে তাদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে প্রশান্ত ও নিরাপদ থাকে। আর মু'মিনদের উপর এটা মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুকম্পা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

কষ্টের সাথেইতো স্বস্তি আছে, অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে। (৯৪ : ৫-৬) এ জন্যই সহীহ হাদীসে এসেছে যে, বদরের দিন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য নির্মিত বাংকারে (পরিখায়) আবু বাকরের (রাঃ) সাথে অবস্থান করছিলেন। ইতোমধ্যে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তন্দ্রা ছেয়ে যায়। অতঃপর তিনি মুচকি হেসে তন্দ্রার ভাব কাটিয়ে উঠেন এবং বলেন : 'হে আবু বাকর (রাঃ)! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। ঐ দেখুন, জিবরাঈল (আঃ) ধূলিমলিন বেশে রয়েছেন!' অতঃপর তিনি বাংকার হতে বেরিয়ে এলেন এবং পাঠ করলেন :

سَيِّئُ الْمَجْمُوعِ وَيُؤْلُونَ الدُّبُرَ

এই দলতো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। (সূরা কামার, ৫৪ : ৪৫) (ফাতহুল বারী ৭/৩৬৪)

বদরের যুদ্ধের পূর্বক্ষণে বৃষ্টি দ্বারা মুসলিমদের যুদ্ধস্থলে অবস্থান সুদৃঢ় করা হয়েছিল

ইরশাদ হচ্ছে : وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً তিনি (আল্লাহ) তোমাদের উপর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বদরে যেখানে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবতরণ করেছিলেন সেখানে মুশরিকরা বদর মাইদানের

পানি দখল করে নিয়েছিল এবং মুসলিম ও পানির মাঝখানে তারা প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়িয়েছিল। মুসলিমরা দুর্বলতাপূর্ণ অবস্থানে ছিলেন। ঐ সময় শাইতান মুসলিমদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করে। সে তাদেরকে বলে, ‘তোমরা নিজেদেরকে বড়ই আল্লাহওয়ালা মনে করছ। আর তোমাদের মধ্যে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও বিদ্যমান রয়েছেন। পানির উপর দখলতো মুশরিকদের রয়েছে। আর তোমরা পানি থেকে এমনভাবে বঞ্চিত রয়েছ যে, নাপাক অবস্থায়ই সালাত আদায় করছ!’ তখন আল্লাহ তা‘আলা প্রচুর বারি বর্ষণ করলেন। মুসলিমরা পানি পান করলেন এবং পবিত্রতাও অর্জন করলেন। মহান আল্লাহ শাইতানের কুমন্ত্রণাও খাটো করে দিলেন। পানির কারণে মুসলিমদের দিকের বালু জমে শক্ত হয়ে গেল। ফলে জনগণের ও পশুগুলোর চলাফিরার সুবিধা হল। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মু‘মিনদেরকে এক হাজার মালাক/ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করলেন। জিবরাঈল (আঃ) একদিকে পাঁচশ’ মালাইকা নিয়ে বিদ্যমান ছিলেন। অপর দিকে পাঁচশ’ মালাইকা নিয়ে অবস্থান করছিলেন মিকাইল (আঃ)। (তাবারী ১৩/৪২৩)

এর চেয়েও একটি উত্তম বর্ণনা পাওয়া যায় ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসারের (রহঃ) ‘আল মাগাজী’ নামক গ্রন্থে। এতে তিনি বলেন যে, ইয়াযিদ ইব্ন রুম্মান (রহঃ) তাকে বলেছেন, উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রাঃ) বলেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ফলে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকের ভূমি জমে গিয়ে শক্ত হয়ে যায় এবং ওর উপর চলতে সুবিধা হয়। পক্ষান্তরে কাফিরদের দিকের ভূমি নীচু ছিল। কাজেই ওখানকার মাটি কর্দমাক্ত হয়ে যায়। ফলে তাদের পক্ষে ঐ মাটিতে চলাফিরা কষ্টকর হয়। (আল মাগাজী ১/৫৪) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদের প্রতি তন্দ্রার দ্বারা ইহসান করার পূর্বে বৃষ্টি বর্ষিয়ে ইহসান করেছিলেন। ধূলাবালি জমে গিয়েছিল এবং যমীন শক্ত হয়েছিল। সুতরাং মুসলিমরা খুব খুশি হয়েছিলেন এবং তাদের পায়ের স্থিরতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। (তাবারী ১৩/৪২৫)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ** আল্লাহ তা‘আলা হাদাসে আসগার (উযু না থাকা অবস্থা) এবং হাদাসে আকবার (গোসল ফার্য হওয়ার অবস্থা) থেকে পবিত্র করার জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যেন তিনি তোমাদেরকে শাইতানের কুমন্ত্রণার পর পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেন। এটা ছিল অন্তরের পবিত্রতা। যেমন জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوءٌ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ

তাদের আবরণ হবে সুন্দর সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম; তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে। (সূরা ইনসান, ৭৬ : ২১) এটা হচ্ছে বাহ্যিক সৌন্দর্য। আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পবিত্র সুরা পান করাবেন এবং হিংসা বিদ্বেষ থেকে তাদেরকে পাক-পবিত্র করবেন। এটা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য। বৃষ্টি বর্ষণ করার এটাও উদ্দেশ্য ছিল যে, وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ এর মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের অন্তরে প্রশান্তি এনে তোমাদেরকে ধৈর্যশীল করবেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদেরকে অটল রাখবেন। এই ধৈর্য ও মনের স্থিরতা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ বীরত্ব এবং যুদ্ধে অটল থাকা হচ্ছে বাহ্যিক বীরত্ব। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মুসলিমদের সাথে থেকে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তাঁর মালাইকাকে আদেশ করেছিলেন

মহান আল্লাহর উক্তি : إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا মহান আল্লাহর উক্তি : إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا হে নাবী! ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর যখন তোমার রাব্ব মালাইকার কাছে অহী করলেন আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং তোমরা ঈমানদারদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবিচল রাখ। এটা হচ্ছে গোপন নি'আমাত যা আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের উপর প্রকাশ করছেন, যেন তারা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। তিনি হচ্ছেন কল্যাণময় ও মহান। তিনি মালাইকাকে অতি গুরুত্ব দিয়ে বলেন যে, তাঁরা যেন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, তাঁর দীনকে এবং মুসলিম জামা'আতকে সাহায্য করেন, যাতে তাদের মন ভেঙ্গে না যায় এবং তারা সাহসসহারা না হয়। সুতরাং হে মালাইকার দল! তোমরাও ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ আমি কাফিরদের হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি করে দিব। অর্থাৎ হে মালাইকা! তোমরা মু'মিনদেরকে অটল ও স্থির রাখ এবং তাদের হৃদয়কে দৃঢ় কর।

فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ তোমরা তাদের স্কন্ধে আঘাত হানো।

وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ তোমরা আঘাত হানো তাদের অঙ্গুলিসমূহের প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায়। (তাবারী ১৩/৪৩১) فَوْقَ الْأَعْنَاقِ এর অর্থের ব্যাপারে কেহ কেহ মাথায় মারা অর্থ নিয়েছেন, আবার কেহ কেহ অর্থ নিয়েছেন গর্দানে মারা। এই অর্থের সাক্ষ্য নিম্নের আয়াতে পাওয়া যায় :

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَخْنَتُمْهُمْ فَشُدُّوا
الْوَتَاكَ

অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৪)

বদরের দিন জনগণ ঐ নিহত ব্যক্তিদেরকে চিনতে পারত যাদেরকে মালাইকা হত্যা করেছিলেন। কেননা ঐ নিহতদের যখম ঘাড়ের উপর থাকত বা জোড়ার উপর থাকত। আর ঐ যখম এমনভাবে চিহ্নিত হয়ে যেত যেন আগুনে দগ্ধ করা হয়েছে।

وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের শত্রুদেরকে তাদের জোড়ার উপর আঘাত কর, যেন তাদের হাত-পা ভেঙ্গে যায়। بَنَانٌ শব্দটি হচ্ছে بَنَانَةٌ শব্দের বহুবচন। প্রত্যেক জোড়কে بَنَانَةٌ বলা হয়। ইমাম আওয়ায়ী (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, হে মালাইকা! তোমরা ঐ কাফিরদের চেহারা ও চোখের উপর আঘাত কর এবং এমনভাবে আহত কর যেন মনে হয়, ওগুলোকে অগ্নিস্কুলিঙ্গ দ্বারা পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আর কোন কাফিরকে বন্দী করে নেয়ার পর হত্যা করা জাযিয় নয়। আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বদরের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, আবু জাহল বলেছিল : 'তোমরা মুসলিমদেরকে হত্যা করার পরিবর্তে জীবিত ধরে রাখ, যেন তোমরা তাদেরকে আমাদের ধর্মকে মন্দ বলা, আমাদেরকে বিদ্রূপ করা এবং 'লাত' ও 'উয্যা'কে অমান্য করার স্বাদ গ্রহণ করাতে পার।' তাই আল্লাহ মালাইকাকে বলে দিয়েছিলেন :

أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأْلُقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ
فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ আমি তোমাদের সাথে রয়েছি।

তোমরা মু'মিনদেরকে অটল রাখ। আমি কাফিরদের অন্তরে মুসলিমদের আতঙ্ক সৃষ্টি করব। তোমরা তাদের ঘাড়ে ও জোড়ায় জোড়ায় মারবে। বদরে নিহতদের মধ্যে অভিশপ্ত আবু জাহল ৬৯ (উনসত্তর) নম্বরে ছিল। অতঃপর উকবা ইব্ন আবী মুঈতকে বন্দী করে হত্যা করা হয় এবং এভাবে ৭০ (সত্তর) পূর্ণ হয়। (তাবারী ১৩/৪৩১)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ এর কারণ এই ছিল যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং শারীয়াত ও ঈমান পরিহারের নীতি অবলম্বন করেছিল। ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ শাস্তি দানে খুবই কঠোর। তিনি কোন কিছুই ভুলে যাননা। তাঁর গযবের মুকাবিলা কেহই করতে পারেনা।

ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ এটাই হচ্ছে তোমাদের শাস্তি, সুতরাং তোমরা এই শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। তোমরা দুনিয়ায় এই শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর এবং জেনে রেখ যে, কাফিরদের জন্য আখিরাতেও জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।

১৫। হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হবে তখন তাদের মুকাবিলা করা হতে কখনোই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবেনা।

۱۵. يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُوَلُّوهُمْ إِلَّا دُبَارَ

১৬। আর সেদিন যুদ্ধ কৌশল বা স্বীয় বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে স্থান নেয়া ব্যতীত কেহ তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে অর্থাৎ পালিয়ে গেলে সে আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত

۱۶. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ

হবে, তার আশ্রয়স্থল হবে
জাহান্নাম, আর জাহান্নাম
কতই না নিকৃষ্ট স্থান।

مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়ন করা অপরাধ এবং এ অপরাধের শাস্তি

এখানে জিহাদের মাঠ থেকে পৃষ্ঠভ্রদর্শনকারীদেরকে ধমক দেয়া হচ্ছে। ঘোষণা করা হচ্ছে : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ ۖ হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি হবে তখন তোমাদের সাথীদের ছেড়ে যুদ্ধের মাইদান থেকে পালিয়ে যাবেনা। তবে হ্যাঁ, যদি কেহ চতুরতা করে পালিয়ে যায় যে, যেন ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আর এ ধারণা করে শত্রু তার পশ্চাদ্ধাবন করল, তখন সে ঐ শত্রুকে একাকী পেয়ে তার দিকে ফিরে গেল এবং তাকে আক্রমণ করে হত্যা করল। এই যৌক্তিকতায় পলায়ন করলে কোন দোষ নেই। (তাবারী ১৩/৪৩৬, ৪৩৭) এটা সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রহঃ) এবং সুদ্দীর (রহঃ) উক্তি। যাহহাক (রহঃ) বলেন : অথবা এই উদ্দেশে পলায়ন করে যে, সে মুসলিমদের অন্য দলের সাথে মিলিত হবে এবং তাদেরকে সাহায্য করবে অথবা তারাই তাকে সাহায্য করবে। এই পলায়নও জাযিয়। অথবা সে যদি ইমামের কাছে যায় তাহলে তাও জাযিয়।

আবু উবাইদাহ (রাঃ) ইরানের একটি পুলের উপর নিহত হন। তখন উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বলেন : ‘চতুরতা অবলম্বন করে তিনি পালিয়ে আসতে পারতেন। আমি তাঁর আমীর ও বন্ধন রূপে ছিলাম। তিনি আমার কাছে চলে এলেই হত!’ অতঃপর তিনি বলেন : ‘হে লোকসকল! এ আয়াতটিকে কেন্দ্র করে তোমরা ভুল ধারণায় পতিত হয়েনা। এটা বদরের যুদ্ধের ব্যাপারে ছিল। এখন আমি প্রত্যেক মুসলিমের জামাআত বা দল!’ নাবি’ (রহঃ) উমারকে (রাঃ) বলেন : ‘শত্রুদের সাথে যুদ্ধের সময় আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাকতে পারিনা। আর আমাদের কেন্দ্র কোন্টা তা আমরা জানিনা। অর্থাৎ ইমাম আমাদের কেন্দ্র নাকি সেনাবাহিনী কেন্দ্র তা আমাদের জানা নেই।’ তখন তিনি বলেন : ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কেন্দ্র।’ আমি বললাম যে, আল্লাহ

সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা ... إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا ... এ আয়াত যে নাযিল করেছেন! তখন তিনি বলেন : 'এ আয়াতটি বদরের দিনের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা বদরের পূর্বের সময়ের জন্যও নয়, এর পরবর্তী সময়ের জন্যও নয়।' مُتَحِيزًا এর অর্থ হচ্ছে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আশ্রয় গ্রহণকারী। অনুরূপভাবে এখনও কোন লোক তার আমীরের কাছে বা সঙ্গীদের কাছে আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু যদি এই পলায়ন এই কারণ ছাড়া অন্য কারণে হয় তাহলে তা হারাম এবং পাপে কাবীরার মধ্যে গণ্য হবে।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে বেঁচে থাক। (১) আল্লাহর সাথে কেহকেও শরীক করা, (২) যাদু করা, (৩) কেহকেও অন্যায়ভাবে হত্যা করা, (৪) সুদ ভক্ষণ করা, (৫) ইয়াতীমের মাল খেয়ে নেয়া, (৬) যুদ্ধক্ষেত্র হতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সতী সাধ্বী সরলা মু'মিনা নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া।' (ফাতহুল বারী ৫/৪৬২, মুসলিম ১/৯২) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা বলেন : 'যে পালিয়ে যাবে সে আল্লাহর গ্যবে পরিবেষ্টিত হবে এবং তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। আর জাহান্নাম কতইনা নিকৃষ্ট স্থান!'

১৭। তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর (হে নাবী!) যখন তুমি (ধূলাবালি) নিক্ষেপ করেছিলে তখন তা মূলতঃ তুমি নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহই তা নিক্ষেপ করেছিলেন। এটা করা হয়েছিল মু'মিনদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করার জন্য, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন।

۱۷. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ
 ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ
 رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ
 وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ
 بَلَاءً ۚ حَسَنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ

১৮। আর এমনিভাবেই আল্লাহ
কাফিরদের চক্রান্ত দুর্বল ও
নস্যাৎ করে থাকেন।

۱۸. ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ
كَيْدِ الْكَافِرِينَ

বদরের প্রান্তরে আল্লাহর নিদর্শন এবং কাফিরদের চোখে বালি নিক্ষেপ

এখানে এই কথার উপর আলোকপাত করা হচ্ছে যে, বান্দাদের কার্যাবলীর সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ। যে সৎ কাজ বান্দা হতে প্রকাশিত হয় তা আল্লাহই সৎ বানিয়ে থাকেন। কেননা সেই কাজ করার ক্ষমতা তিনিই প্রদান করেছেন। ঐ কাজ করার সাহস ও শক্তি তিনিই যুগিয়েছেন। এ জন্যই ইরশাদ হচ্ছে :

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ
বরং আল্লাহই হত্যা করেছেন। তোমাদের এ শক্তি কি করে হত যে, তোমাদের সংখ্যা এত কম হওয়া সত্ত্বেও তোমরা এত অধিক সংখ্যক শত্রুকে পরাজিত করলে? এই সফলতা আল্লাহই তোমাদেরকে প্রদান করেছেন। যেমন তিনি বলেন :

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছিলেন এবং তোমরা দুর্বল ছিলে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১২৩) আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন :

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ
كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا
رَحَبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ

অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে (যুদ্ধে) বহু ক্ষেত্রে বিজয়ী করেছেন এবং হুনাইনের দিনেও। যখন তোমাদেরকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য গর্বে উন্মত্ত করেছিল, অতঃপর সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনই কাজে আসেনি, আর ভূ-পৃষ্ঠ প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও তা তোমাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে গেল, অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক পলায়ন করলে। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ২৫) আল্লাহ জানেন যে,

যুদ্ধে বিজয় লাভ ও সফলতা সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করেনা এবং অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্যের উপরও নয়। বরং কৃতকার্যতা ও সফলতা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন :

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً

আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৪৯)

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ঐ মুষ্টিপূর্ণ বালি সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন যে বালি তিনি বদরের যুদ্ধে কাফিরদের মুখের উপর নিক্ষেপ করেছিলেন। ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধক্ষেত্রের বাংকার (পরিখা) থেকে বেরিয়ে এসে অত্যন্ত বিনীতভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি এক মুষ্টি বালি কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন : 'তোমাদের মুখমন্ডল ধ্বংস হোক।' তারপর তিনি সাহাবীগণকে মুশরিকদের উপর হামলা করার নির্দেশ দেন। আল্লাহর হুকুমে এই বালি মুশরিকদের চোখে গিয়ে পড়ে এবং তারা তা দূর করার কাজে ব্যস্ত থাকে। এমন কেহ অবশিষ্ট ছিলনা যার চোখে তা পড়েনি এবং তাকে যুদ্ধ করতে অপারগ করেনি। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন :

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ হে নাবী! যখন তুমি (বালি) নিক্ষেপ করছিলে তখন প্রকৃতপক্ষে তুমি তা নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহই তা নিক্ষেপ করেছিলেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর ইবনুয যুবাইর (রহঃ) তাকে বর্ণনা করেছেন যে, উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রহঃ) আল্লাহর وَلِيِّيٍّ এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, মু'মিনরা যেন আল্লাহর এই নি'আমাত সম্পর্কে অবহিত হয় যে, শত্রুদের সংখ্যা তাদের চেয়ে বহু গুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করলেন এবং এরপর হয়তো তারা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। (তাবারী ১৩/৪৪৮) হাদীসে রয়েছে, 'আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের উপর প্রতিটি পরীক্ষা আমাদের ভালাইর জন্য। (মুসলিম ৬৯০০)

اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ نِشْءَیْهِ آتِلْنَاهُ (প্রার্থনা) শ্রবণকারী এবং (কে তাঁর সাহায্য পাওয়ার যোগ্য এবং কে নয় এ) সবকিছু জানেন।

ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ আর এমনিভাবেই আল্লাহ কাফিরদের চক্রান্ত দুর্বল ও নস্যাৎকারী। এটা হচ্ছে সাহায্য লাভের দ্বিতীয় সুসংবাদ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তিনি কাফিরদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থতায় পর্যবেক্ষণকারী। আর ভবিষ্যতেও তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং ধ্বংস করবেন।

১৯। (হে কাফিরেরা!) তোমরাতো সত্যের বিজয় চাচ্ছ, বিজয়াতো তোমাদের সামনেই এসেছে। তোমরা যদি এখনও (মুসলিমদের অনিষ্ট করা হতে) বিরত থাক তাহলে তা তোমাদের পক্ষেই কল্যাণকর, আর যদি পুনরায় তোমরা এ কাজ কর তাহলে আমিও তোমাদেরকে পুনরায় শাস্তি দিব, আর তোমাদের বিরাত বাহিনী তোমাদের কোনই উপকারে আসবেনা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের সাথে রয়েছেন।

۱۹. إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

কাফিরদের ন্যায় বিচার চাওয়ার ফাইসালা

এখানে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলছেন : তোমরাতো এটাই চাচ্ছিলে যে, আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাদের ও মুসলিমদের মধ্যে ফাইসালা করে দেন। সুতরাং তোমরা যা প্রার্থনা করছিলে তাই হয়েছে। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে যুহরী (রহঃ) থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন সালাবাহ ইব্ন শু'আইর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, বদরের দিন আবু জাহল বলেছিল : 'হে আল্লাহ! যারা আমাদের থেকে রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে

এবং আমাদের সামনে এমন কথা পেশ করেছে যা আমাদের জানা নেই, আজ আপনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন!’ তখন **إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ** এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৩/৪৫৩) ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন সালাবাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন : আবু জাহল বদরের দিন মুসলিমদের দিকে ইশারা করে আল্লাহর কাছে বলেছিল, ‘হে আল্লাহ! আমাদের ভিতর যারা রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং এমন কিছু নিয়ে এসেছে যা আমরা স্বীকার করিনা তুমি তাদেরকে আজকের এই দিনে ধ্বংস কর।’ (আহমাদ ৫/৫৩১, নাসাঈ ৬/৩৫০, হাকিম ২/৩২৮) ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেন যে, দুই শায়খের শর্তে এ হাদীসটি সহীহ, তবে তারা তাদের গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইয়াযিদ ইব্ন রুম্মান (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সুদী (রহঃ) বলেন যে, মুশরিকরা বদর যুদ্ধের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে কা’বা ঘরের গিলাফ ধরে প্রার্থনা করে : ‘হে আল্লাহ! এই দুই দলের মধ্যে (মুসলিম দল ও কাফির দল) যে দলটি আপনার নিকট উত্তম এবং যে দলটি উত্তম আমল করেছে সেই দলকে আপনি বিজয়ী করুন!’ তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন :

إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ তোমরা যা বলেছিলে আমি তাই করেছি। আমি মুহাম্মাদের দলকে সাহায্য করেছি, এটাই আমার কাছে উত্তম দল। আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা তাদের প্রার্থনার ব্যাপারে জানিয়ে দেন :

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ আর স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল : হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় ...। (তাবারী ১৩/৪৫৩) অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন : **وَإِن تَنْتَهُوا فَنَهَوْهُ** যদি তোমরা (মুসলিমদের ক্ষতি করা হতে) বিরত থাক তাহলে তা তোমাদের পক্ষেই কল্যাণকর হবে। তিনি অন্যত্র বলেন :

وَإِن عُدْتُمْ عَدَا

কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তাহলে তিনিও তাঁর আচরণের পুনরাবৃত্তি করবেন। (১৭ : ৮) আর যদি পুনরায় তোমরা এ কাজ

কর তাহলে আমিও তোমাদেরকে পুনরায় শাস্তি প্রদান করব। وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ আর জেনে রেখ যে, তোমাদের বিরাট বাহিনী তোমাদের কোনই উপকার করতে পারবেনা। কেননা আল্লাহ যাকে সাহায্য করেন তার উপর কে জয়যুক্ত হতে পারে?

নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের সাথেই রয়েছেন। আর এরাই হচ্ছে মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দল।

২০। হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তোমরা যখন তার কথা শুনছ তখন তোমরা তার আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিওনা।

২০. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَرِسُوْلَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْا عَنّٰهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ

২১। তোমরা ঐ সব লোকের মত হয়েনা যারা বলে, আমরা আপনাদের কথা শুনলাম। কার্যতঃ তারা কিছুই শুনেনা।

২১. وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ

২২। আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে ঐ সব মূক ও বধির লোক, যারা কিছুই বুঝেনা (অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগায়না)।

২২. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

২৩। আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনার তাওফীক দিতেন,

২৩. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۚ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ

তিনি যদি তাদেরকে
শোনাতেন তাহলেও তারা
উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে অন্য
দিকে চলে যেত।

لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) বাধ্য হওয়ার নির্দেশ

এখানে মু'মিনদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার এবং বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। আর তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তারা যেন কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন না করে। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন : وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ তোমরা তাঁর আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিওনা।

وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ অথচ তোমরা জানছ যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে কোন্ কথার দিকে আহ্বান করছেন! وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ আর তোমরা ঐ লোকদের মত হয়েনা যারা বলে : আমরা আপনার কথা শুনলাম, অথচ কার্যতঃ তারা কিছুই শোনেনা। ইবন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাদের রীতিনীতি এই ছিল যে, তারা মুখে বলত, আমরা শুনলাম ও কবুল করলাম। কিন্তু আসলে তারা কিছুই শুনতনা। (তাবারী ১৩/৪৫৮)

এরপর জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, এই প্রকারের আদম সন্তানরা হচ্ছে নিকৃষ্টতম জীব। প্রাণীদের মধ্যে ওরাই হচ্ছে নিকৃষ্টতম যারা সত্য কথা শোনার ব্যাপারে বধির ও সত্য কথা বলার ব্যাপারে মূক। তারা কোন জ্ঞানই রাখেনা। কেননা তারা সত্য কথা মোটেই বুঝেনা। এরা নিকৃষ্টতম প্রাণী, এরাই কাফির। চতুস্পদ জন্তু যে প্রকৃতিতে সৃষ্ট হয়েছে ওরা ঐভাবেই চলাফিরা করে, অতএব তারা আল্লাহর অনুগত নয়। কিন্তু মানুষতো প্রকৃতিগতভাবে ইবাদাতের জন্য সৃষ্ট হয়েছে, অথচ তারা কুফরী করছে। প্রকৃতির বিপরীত রূপে চলার কারণে তারা চতুস্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট। এ জন্যই তাদেরকে চতুস্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَمَثَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً

আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের দৃষ্টান্ত ওদের ন্যায়, যেমন কেহ আহ্বান করলে শুধু চীৎকার ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শোনেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৭১) অন্যত্র তিনি বলেন :

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

তরাই হল পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। তরাই হল গাফিল বা উদাসীন। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৭৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন : এর দ্বারা কুরাইশের বানু আবদিদ দারের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৩/৪৬০) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফিকরা। কিন্তু মুশরিক ও মুনাফিকদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। কেননা এই দু'দলই হচ্ছে জ্ঞান-বিবেকহীন লোক। ভাল কাজ করার মত কোন যোগ্যতাই তাদের মধ্যে নেই। এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনার (ও বুঝার) তাওফীক দিতেন। অন্তর্নিহিত কথা এই যে, যেহেতু তাদের মধ্যে কোন মঙ্গলই নিহিত নেই সেহেতু তারা কিছুই বুঝেনা। আর যদি মহান আল্লাহ তাদেরকে শোনানও তবুও এই হতভাগারা সরল সোজা পথ অবলম্বন করবেনা বরং তখনও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিবে।

২৪। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের জীবন সঞ্চরক বস্তুর দিকে আহ্বান করেন। আর জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্ত রালে থাকেন, পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

۲۴. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَسْتَجِیْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا تُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَحْوِلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ ۚ وَاَنَّهُٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) ডাকে সাড়া দেয়ার নির্দেশ

আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা‘আলা বলেন : হে মু‘মিনগণ! তোমাদেরই সংশোধনের উদ্দেশে যখন নাবী তোমাদেরকে আহ্বান করেন তখন তোমরা অতিসত্বর সাড়া দাও এবং হুকুম পালন কর। আবু সাঈদ ইব্ন মাআ‘ল্লা (রাঃ) বলেন, আমি একদা সালাত আদায় করছিলাম, এমন সময় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পাশ দিয়ে গমন করেন। তিনি আমাকে ডাক দেন, কিন্তু আমি সালাতে থাকায় সাথে সাথে তাঁর কাছে যেতে পারলামনা। সালাত শেষে তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি আমাকে বলেন, তুমি এতক্ষণ আসনি কেন? আল্লাহ কি তোমাদেরকে বলেননি : ‘হে মু‘মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম পালন কর যখন রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের জীবন সঞ্চরক বস্তুর দিকে আহ্বান করে?’ অতঃপর তিনি আমাকে বলেন : ‘আমি এখান থেকে চলে যাওয়ার পূর্বে তোমাকে কুরআনের একটি মহাসম্মানিত সূরা শিখিয়ে দিব।’ এরপর তিনি যাওয়ার উদ্যোগ করলে আমি তাঁকে ঐ কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, ঐ সূরাটি হচ্ছে সূরা ফাতিহা। অতঃপর তিনি বলেন : ‘এটাই হচ্ছে سَبْعٌ مِّثَالِي সাতটি আয়াত যা সালাতে সদা পুনরাবৃত্তি করা হয়।’ (ফাতহুল বারী ৮/১৫৮) এই হাদীসের বর্ণনা সূরা ফাতিহার তাফসীরে দেয়া হয়েছে। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর ইবনুয যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ এ আয়াত সম্পর্কে উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ব্যাখ্যা করেছেন, যখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে সেই জিহাদের দিকে আহ্বান করেন যার মাধ্যমে তোমরা মর্যাদা লাভ করেছ, অথচ এর পূর্বে তোমরা দুর্বল ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে শক্তিশালী করেছেন।

মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে আল্লাহ আড়াল হন

আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা‘আলার উক্তি : وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ জেনে রেখ যে, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে আড়াল হয়ে রয়েছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তিনি আড়াল হয়ে আছেন মু‘মিন ও

কুফরীর মাঝে এবং কাফির ও ঈমানের মাঝে। মু'মিনকে তিনি কুফরী করতে দেননা এবং কাফিরকে ঈমান আনতে দেননা। (তাবারী ১৩/৪৬৮) এটাই হচ্ছে মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আতিয়িয়া এবং মুকাতিলেরও (রহঃ) উক্তি। মুজাহিদের (রহঃ) এক রিওয়াযাতে আছে যে, **يَا حُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ** শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেন যে, সে কিছুই বুঝতে পারেনা। আল হাকিম (রহঃ) তার মুসতাদরাক গ্রন্থে ইহা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন : ইহা সহীহ, কিন্তু তাদের গ্রন্থে তারা ইহা লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩২৮) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ), আতিয়িয়া (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৩/৪৭০, ৪৭১) সুদ্দী (রহঃ) বলেন : 'এর অর্থ হচ্ছে, কেহই এই ক্ষমতা রাখেনা যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া ঈমান আনে অথবা কুফরী করে।' এর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত বহু হাদীস রয়েছে।

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন :

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ.

'হে অন্তরকে পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন!' (আনাস রাঃ তখন বলেন) আমরা বললাম : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা আপনার উপর এবং কুরআনের উপর ঈমান এনেছি। আমাদের ব্যাপারে আপনার কোন সন্দেহ রয়েছে কি?' তিনি উত্তরে বললেন : 'হ্যাঁ, কেননা এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, তোমাদের পরিবর্তন ঘটে যাবে। কারণ মানুষের অন্তর আল্লাহ তা'আলার দু' অঙ্গুলির মাঝে রয়েছে। তিনি যখন ইচ্ছা করবেন তখন বদলে দিবেন।' (আহমাদ ৩/১১২, তিরমিযী ৬/৩৪৯, ৩৫০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

নাওয়াস ইব্ন সামআ'ন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন : 'প্রত্যেক অন্তর আল্লাহর দু'টি অঙ্গুলির মধ্যভাগে রয়েছে। আল্লাহ যখন ওটাকে সোজা রাখার ইচ্ছা করেন তখন তা সোজা থাকে। আর যখন বাঁকা করে দেয়ার ইচ্ছা করেন তখন তা বাঁকা হয়ে যায়।' অতঃপর তিনি বলেন : 'মীযান আল্লাহর হাতে রয়েছে। ইচ্ছা করলে তিনি

ওকে হালকা করে দিবেন এবং ইচ্ছা করলে ভারী করবেন।’ (আহমাদ ৩/১৮২, নাসাঈ ৪/৪১৪, ইব্ন মাজাহ্ ১/৭২)

২৫। তোমরা সেই ফিতনাকে ভয় কর যা তোমাদের মধ্যকার শুধুমাত্র যালিম ও পাপিষ্ঠদেরকেই বিশেষভাবে ক্লিষ্ট করবেনা। তোমরা জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে খুবই কঠোর।

২৫. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে সতর্কী করণ

এখানে মু’মিনদেরকে পরীক্ষা থেকে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, আল্লাহর পরীক্ষা পাপী ও সৎ সবারই উপর পতিত হবে। এই পরীক্ষা শুধু পাপীদের উপর নির্দিষ্ট নয়। যুবাইরকে (রাঃ) বলা হয়েছিল : ‘হে আবু আবদুল্লাহ! আমীরুল মু’মিনীন উসমানকে (রাঃ) আপনি ত্যাগ করেছেন। অতঃপর এখন তাঁর খুনের দাবীদার হয়ে উটের যুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন! খুনের যদি দাবীদারই হবেন তাহলে তাঁকে নিহত হতে দিলেন কেন?’ যুবাইর (রাঃ) উত্তরে বলেছিলেন : ‘এটা ছিল আল্লাহর পরীক্ষা যার মধ্যে আমরা জড়িয়ে পড়েছি। আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ) এবং উসমানের (রাঃ) যামানায় কুরআনুল হাকীমের وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ এ আয়াতটি পাঠ করতাম। কিন্তু তখন আমাদের ধারণাও ছিলনা যে, আমরাও এর মধ্যে পতিত হব। শেষ পর্যন্ত ঐ পরীক্ষা আমাদের উপর এসে পড়েছে। (আহমাদ ১/১৬৫)

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) ধারণা মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীবর্গ। (তাবারী ১৩/৪৭৪) অন্যত্র ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন : ‘মু’মিনদের উপর নির্দেশ রয়েছে, পাপকে তোমরা নিজেদের মধ্যে আসতে দিওনা। যেখানেই কেহকেও কোন অসৎ কাজে লিপ্ত দেখতে পাও, সত্বরই তাকে

তা থেকে বিরত রাখ। নতুবা শাস্তি সবার উপরই আসবে।' (তাবারী ১৩/৪৭৪)
এটাই উত্তম তাফসীর!

وَآتَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : 'এ হুকুম তোমাদের জন্যও বটে।' আরও অনেক বিজ্ঞজন যেমন যাহহাক (রহঃ), ইয়াযিদ ইব্ন আবী হাবিব (রহঃ) প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন : তোমাদের ভিতর এমন কেহ নেই যার সাথে কিছু না কিছু ফিতনাহ জড়িয়ে না রয়েছে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

তোমাদের সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতো তোমাদের জন্য পরীক্ষা। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৫) সুতরাং তোমাদের সকলেরই ফিতনার বিভ্রান্তি থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। (তাবারী ১৩/৪৭৫) কেননা এই ভয় প্রদর্শন সাহাবা ও গায়ির সাহাবা সবার উপরই রয়েছে। তবে এটা সঠিক কথা যে, এর দ্বারা সাহাবীদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। এই হাদীসটি ফিতনা ও পরীক্ষাকে ভয় করার কথাই প্রমাণ করছে। এখানে বিশেষভাবে যেটা আলোচনা করা হয়েছে তা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আল্লাহর শপথ! তোমরা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে থাকবে অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর কঠিনতম শাস্তি অবতীর্ণ করতে পারেন। অতঃপর তোমরা দু'আ করলেও সেই দু'আ কবুল হবেনা। (আহমাদ ৫/৩৮৮)

আবু রাকাদ (রহঃ) বলেন, আমি হুযাইফাকে (রাঃ) বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কেহ এ ধরনের একটি মাত্র কথা বললেও তাকে মুনাফিক মনে করা হত। কিন্তু আজ এক মাজলিসে তোমাদের কোন একজনের মুখ থেকে আমি এরূপ চারটি কপটতাপূর্ণ কথা শুনেছি! তোমাদের উচিত এই যে, তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজ থেকে সত্বর বাধা দিবে এবং মানুষকে ভাল কাজে উৎসাহিত করবে। নতুবা তোমরা সবাই শাস্তিতে গ্রেফতার হবে অথবা দুষ্ট লোককে তোমাদের উপর শাসনকর্তা বানিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর ভাল লোকেরা দু'আ করলেও তা কবুল হবেনা। (আহমাদ ৫/৩৯০)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, নুমান ইব্ন বাশীর (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ভাষন দেন। তিনি তাঁর কান দু’টি দুই আঙ্গুলে ইশারা করে বলছিলেন : আল্লাহর হৃদূদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং আল্লাহর হৃদূদকে লংঘনকারী অথবা তাতে অবহেলা প্রদর্শনকারী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, কতকগুলো লোক নৌকায় চড়েছে। তাদের কেহ ডেকের নীচে স্থান পেল, যা ছিল অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট এবং অন্যরা উপরে আসন পেল। নীচের লোকদের পানির প্রয়োজন হওয়ায় তারা পানি আনার জন্য উপরে গেলে উপরের লোকদের কষ্ট হতে লাগল। তাই নীচের লোকেরা বলাবলি করল : যদি আমরা নৌকার নীচের দিক থেকেই কোন তক্তা সরিয়ে দিয়ে পানির পথ করে নেই তাহলে উপরের লোকদের কোন কষ্ট হবেনা। এর ফলতো জানা কথা যে, নৌকায় পানি উঠার কারণে নৌকার আরোহীরা সবাই ডুবে মরবে। সুতরাং নৌকায় ছিদ্র করা থেকে তাদেরকে বাধা দেয়া উচিত। (আহমাদ ৪/২৬৯, ফাতহুল বারী ৫/১৫৭, ৩৪৫; তিরমিযী ৬/৩৯৪)

উম্মুল মু‘মিনীন উম্মে সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : ‘আমার উম্মাতের মধ্যে পাপ যখন সাধারণভাবে প্রকাশ পাবে তখন আল্লাহ সাধারণভাবে শাস্তি পাঠাবেন।’ তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাদের মধ্যে সৎ লোক থাকলেও কি? তিনি উত্তরে বললেন : ‘হ্যাঁ, তারাও শাস্তিতে জড়িয়ে পড়বে। কিন্তু (মৃত্যুর পর) তারা আল্লাহর ক্ষমা ও সম্ভ্রুতি লাভ করবে।’ (আহমাদ ৬/৩০৪) অন্য একটি বর্ণনায় আছে, ‘কোন কাওম পাপকাজ করছে যারা সংখ্যায় অনেক ও শক্তিশালী, আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা নিজেরা সেই পাপকাজে লিপ্ত নয় বটে, কিন্তু তারা সেই কাজে বাধা প্রদান করেনা, তখন আল্লাহ তাদের উপর সাধারণভাবে শাস্তি দিয়ে থাকেন।’ (আহমাদ ৪/৩৬৪, ৩৬৬; ইব্ন মাজাহ ২/১৩২৯)

২৬। স্মরণ কর, যখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে খুব দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে, আর তোমরা এই শংকায় নিপতিত থাকতে যে, লোকেরা অকস্মাৎ তোমাদেরকে ধরে নিয়ে

۲۶. وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي

যাবে। (এই অবস্থায়) আল্লাহই তোমাদেরকে (মাদীনায়ে) আশ্রয় দেন এবং স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন, আর পবিত্র বস্তু দ্বারা তোমাদের জীবিকা দান করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ
يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَفَاوْنَكُمْ
وَأَيَّدَكُمْ بِنِصْرِهِ ۚ وَزَرَقَكُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

মুসলিমদের অতীতের দুর্বলতা এবং আল্লাহর সাহায্য স্মরণ করিয়ে দেয়া

আল্লাহ তা‘আলা ঐ নি‘আমাতরাজির কথা বলছেন যা মু‘মিনদের প্রদান করা হয়েছে। তারা সংখ্যায় কম ছিল, তাদের সংখ্যা তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন। তারা দুর্বল ছিল ও ভীত সন্ত্রস্ত ছিল, তিনি তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। তাদের ভয়ের কারণগুলো দূর করে দিয়েছেন। তারা গরীব ও ফকির ছিল, তিনি তাদেরকে পবিত্র জীবিকা দান করেছেন। তাদেরকে তিনি কৃতজ্ঞ বান্দা বানিয়েছেন। তারা অনুগত বান্দারূপে পরিগণিত হয়েছে। প্রতিটি কাজে তারা বাধ্য ও অনুগত হয়ে গেছে।

এই মু‘মিনরা যখন মাক্কায় ছিল এবং সংখ্যায় খুবই কম ছিল। তারা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। মুশরিক, মাজুসী, রুমী সবাই তাদেরকে তাদের সংখ্যার স্বল্পতা ও শক্তিহীনতার কারণে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। সব সময় তাদের এই ভয় ছিল যে, আকস্মিকভাবে তাদেরকে ধরে নিয়ে যাবে। কিছুকাল তাদের এই অবস্থাই ছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে মাদীনায়ে হিজরাত করার নির্দেশ দেন। সেখানে তারা আশ্রয় লাভ করে। মাদীনার লোকেরা তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করে। জ্ঞান ও মাল তাদের উপর কুরবান করে দেয়। কেননা তারা চাচ্ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করতে।

وَإِذْ كُنتُمْ فِي الْأَرْضِ لَاحِظِينَ الْغُلَامَ الْيَهُودَ إِذْ كَانُوا يَتَنَزَّلُونَ فِي الْبُلْدَانِ ۚ فَذَرَوْهُم مَّا هُمْ فِيهَا فَاعْبَادُوا اللَّهَ ۚ وَاسْمِعُوا بِلَهُ اللَّهِ يُخَرِّجُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আরাবে এই লোকগুলি অত্যন্ত লাঞ্চিত অবস্থায় ছিল। তাদের জীবন ছিল অত্যন্ত দুর্বিসহ। তাদের পেটে খাবার ছিলনা, পরনে কাপড়

ছিলনা। সুপথ থেকেও তারা ছিল ভ্রষ্ট। তারা ছিল খুবই হতভাগা। তারা খাবার পেতনা, বরং তাদেরকেই খেয়ে নেয়া হচ্ছিল। দুনিয়ায় যে তাদের অপেক্ষা বেশি লাঞ্ছিত ও অপমানিত আর কেহ ছিল তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু ইসলাম কবুল করার পর এই লাঞ্ছিত লোকেরাই দেশের পর দেশ দখল করে নেয় এবং আমীর ও শাসক হয়ে যায়। তারা প্রচুর পরিমান খাবার পেতে শুরু করে। আল্লাহ তাদেরকে সব কিছুই দান করেন যা তোমরা আজ স্বচক্ষে দেখছ। সুতরাং এখন তোমরা আল্লাহর নি‘আমাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত নি‘আমাত দাতা। কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে তিনি ভালবাসেন এবং তাদের ধন-সম্পদ আরও বাড়িয়ে দেন। (তাবারী ১৩/৪৭৮)

২৭। হে মু‘মিনগণ! তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করনা এবং তোমাদের পরস্পরের আমানাত সম্পর্কেও বিশ্বাস ভঙ্গ করনা।

۲۷. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

২৮। আর তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি প্রকৃত পক্ষে পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র, আর আল্লাহর নিকট মহাপুরস্কার রয়েছে।

۲۸. وَاَعْلَمُوْا اَنْمَّا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

৮ : ২৭ আয়াতটি নাযিল করার কারণ

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হাতিব ইব্ন আবী বালাতা‘আহ’র (রাঃ) ঘটনা বর্ণিত আছে : তিনি কুরাইশ কাফিরদেরকে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিকল্পনা সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশে পত্র লিখেছিলেন। এটা ছিল মাক্কা বিজয়ের সময়ের ঘটনা। আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সংবাদ জানিয়ে দেন। সুতরাং তিনি পত্র বাহকের পিছনে লোক পাঠিয়ে দেন এবং ঐ পত্র ধরা পড়ে। হাতিবকে (রাঃ) ডাকা হল। তিনি স্বীয়

অপরাধ স্বীকার করেন। উমার ইব্ন খাতাব (রাঃ) বলে উঠেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এর গর্দান উড়িয়ে দেয়ার হুকুম দিন, কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মু‘মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : হে উমার! যেতে দিন। এ ব্যক্তি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। আপনার কি জানা নেই যে, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন : ‘তোমরা যা চাও তাই আমল কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।’ মোট কথা, সঠিক ব্যাপার এই যে, আয়াতটি সাধারণ। যদিও এটা সঠিক যে, আয়াতটির শানে নুযূল একটি বিশেষ কারণ। আর বহু আলেমের মতে শব্দের সাধারণত্বের দ্বারা উক্তি করা যেতে পারে, বিশেষ কারণ না থাকলে কোন কিছু আসে যায়না।

খিয়ানাের সংজ্ঞার মধ্যে ছোট, বড়, সক্রমক ও অক্রমক সমস্ত পাপই মিলিত রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে ‘আমানাত’ শব্দ দ্বারা ঐ সব আমলকে বুঝানো হয়েছে যেগুলিকে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর ফারয করেছেন। ভাবার্থ হচ্ছে, ফারয ভেঙ্গে দিওনা। (তাবারী ১৩/৪৮৫) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কর্তব্য পালনে অবহেলা করনা। (তাবারী ১৩/৪৮৩) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি প্রকৃত পক্ষে পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র। ফিতনার অর্থ হচ্ছে পরীক্ষা। আল্লাহ সন্তান দ্বারা পরীক্ষা করেন যে, সন্তান পেয়ে মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে কিনা এবং সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করছে কিনা। কিংবা হয়তো সন্তানের প্রতি ভালবাসার কারণে আল্লাহ থেকে গাফিল থাকছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

তোমাদের সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা। আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৫)

وَنَبَلُوكُم بِالْأَشْرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করি। (সূরা আশিয়া, ২১ : ৩৫) অন্যত্র বলেন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَلْهٰكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে তারাইতো ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা মুনাফিকুন, ৬৩ : ৯) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ
فَاَحْذَرُوْهُمْ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেহ কেহ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেক। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৪)

আল্লাহর নিকট যে সাওয়াব ও জান্নাত রয়েছে তা এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হতে বহুগুণে উত্তম। এগুলো শত্রুদের মত ক্ষতিকারক এবং এগুলোর অধিকাংশই মানুষের জন্য কল্যাণকর নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক। কিয়ামাতের দিন তাঁর কাছে মহাপুরস্কার রয়েছে।

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'তিনটি জিনিস যার মধ্যে রয়েছে সে ঈমানের স্বাদ পাবে। (১) যার কাছে সমস্ত জিনিস থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রিয়। (২) যে ব্যক্তি কোন লোককে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই ভালবাসে। (৩) যে ব্যক্তির কাছে আগুনে নিষ্কিণ্ড হওয়াও অধিক পছন্দনীয় সেই কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়া অপেক্ষা যা থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছেন। (মুসলিম ১/৬৬) সুতরাং সে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বতকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপরেও প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যেমন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের কেহই (পূর্ণ) মু'মিন হতে পারেনা যে পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার নিজের চেয়ে, তার পরিবারবর্গের চেয়ে, তার সম্পদ এবং সমস্ত লোক হতে বেশি প্রিয় হই।' (ফাতহুল বারী ১/৭৫)

২৯। হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার একটি মান নির্ণয়ক শক্তি দান করবেন, আর তোমাদের দোষত্রুটি তোমাদের হতে দূর করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল ও মঙ্গলময়।

۲۹. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ سَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقٰنًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সুদী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেন যে, فُرْقَانًا এর অর্থ হচ্ছে বের হওয়ার স্থান। মুজাহিদ (রহঃ) فُرْقَانًا فِي (দুনিয়া ও আখিরাতে) এটুকু বেশি বলেছেন। (তাবারী ১৩/৪৮৯, ৪৯০) ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) একটি রিওয়াযাতে আছে যে, فُرْقَانًا এর অর্থ হচ্ছে মুক্তি। তাঁর আর একটি বর্ণনায় نَصْرًا অর্থাৎ সাহায্য রয়েছে। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেছেন যে, فُرْقَانًا দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ফাইসালা বুঝানো হয়েছে। ইব্ন ইসহাকের (রহঃ) এই তাফসীর পূর্ববর্তী তাফসীরগুলি হতে বেশি সাধারণ। কেননা যে আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে দূরে থাকবে সে সত্য ও মিথ্যার পরিচয় লাভের তাওফীক প্রাপ্ত হবে। এটা হবে তার মুক্তি ও সাহায্য লাভের কারণ। তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা গাফ্যার (বড় ক্ষমাশীল) এবং সান্তার (দোষত্রুটি গোপনকারী) হয়ে যাবেন। আল্লাহর কাছে বড় পুরস্কার পাওয়ার সে হকদার হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اَتَّقُوا اللّٰهَ وَّءَامِنُوْا بِرِسُوْلِهِۦٓ يُوْتِكُمْ كِفٰلَيْنِ مِّنْ رَّحْمَتِهٖۤ وَسَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖۤ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দিবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৮)

৩০। আর স্মরণ কর, যখন কাফিরেরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে কিংবা নির্বাসিত করবে। তারাও ষড়যন্ত্র করতে থাকুক এবং আল্লাহও (স্বীয় নাবীকে বাঁচানোর) কৌশল করতে থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ কৌশলী।

۳۰. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ

রাসূলকে (সাঃ) হত্যা, বহিস্কার করা ইত্যাদি কুরাইশদের চক্রান্তের বিবরণ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, اُثْبِتَ শব্দের অর্থ হচ্ছে কয়েদ বা বন্দী করা। (তাবারী ১৩/৪৯১)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কুরাইশ নেতৃবর্গের একটি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দারুন নাদওয়ায় একটি পরামর্শ সভায় মিলিত হয়। ঐ সভায় ইবলীসও একজন মর্যাদা সম্পন্ন বৃদ্ধের বেশে উপস্থিত হয়। জনগণ তাকে জিজ্ঞেস করে : ‘আপনি কে?’ সে উত্তরে বলে : ‘আমি নাজদবাসী এক বৃদ্ধ লোক। আপনারা পরামর্শ সভা আহ্বান করেছেন জেনে আমিও সভায় হাযির হয়েছি, যেন আপনারা আমার উপদেশ ও সৎ পরামর্শ থেকে বঞ্চিত না হন।’ তখন কুরাইশ নেতৃবর্গ তাকে অভিনন্দন জানালো। সে তাদেরকে বলল : ‘আপনারা এই লোকটির (মুহাম্মাদ সাঃ) ব্যাপারে অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে চিন্তা-ভাবনা ও তাদবীরের সাথে কাজ করুন। নতুবা খুব সম্ভব সে আপনাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।’ সুতরাং একজন মত প্রকাশ করল : ‘তাকে বন্দী করা হোক, শেষ পর্যন্ত সে বন্দী অবস্থায়ই ধ্বংস হয়ে যাবে, যেমন ইতোপূর্বে কবি যুহাইর ও নাবেগাকে বন্দী করা

হয়েছিল এবং ঐ অবস্থায়ই তারা ধ্বংস হয়ে গেছে; এওতো একজন কবি।' এ কথা শুনে ঐ অভিশপ্ত নাজদী বৃদ্ধ চীৎকার করে বলে উঠল : 'আমি এতে কখনই একমত নই। আল্লাহর শপথ! তার প্রভু তাকে সেখান থেকে বের করে নিবে। ফলে সে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাবে। অতঃপর সে তোমাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তোমাদের সবকিছু ছিনিয়ে নিবে এবং তোমাদেরকে তোমাদের শহর থেকে বের করে দিবে।' লোকেরা তার এ কথা শুনে বলল : 'এ বৃদ্ধ সত্য কথা বলেছেন। অন্য মত পেশ করা হোক।'

অন্য একজন তখন বলল : 'তাকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হোক, তাহলেই তোমরা শান্তি পাবে। সে যখন এখানে থাকবেই না তখন তোমাদের আর ভয় কিসের? তার সম্পর্ক তোমাদের ছাড়া অন্য কারও সাথে থাকবে।' তার এ কথা শুনে ঐ বৃদ্ধ বলল : 'আল্লাহর শপথ! এ মতও সঠিক নয়। সে যে মিষ্টভাষী তা কি তোমাদের জানা নেই। সে মধু মাখানো কথা দ্বারা মানুষের মন জয় করে নিবে। তোমরা যদি এই কাজ কর তাহলে সে আরাবের বাইরে গিয়ে সারা আরাববাসীকে একত্রিত করবে। তারা সবাই সম্মিলিতভাবে তোমাদের উপর হামলা করবে এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবে। আর তোমাদের সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে হত্যা করবে।' লোকেরা বলল : 'তিনি সঠিক কথাই বলেছেন। অন্য একটি মত পেশ করা হোক।'

তখন আবু জাহল বলল : 'আমি একটা পরামর্শ দিচ্ছি। তোমরা চিন্তা করে দেখলে বুঝতে পারবে যে, এর চেয়ে উত্তম মত আর হতে পারেনা। প্রত্যেক গোত্র থেকে তোমরা একজন করে যুবক বেছে নাও যারা হবে বীর পুরুষ ও সম্ভ্রান্ত। সবারই কাছে তরবারী থাকবে। সবাই সম্মিলিতভাবে হঠাৎ করে তাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করবে। যখন সে মারা যাবে তখন সকল গোত্রের লোকেরাই তাকে হত্যা করার ব্যাপারে যুক্ত থাকবে। এটা কখনও সম্ভব হবেনা যে, বানু হাশিমের একটি গোত্র সমস্ত গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। বাধ্য হয়ে বানু হাশিমকে রক্তপণ গ্রহণ করতে হবে। আমরা তাদেরকে রক্তপণ দিয়ে দিব এবং তার থেকে ঝামেলা মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করব।' তার এ কথা শুনে নাজদী বৃদ্ধ বলল : 'আল্লাহর শপথ! এটাই হচ্ছে সঠিকতম মত। এর চেয়ে উত্তম মত আর হতে পারেনা।' সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল এবং এরপর তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা শুরু হল।

অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) এলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন : 'আজ রাতে আপনি বিছানায় শয়ন করবেননা।' এ কথা বলে

তিনি তাঁকে কাফিরদের ষড়যন্ত্রের কথা অবহিত করলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ রাতে নিজের বিছানায় শয়ন করলেননা এবং তখনই আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে হিজরাতের নির্দেশ দিলেন। মাদীনায়া আগমনের পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁর উপর সূরা আনফাল অবতীর্ণ করলেন এবং স্বীয় নি‘আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন :

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ তারা ষড়যন্ত্র করতে থাকে এবং আল্লাহ তা‘আলাও (স্বীয় নাবীকে রক্ষা করার) তাদবীর ও ফিকির করতে থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন সর্বাধিক উত্তম কৌশলী। তাদের উক্তি ছিল : তার ব্যাপারে তোমরা মৃত্যু ঘটানোর অপেক্ষা কর, শেষ পর্যন্ত সে ধ্বংস হয়ে যাবে। ঐ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন :

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرْتِصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ

তারা কি বলতে চায় যে, সে একজন কবি, আমরা তার জন্য কালের বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করছি। (সূরা তুর, ৫২ : ৩০) (ইবন হিশাম ১/৪৮০-৪৮২) তাই ঐ দিনের নামই রেখে দেয়া হয় يَوْمُ الرَّحْمَةِ ‘দুঃখ-বেদনার দিন।’ কেননা ঐ দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল।

মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (রহঃ) মুহাম্মাদ ইবন জাফর ইবনুয যুবাইর (রহঃ) হতে, তিনি উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (রহঃ) হতে وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ হতে, তিনি আয়াতের বিশ্লেষণে বলেন : ‘তারা ষড়যন্ত্র করতে থাকে এবং আল্লাহ তা‘আলাও (স্বীয় নাবীকে রক্ষা করার) তাদবীর করতে থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন সর্বাধিক উত্তম তাদবীরকারক।’ (ইবন হিশাম ২/৩২৫)

৩১। তাদেরকে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হয় তখন তারা বলে : আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও এর অনুরূপ বলতে পারি, নিঃসন্দেহে এটা পুরাকালের উপাখ্যান

۳۱. وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا ۖ إِنَّا هَٰذَا إِلَّا

ছাড়া কিছু নয়।	أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ
৩২। আর স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল : হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন।	۳۲. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
৩৩। (হে নাবী!) তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া আল্লাহর অভিপ্রায় নয়, আর আল্লাহ এটাও চাননা যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।	۳۳. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

কুরআনের অনুরূপ সৃষ্টি করতে পারে বলে কাফির কুরাইশদের দাবী

এখানে আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের কুফরী ও একগুঁয়েমীর সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা কুরআন কারীম শ্রবণ করে কিরূপ মিথ্যা দাবী করছে। তারা বলছে :
 آمَٰرَا يَٰ هَٰذَا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا
 আমরাও এরূপ বলতে পারি। তাদের এ দাবী একেবারে ভিত্তিহীন এবং এটা হচ্ছে কার্যবিহীন কথা। কেননা এ ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে বার বার আহ্বান জানানো হয়েছে যে, তারা কুরআনের সূরার মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসুক তো? কিন্তু তারা তাতে সক্ষম হয়নি।

এরূপ কথা বলে তারা নিজেদেরকে প্রতারণিত করছে, আর প্রতারণিত করছে তাদের বাতিল পন্থী অনুসারীদেরকে। কথিত আছে যে, এই উক্তি করেছিল নাযার ইব্ন হারিস। ঐ বেদীন ব্যক্তি পারস্যে গিয়েছিল এবং সেখানকার ইরানী বাদশাহ রুস্তম ও ইসফিনদিয়ারের কাহিনী পড়েছিল। যখন সে সেখান থেকে ফিরে আসে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণকে কুরআন কারীম পাঠ করে শোনাতেন। যখন তিনি মাজলিস শেষ করতেন তখন ঐ দুরাচার নাযার ইব্ন হারিস বসে পড়ত এবং ইরানী বাদশাহদের ইতিহাস বর্ণনা করে বলত : ‘আচ্ছা বলত, উত্তম গল্পকথক কে? আমি, নাকি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম?’ অতঃপর বদর যুদ্ধে আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে যখন বিজয় দান করলেন এবং মাক্কার কতগুলো মুশরিক বন্দী হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তাঁর সম্মুখে হত্যা করতে বলেন এবং তাকে হত্যাও করা হয়।

أَسَاطِيرُ الشُّعُورَةِ শব্দের বহুবচন। অর্থাৎ ঐ সব পুস্তক ও সংকলন যেগুলো শিক্ষা করে জনগণকে শোনানো হয় বলে কাফিরেরা দাবী করত। আর এগুলো হচ্ছে শুধু কিস্সা-কাহিনী। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۖ أَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۚ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

তারা (কাফিরেরা) বলে : এগুলিতো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। বল : এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৫-৬) অর্থাৎ যারা অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, আল্লাহ তাদের তাওবাহ কবূল করে তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন।

মূর্তি পূজকদের আল্লাহর বিচার ও শাস্তি দাবী

ঘোষিত হচ্ছে : **وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ** যখন তারা (কাফিরেরা) বলেছিল : হে আল্লাহ! ইহা (এই কুরআন ও নাবুওয়াত) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিন। এই প্রার্থনা ছিল তাদের পূর্ণ অজ্ঞতা, মূর্খতা এবং বিরোধিতার কারণে। তাদেরতো নিম্নরূপ প্রার্থনা করা উচিত ছিল : ‘হে আল্লাহ! এই কুরআন যদি আপনার পক্ষ থেকেই এসে থাকে তাহলে ওর অনুসরণ করার তাওফীক আমাদেরকে দান করুন’ কিন্তু তারা নিজেদের জীবনের উপর শাস্তি অর্জন করে নেয় এবং শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া করে। যেমন অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন :

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; যদি নির্ধারিত সময় না থাকত তাহলে শাস্তি তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে। (সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৫৩) আল্লাহ তা‘আলা তাদের কথা আরও বলেন :

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَانًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ

তারা বলে : হে আমাদের রাব্ব! বিচার দিনের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে শীঘ্র দিয়ে দাও। (সূরা সাদ, ৩৮ : ১৬) এবং অন্যত্র বলেন :

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِّنَ اللَّهِ ذِي

الْمَعَارِجِ

এক ব্যক্তি চাইল সংঘটিত হোক শাস্তি যা কাফিরদের জন্য অবধারিত, ইহা প্রতিরোধ করার কেহ নেই। ইহা আসবে আল্লাহর নিকট হতে যিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী। (সূরা মা‘আরিজ, ৭০ : ১-৩) পূর্ব যুগীয় উম্মাতদের মূর্খ ও অজ্ঞ লোকেরাও অনুরূপ কথাই বলেছিল। শুআ‘ইবের (আঃ) কাওম তাঁকে বলেছিল :

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে দাও। (সূরা শু'আরা, ২৬ : ১৮৭) অথবা 'হে আল্লাহ! যদি এটা আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আমাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষণ করুন!' সুবাহ (রহঃ) আবদুল হামীদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন যে, আবু জাহল ইব্ন হিশামও এ কথাই বলেছিল : **اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ** হে আল্লাহ! এটা যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিন! তখন **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ** এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১৬০) অর্থাৎ (হে নাবী!) তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এটা আল্লাহর অভিপ্রায় নয়, আর আল্লাহ এটাও চাননা যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।'

রাসূলের (সাঃ) অবস্থান স্থলে শাস্তি দেয়া

আল্লাহর অভিপ্রায় নয়

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা স্বীয় আয়াতের পুনরাবৃত্তি করছেন এবং তাদের উপর তাঁর রাহমাতের কথা উল্লেখ করছেন : **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ** হে নাবী! তুমি তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এটা আল্লাহর অভিপ্রায় নয় এবং আল্লাহ এটাও চান না যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : মুশরিকরা বাইতুল্লাহর তাওয়াফের সময় বলত :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ

'আমরা আপনার নিকট হাযির আছি, হে আল্লাহ! আপনার নিকট আমরা হাযির আছি। আপনার কোন অংশীদার নেই। আমরা আপনার নিকট উপস্থিত আছি।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলতেন : ‘এখানেই ক্ষান্ত হও, আর কিছুই বলনা।’ কিন্তু ঐ মুশরিকরা সাথে সাথেই বলে উঠত :

‘أَلَا شَرِيكَ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلِكٌ’ ‘আপনার একজন শরীকও রয়েছে, আপনি তারও মালিক এবং সে যা কিছু মালিক, তারও মালিক আপনি।’ এর সাথেই তারা আরও বলত ‘غُفْرَانِكَ غُفْرَانِكَ’ ‘আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।’ তখন আল্লাহ তা‘আলা وَمَا كَانَ اللَّهُ

وَأَنْتَ فِيهِمْ এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তারা দু’টি কারণে নিরাপত্তা লাভ করেছিল। প্রথম হচ্ছে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদ্যমানতা এবং দ্বিতীয় হচ্ছে তাদের ক্ষমা প্রার্থনা। এখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামতো বিদায় গ্রহণ করেছেন। কাজেই বাকী আছে শুধু ক্ষমা প্রার্থনা। (তাবারী ১৩/৫১১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আল্লাহ আমার উম্মাতের জন্য নিরাপত্তার দু’টি কারণ রেখেছেন। প্রথম হচ্ছে তাদের মধ্যে আমার উপস্থিতি। আর দ্বিতীয় হচ্ছে তাদের ক্ষমা প্রার্থনা। সুতরাং আমার দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের পরেও ক্ষমা প্রার্থনা কিয়ামাত পর্যন্ত লোকদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে থাকবে।’ (তিরমিযী ৮/৪৭২) আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : শাইতান বলেছিল, ‘হে আল্লাহ! আপনার মর্যাদার শপথ! যে পর্যন্ত আপনার বান্দাদের দেহে রুহ থাকবে সেই পর্যন্ত আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে থাকব।’ তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘আমার ইয্যাতের শপথ! যে পর্যন্ত তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে সেই পর্যন্ত আমিও তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকব।’ (আহমাদ ৩/২৯)

৩৪। কিন্তু তাদের কি বলার আছে যে জন্য আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবে ননা, যখন তারা মাসজিদুল হারামের পথ রোধ করছে, অথচ তারা মাসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক নয়?

۳۴. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنَّ

<p>আল্লাহ্‌তীক লোকেরাই উহার তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক এটা অবগত নয়।</p>	<p>أُولَٰئِكَ إِلَّا الَّامْتَقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ</p>
<p>৩৫। কা'বা ঘরের কাছে তাদের সালাত হল শিস দেয়া ও করতালি প্রদান ছাড়া অন্য কিছুই নয়, সুতরাং তোমরা কুফরী করার কারণে এখন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।</p>	<p>۳۵. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاةً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ</p>

অপরাধের কারণে শাস্তির যোগ্য হলেও

মাক্কার কাফিরদেরকে রেহাই দেয়া হয়েছিল

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মাক্কাবাসী মুশরিকরা শাস্তি পাওয়ার যোগ্যতো অবশ্যই ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বারাকাতে শাস্তি থেকে বেঁচে যায়। এজন্য যখন তিনি মাক্কা ছেড়ে চলে যান তখন বদরের দিন তাদের উপর শাস্তি নেমে আসে। তাদের নেতারা নিহত এবং নামী দামী লোক বন্দী হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা বলে দেন, কিন্তু ওর সাথে তারা শিরক ও ফাসাদকেও মিলিয়ে দেয়। আর যদি এই দুর্বল, নির্যাতিত ও অপমানিত মুসলিমরা মাক্কায় অবস্থান করে ক্ষমা প্রার্থনা না করতেন তাহলে মাক্কাবাসীর উপর এমন বিপদ এসে পড়ত যা কোনক্রমেই দূর করা যেতনা। ক্ষমা প্রার্থনার বারাকাতেই মাক্কায় শাস্তি নাযিল হওয়া থেকে কুরাইশরা রক্ষা পেয়েছে এবং মাক্কার মুসলিমদের অবস্থানের কারণেই তারা কিছুকাল পর্যন্ত আযাব থেকে নিরাপদ থেকেছে। হুদাইবিয়ার দিন আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা আয়াত নাযিল করেন :

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ
مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ

أَنْ تَطُؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

তারাইতো কুফরী করেছিল এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম হতে এবং বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছতে। তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত, যদি না থাকত এমন কতকগুলি মু'মিন নর-নারী যাদেরকে তোমরা জাননা, তাদেরকে তোমরা পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে। ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি এ জন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন, যদি তারা পৃথক হত, আমি তাদের মধ্যস্থিত কাফিরদেরকে মর্মসুদ শাস্তি দিতাম। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ : ২৫) এভাবে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে শাস্তি প্রাপক হিসাবে বেছে নেন এবং বলেন :

وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَائِهِ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

কি বলার আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবে ননা, যখন তারা মাসজিদুল হারামের পথরোধ করেছে?' অথচ তারা মাসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক নয়, মুত্তাকী লোকেরাই হল ওর তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক এটা অবগত নয়।' যাদেরকে কা'বা ঘরে যেতে বাধা দেয়া হচ্ছে তারাই এর বেশি হকদার যে, তারা ওখানে সালাত আদায় করবে এবং ওর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করবে। আর এই কাফিরদের মাসজিদুল হারামে যাওয়ার অধিকার নেই। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমনতো হতে পারেনা। তারা এমন যাদের সমস্ত

কাজ ব্যর্থ; এবং তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। আল্লাহর মাসজিদগুলি সংরক্ষণ করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামাত দিবসের প্রতি ঈমান আনে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কেহকেও ভয় করেনা। আশা করা যায় যে, এরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১৭-১৮) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ
مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ

আর আল্লাহর পথে প্রতিরোধ করা এবং তাঁকে অবিশ্বাস করা ও পবিত্র মাসজিদ হতে তার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২১৭) উরওয়াহ (রহঃ), সুদী (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) আয়াতের 'তাকওয়াহ' অবলম্বনকারী সম্পর্কে বলেন যে, তারা হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ (রাঃ)। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা জিহাদকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে, তাঁরা যাঁরাই হন বা যেখানেই থাকুন না কেন। অতঃপর এই আলোচনা করা হয়েছে যে, ঐ কাফির লোকেরা মাসজিদুল হারামে কি কাজ করত? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করছেন :

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً
তাদের সালাত হল শিস ও করতালি দেয়া।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবু রাজা আল উতারদী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কাব আল কারায়ী (রহঃ), হুজর ইব্ন আনবাস (রহঃ), নুবাইত ইব্ন শারিত (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতাতংশে শিস দেয়ার কথা বলা হয়েছে। (তাবারী ১৩/৫২২-৫২৬) মুজাহিদ (রহঃ) আরও পরিস্কার করে বলেন যে, মুশরিকরা তাদের মুখে আগুল ঢুকাতো (শিস দেয়ার জন্য)। (তাবারী ১৩/৫২৫)

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً এ আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মন্তব্য করেছেন : তারা উলঙ্গ অবস্থায় বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করত, মুখে আগুল দিয়ে বাঁশির মত শব্দ

বের করত এবং তালি বাজাতো। অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) এবং আল আউফী (রহঃ)। ইব্ন উমার (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কাব (রহঃ), আবু সালামাহ ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আতিয়িয়া আল আউফী (রহঃ), হুজর ইব্ন আনবাস (রহঃ) এবং ইব্ন আবজাও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ এর অর্থ করেছেন আল্লাহর পথ থেকে আয়াতাত্শের তَصَدِيقَةٍ এর অর্থ করেছেন আলাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করা। (তাবারী ১৩/৫২৭)

যাহহাক (রহঃ), ইব্ন যুরাইয (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ এর অর্থ করেছেন, 'সুতরাং এখন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর'। ঐ শাস্তি এই যে, বদরের যুদ্ধে তারা নিহত হয়েছিল এবং বন্দীও হয়েছিল। (তাবারী ১৩/৫২৮)

৩৬। নিশ্চয়ই কাফিরেরা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, অতঃপর ওটাই শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে এবং তারা পরাভূতও হবে। আর যারা কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে।

۳۶. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ
حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

৩৭। এটা এ কারণে যে, আল্লাহ ভাল থেকে মন্দকে পৃথক করবেন, আর কু-

۳۷. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ

জনদের সকলকে একজনের
উপর অপর জনকে স্তম্ভীকৃত
করবেন এবং অতঃপর
জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।
এরাই চরম ক্ষতিগ্রস্ত লোক।

الطَّيِّبِ وَتَجْعَلِ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ
عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا
فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْخَسِرُونَ

ধর্মের বিরুদ্ধে কাফিরদের সম্পদ ব্যয় করায়

তাদের শুধু কষ্টই বৃদ্ধি পাবে

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যুহরী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন হিব্বান (রহঃ), আসীম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদাহ (রহঃ) এবং হুসাইন ইব্ন আবদুর রাহমান ইব্ন আমর ইব্ন সাঈদ ইব্ন মুয়ায (রহঃ) বলেন : বদরের যুদ্ধে কুরাইশরা পরাজয় বরণ করে এবং তারা মাক্কা প্রত্যাবর্তন করে, আর আবু সুফিয়ানও কাফিলাসহ মাক্কা ফিরে যান। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন আবী রাবিআহ, ইকরিমাহ ইব্ন আবু জাহল, সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া এবং কুরাইশদের আরও কয়েকজন লোক, যাদের পিতা, পুত্র কিংবা ভাই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল তারা আবু সুফিয়ানকে বলল এবং ঐ লোকদেরকেও বলল যাদের ব্যবসায়ের মাল ঐ কাফেলায় ছিল : ‘হে কুরাইশের দল! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে গভীর শোকে নিমগ্ন করেছে এবং তোমাদের সম্ভ্রান্ত নেতাদেরকে হত্যা করেছে। তার সাথে পুনরায় যুদ্ধ করার জন্য তোমরা এই কাফেলার সমস্ত মাল দিয়ে দাও, যেন আমরা এর মাধ্যমে তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি।’ সুতরাং তারা তাদের সমস্ত মাল দিয়ে দিল। এ ব্যাপারেই আল্লাহ তা‘আলা ... إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ১৩/৫৩২) অর্থাৎ কাফিরেরা আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাকাম ইব্ন উয়াইনাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ) এবং ইব্ন আবজা (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি উহদের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে আবু সুফিয়ানের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। (তাবারী ১৩/৫৩০, ৫৩১)

যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি আবু সুফিয়ান এবং কুরাইশদের ধন-সম্পদ খরচ করার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি, বরং আহলে বদরের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। মোট কথা, যে ব্যাপারেই অবতীর্ণ হোক না কেন আয়াতটি সাধারণ, যদিও এর শানে নুযূল বিশিষ্ট হয়ে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, সত্যের পথ অনুসরণকারীদেরকে বাধা দেয়ার উদ্দেশে কাফিরেরা তাদের ধন-দৌলত ব্যয় করে থাকে। কিন্তু তাদের এই সমুদয় সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং পরিণামে তাদেরকে আফসোস করতে হবে। তারা আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়, কিন্তু আল্লাহ চান তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করতে, যদিও এটা কাফিরদের কাছে অপছন্দনীয় হয়। আল্লাহ স্বীয় দীনের সাহায্যকারী ও স্বীয় কালেমাকে জয়যুক্তকারী থাকবেন। কাফিরদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে অপমান ও লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। কাফিরদের মধ্যের যারা যুদ্ধের মাইদান থেকে জীবিত ফিরেছে এবং আরও অনেক বছর বেঁচে থাকবে তারা তাদের লজ্জাজনক পরিণাম স্বচক্ষে অবলোকন করবে এবং নিজ কানে শুনবে। আর যারা নিহত হয়েছে তারাতো চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে গেছে। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

فَسَيَنْفَقُونَهَا ثُمَّ يَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ

يُحْشَرُونَ তারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, অতঃপর ওটাই শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে এবং তারা পরাভূতও হবে। আর যারা কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ এর ভাবার্থ হচ্ছে, যেন আল্লাহ ভাগ্যবানদের থেকে হতভাগাদেরকে পৃথক করে দেন। (তাবারী ১৩/৫৩৪) অর্থাৎ যেন মু‘মিনরা কাফিরদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ

وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ কারা জিহাদ করে ও কারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তাদেরকে এখনও পরীক্ষা করেননি? (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৪২) মহান আল্লাহ আরও বলেন :

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ

সৎকে অসৎ (মুনাফিক) হতে পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ মু'মিনদেরকে, তারা যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থায় রেখে দিতে পারেননা, আর গাইবের খবরও তাদেরকে অবহিত করবেননা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৭৯) সুতরাং এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে কাফিরদের সাথে মুকাবিলা করিয়ে পরীক্ষা করব। তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের ধন-সম্পদ খরচ করবে। এটা শুধু এই পৃথকীকরণের জন্য যে, কারা অপবিত্র এবং কারা পবিত্র।

৩৮। তুমি কাফিরদেরকে বল : তারা যদি অনাচার থেকে বিরত থাকে তাহলে তাদের পূর্বের অপরাধ যা হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা করবেন। কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে তাহলে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ততো রয়েছেই।

۳۸. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ

৩৯। তোমরা সদা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দীন সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। আর তারা যদি ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হতে বিরত থাকে তাহলে তারা কি

۳۹. وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنَّ

করেছে তা আল্লাহই দেখবেন।

أَنْتَهُوَ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا
يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

৪০। আর যদি তোমাকে নাই
মানে এবং দীন থেকে মুখ
ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রেখ
যে, আল্লাহই তোমাদের
(মুসলিমদের) অভিভাবক। তিনি
কতইনা উত্তম অভিভাবক ও
সাহায্যকারী!

٤٠. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ۖ نِعَمَ الْمَوْلَى
وَنِعَمَ النَّصِيرُ

কাফিরদের কুফরীর কারণে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার উপদেশ

আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে
বলেছেন : قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ তুমি
কাফিরদেরকে বলে দাও : তোমরা যদি কুফরী ও বিরুদ্ধাচরণ হতে বিরত থেকে
ইসলাম গ্রহণ করে ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলে কুফরীর যুগে যেসব পাপ তোমরা
করেছ সবই আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। যেমন ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত
আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি
ইসলামে ভাল কাজ করল তাকে অজ্ঞতা যুগের কার্যাবলী সম্পর্কে জবাবদিহি
করতে হবেনা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে আসার পরেও খারাপ কাজ
করতে থাকল তাকে দু’ যুগেরই আমল সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।’
(ফাতহুল বারী ১২/২৭৭) সহীহ হাদীসে আরও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘ইসলাম পূর্ববর্তী পাপরাশিকে ধুইয়ে-মুছে দেয়
এবং এই তাওবাহর পূর্বে যে পাপ কাজ হয়েছে তা মিটিয়ে দেয়।’ (মুসলিম
৫১২১, আহমাদ ৪/২০৫) কিন্তু হে নাবী! তারা যদি তাদের পূর্বের অবস্থার
উপরই অটল থাকে এবং কুফরী ও বিরোধিতা পরিত্যাগ না করে তাহলে পূর্ববর্তী
লোকদের পরিণাম কি হয়েছিল তা কি তারা জানেনা? জেনে রেখ যে, শাস্তিই
হবে এর উত্তম পুরস্কার।

শিরক এবং কুফরকে উৎপাটন করার জন্য যুদ্ধ করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ** আল্লাহ কَلُّهُ এর ভাবার্থ হচ্ছে তোমরা কাফিরদের সাথে খুব বেশি যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না ফিতনা দূর হয় এবং দীন আল্লাহর জন্যই হয়ে যায়। বর্ণিত আছে যে, একটি লোক ইব্ন উমারের (রাঃ) নিকট এসে বলেন : হে আবদুর রাহমান! আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَنْ طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا

মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্ব লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ৯) এরূপ দু'টি জামাআতের উল্লেখ যখন কুরআন কারীমে রয়েছে তখন আপনি তা নিজের উপর বাস্তবায়ন করছেন না কেন? উত্তরে ইব্ন উমার (রাঃ) তাঁকে বলেন : 'হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! কোন মু'মিনের সাথে যুদ্ধ করা অপেক্ষা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার ভর্ৎসনা সহ্য করা আমার পক্ষে অধিক সহজ। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

আর যে কেহ ইচ্ছা করে কোন মু'মিনকে হত্যা করে তাহলে তার শাস্তি জাহান্নাম। (সূরা নিসা, ৪ : ৯৩) লোকটি বললেন : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাতো বলছেন :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয়। ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন : 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমাদের অবস্থা এরূপই ছিল। মুসলিমদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। দীনের ব্যাপারে লোকেরা পরীক্ষার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। তাদেরকে হত্যা করা হত অথবা বন্দী করা হত। এভাবে তারা কঠিন বিপদের মধ্যে পতিত হয়েছিল। অতঃপর যখন ইসলামের উন্নতি লাভ হল তখন ফিতনা আর বাকী থাকলনা।' মোট কথা, ঐ আপত্তিকারী লোকটির মতের সাথে যখন ইব্ন উমারের (রাঃ) মতের মিল হলনা তখন সে কথার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে বলল : 'আলী (রাঃ) ও উসমান (রাঃ) সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?' উত্তরে তিনি বললেন : 'আলী (রাঃ) এবং উসমান (রাঃ) সম্পর্কে আমি কিইবা বলতে পারি। উসমান (রাঃ) সম্পর্কে বলতে গেলেতো এটাই বলতে হয় যে, আল্লাহ

তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, অথচ তোমরা তাঁকে ক্ষমা করে দেয়াকে অপছন্দ করছ। আর আলীতো (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই ও জামাতা।' (ফাতহুল বারী ৮/১৬০) অতঃপর তিনি হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন : 'আর ঐ দেখ, ওখানে রয়েছে তার গৃহ।

সাদ্দ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, ইব্ন উমার (রাঃ) আমাদের কাছে আগমন করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করা হয় : 'ফিতনার যুদ্ধের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? ইব্ন উমার (রাঃ) বললেন : তোমরা কি জান ফিতনা কাকে বলে? নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সময় মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতেন সেই সময় মুশরিকদের সাথে থাকা এবং বসবাস করা ছিল ফিতনা। আর তোমাদের যুদ্ধতো শুধু নেতৃত্ব ও ক্ষমতা লাভের জন্যই চলছে।' (ফাতহুল বারী ৮/১৬০) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً এ আয়াত

সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : তাদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ পর্যন্ত শির্ক দূর না হয়। (তাবারী ১৩/৫৩৮) আবুল আলিয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), সুদী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, তিনি যুহরী (রহঃ) হতে, তিনি উরওয়াহ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং অন্যান্য বিজ্ঞজন হতে জানতে পেরেছেন যে, আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে : যতক্ষণ না মুসলিমদের উপর নির্যাতনের পরিবেশ বন্ধ হয় যে কারণে তারা তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। (ইব্ন

আবী হাতিম ৫/১৭০১) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ এর ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, যাতে আল্লাহর একাত্ববাদের ব্যাপারে লোকেরা নির্বিঘ্নে আমল করতে পারে। (ইব্ন আবী হাতিম ৫/১৭০১) হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন জুরাইয (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে যাতে আল্লাহর কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সমুন্নত হয়। (তাবারী ১৩/৫৩৮-৫৩৯) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) মন্তব্য করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে শির্কবিহীন তাওহীদের আমল এবং এর বিপরীত সমস্ত বাতিলের প্রতিরোধ। (ইব্ন হিশাম ২/৩২৭)

وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ দ্বারা খাঁটি বা নির্ভেজাল তাওহীদ বুঝানো হয়েছে, যার মধ্যে শির্কের কোনই মিশ্রণ থাকবেনা এবং আল্লাহর ক্ষমতায় কেহকে শরীক বানানো হবেনা। যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে দীন

ইসলামের বিদ্যমানতায় কুফরী অবশিষ্ট থাকবেনা। (তাবারী ১৩/৫৩৯) এর সত্যতা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** বলে। যদি তারা তা বলে তাহলে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা এসে যাবে, তবে কোন কারণে কিসাস গ্রহণ হিসাবে তাকে হত্যা করা যেতে পারে এবং তাদের হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে।’ (ফাতহুল বারী ১/৯৫, মুসলিম ১/৫৩) আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়, যে লোকটি স্বীয় বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেছে বা গোত্র ও বংশের স্বার্থ রক্ষার্থে জিহাদ করেছে অথবা খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেছে, এগুলির মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদ কোনটি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমা সম্মুখত করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে সেই শুধু আল্লাহর পথে জিহাদকারী রূপে পরিগণিত।’ (বুখারী ১২৩, ২৮১০, ৩১২৬, ৭৪৫৮)

... **فَإِنْ أَنتَهُوا** হে মু’মিনগণ! তারা মনের ভিতর কুফরী রেখেই যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকে তাহলে তোমরাও হাত উঠিয়ে নাও। কেননা তোমরা তাদের অন্তরের কথা অবগত নও। তাদের অন্তরের কথা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই জানেন। তিনি তাদেরকে সব সময় দেখতে রয়েছেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ৫)

فَإِخْرُجُوهُمْ فِي الدِّينِ

তাহলে তারা তোমাদের দীনের ভাই। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১১) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন :

وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

ফিতনা দূর হয়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর; অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয় তাহলে অত্যাচারীদের উপর ব্যতীত শত্রুতা নেই। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৯৩) সহীহ হাদীসে রয়েছে, উসামা ইব্ন যায়িদ (রাঃ) একটি লোককে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হলে লোকটি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পাঠ করে। তবুও উসামা (রাঃ) তাকে তরবারী দ্বারা হত্যা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ সংবাদ পৌছলে তিনি উসামাকে (রাঃ) বলেন : ‘সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করেছে, এর পরও তুমি তাকে হত্যা করেছ কেন? কিয়ামাতের দিন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ব্যাপারে তুমি কি করবে?’ উত্তরে উসামা (রাঃ) আরয করেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে শুধু প্রাণ বাঁচানোর জন্য এ কথা বলেছিল।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘তুমি কি তার অন্তর ফেড়ে দেখেছিলে?’ অতঃপর ‘কিয়ামাতের দিন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর ব্যাপারে তুমি কী বলবে? এ কথা তিনি তাকে বার বার বলতে থাকেন। উসামা (রাঃ) তখন বলেন : ‘আমি আকাংখা করতে লাগলাম যে, আমি যদি ঐ দিনই ইসলাম কবুল করতাম (তাহলে আমার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাকে হত্যা করা হত)!’ (মুসলিম ১/৯৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مُوْلاَكُمْ نِعَمَ الْمُوْلٰى وَنِعَمَ النَّصِيْرِ

তারা যদি তোমাকে না‘ই মানে ও দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক ও বন্ধু, তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক ও কতই না উত্তম সাহায্যকারী!

নবম পারা সমাপ্ত।

৪১। আর তোমরা জেনে রেখ যে, যুদ্ধে তোমরা যা কিছু গাণীমাতের মাল লাভ করেছ ওর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ, তাঁর রাসূল, (রাসূলের) নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরের জন্য, যদি তোমরা ঈমান এনে থাক

٤١. وَاعْلَمُوْا اَنْمَّا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسْكِيْنَ وَاَبْنِ السَّبِيْلِ اِنْ

আল্লাহর প্রতি এবং যা আমি অবতীর্ণ করেছি আমার বান্দার উপর সেই চূড়ান্ত ফাইসালার দিন, যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلْنَا
عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ
الَّتَقَىٰ الْجَمْعَانِ ۖ وَاللّٰهُ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

গানীমাত এবং ফাই এর ব্যাপারে নির্দেশ

এখানে আল্লাহ তা'আলা গানীমাত বা যুদ্ধলব্ধ মালের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যা তিনি বিশেষভাবে উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার জন্যই হালাল করেছেন। পূর্ববর্তী উম্মাতদের জন্য এটা হারাম ছিল। গানীমাত ঐ মালকে বলা হয় যা কাফিরদের উপর আক্রমণ চালানোর পর লাভ করা হয়। আর 'ফাই' হচ্ছে ঐ মাল যা যুদ্ধ না করেই লাভ করা হয়। যেমন তাদের সাথে সন্ধি করে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু আদায় করা হয় বা ঐ মাল যার কোন উত্তরাধিকারী নেই অথবা যে মাল জিযিয়া, খিরাজ ইত্যাদি হিসাবে পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ
এক পঞ্চমাংশ বের করে নিতে হবে, তা কমই হোক আর বেশীই হোক। তা সূঁচই হোক বা সূতাই হোক না কেন। বিশ্ব-রাব্ব ঘোষণা করছেন : যে খিয়ানাত করবে সে তা নিয়ে কিয়ামাতের দিন হাযির হবে এবং প্রত্যেককেই তার আমলের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। কারও উপর কোন প্রকার অত্যাচার করা হবেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৬১) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
রাসূলের। এর ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন সৈন্যবাহিনী পাঠাতেন এবং গানীমাতের মাল লাভ করতেন তখন তিনি ওটাকে প্রথমে পাঁচ ভাগে ভাগ করতেন। তারপর পঞ্চমাংশকে আবার পাঁচ অংশে বিভক্ত করতেন। অতঃপর তিনি এ আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন। সুতরাং

لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ এটা শুধু বাক্যের শুরু জন্য বলা হয়েছে। আকাশসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবইতো আল্লাহর, যেমনটি অন্যত্র বলা হয়েছে :

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৮৪) বহু মনীষী ও বিজ্ঞজনের এটাই উক্তি যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটাই অংশ। (তাবারী ১৩/৫৪৯) সহীহ সনদে বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি এর পৃষ্ঠপোষকতা করছে :

ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হানাফিইয়াহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), শা’বী (রহঃ), ‘আতা ইব্ন আবী রাবাহ (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন বুরাইদাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুগীরাহ (রহঃ) এবং আরও অনেক জ্ঞানীজন বলেছেন যে, গানীমাতের মালের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য একই অংশ। (তাবারী ১৩/৫৪৮, ৫৫০) এরই সমর্থনে হাফিয ইমাম বাইহাকী (রহঃ) সহীহ সনদে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন সাকীক (রহঃ) বলেন যে, ‘বিলকীন’ গোত্রের এক লোক বলেছেন : আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাই। তখন তিনি ‘ওয়াদী আল-কুরা’ নামক স্থানে একটি ঘোড়াকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! গানীমাতের ব্যাপারে আপনি কি বলেন? নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন : ‘ওর এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহর জন্য এবং বাকী চার অংশ হচ্ছে মুজাহিদদের জন্য।’ আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, কারও উপর কারও কি অধিক হক নেই? তিনি জবাব দিলেন : ‘না, এমন কি তুমি তোমার বন্ধুর দেহ থেকে যে তীরটি বের করবে সেই তীরটিও তুমি তোমার সেই মুসলিম ভাইয়ের চেয়ে বেশি নেয়ার হকদার নও।’ (বাইহাকী ৬/৩২৪)

মিকদাম ইব্ন মা’দীকারীব আল কিনদী (রাঃ) একদা উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ), আবু দারদা (রাঃ) এবং হারিস ইব্ন মুআবিয়া আল কিনদীর (রাঃ) সাথে বসেছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসগুলির আলোচনা করছিলেন। আবু দারদা (রাঃ) উবাদাহ ইব্ন সামিতকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন : ‘অমুক অমুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক পঞ্চমাংশের ব্যাপারে কি কথা বলেছিলেন?’ উত্তরে উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক যুদ্ধে গানীমাতের একটি

উটকে সামনে রেখে সালাত আদায় করেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং ঐ উটটির কিছু পশম হাতে নিয়ে বলেন : ‘গানীমাতের এই উটটির এই পশমও গানীমাতের মালেরই অন্তর্ভুক্ত। এ মাল আমার নয়। আমার অংশতো তোমাদেরই সাথে এক পঞ্চমাংশ মাত্র। এটাও আবার তোমাদেরকেই ফিরিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং সূঁচ, সূতা এবং ওর চেয়ে বড় ও ছোট প্রত্যেক জিনিসই পৌঁছে দাও। খিয়ানাত করনা। খিয়ানাত বড়ই দূষণীয় কাজ এবং খিয়ানাতকারীর জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই আগুন রয়েছে। নিকটবর্তী ও দূরবর্তী লোকদের সাথে আল্লাহর পথে জিহাদ জারী রাখ। শারীয়াতের কাজে ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার প্রতি কোন ভ্রক্ষেপ করনা। স্বদেশে এবং বিদেশে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হদ জারী করতে থাক। আল্লাহর ব্যাপারে জিহাদ করতে থাক। জিহাদ হচ্ছে জান্নাতের বড় বড় দরজাসমূহের মধ্যে একটি দরজা। এই জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহ তা‘আলা দুঃখ ও চিন্তা হতে মুক্তি দিয়ে থাকেন।’ (আহমাদ ৫/৩১৬)

আমল করার ব্যাপারে এটি একটি অতি উৎকৃষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক হাদীস। কিন্তু সহীহাইন কিংবা চারটি সুনান গ্রন্থের লেখকগণ কেহই তাদের গ্রন্থে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেননি। উল্লিখিত সূত্রে অবশ্য ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) আমর ইব্ন সুআইব (রহঃ) হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যা উপরে বর্ণিত হাদীসটির অনুরূপ। (আহমাদ ২/১৮৪, আবু দাউদ ২৬৯৪) আবু দাউদ (রহঃ) আনবাস ইব্ন আমর (রহঃ) থেকে আরও একটি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (আবু দাউদ ২৭৫৫) মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রহঃ), আমীর আশ শা‘বী (রহঃ) এবং আরও অনেকের মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গানীমাতের মাল থেকে কিছু কিছু জিনিস নিজের জন্য পছন্দ করতেন। যেমন ভৃত্য, ঘোড়া, তলোয়ার ইত্যাদি। ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সহীহ সনদে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, বদরের যুদ্ধে পাওয়া ‘যুলফিকার’ নামক তলোয়ারটি তিনি পছন্দ করেছিলেন। (আহমাদ ১/২৭১, তিরমিযী ১৫৬১) আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, সাফিয়াহকে (রাঃ) যুদ্ধের সময় অন্যান্য মহিলা বন্দীদের সাথে বন্দী করা হয় এবং গানীমাতের মাল বন্টন করার পূর্বেই তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অংশে নিয়ে নেন। (আবু দাউদ ২৯৯৪) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অংশ আত্মীয়দের জন্য প্রদেয় হিসাবে বানী হাশিম এবং বানী আবদুল মুত্তালিবের

মধ্যে বন্টন করে দিতেন। কারণ জাহিলিয়াত যামানায় এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে আবদুল মুত্তালিবের গোত্র হাশিম গোত্রকে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল। কুরাইশরা তাদেরকে বয়কট করায় তারা যে তিন বছর পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান করেছিলেন তখন তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আবদুল মুত্তালিবের গোত্রও তাদের সাথে একত্রে অবস্থান করেছিল এবং সব ধরনের নিরাপত্তা দিয়েছিল। আবদুল মুত্তালিবের গোত্রের যারা মুসলিম হয়েছিলেন তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সব ধরনের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে এটাইতো স্বাভাবিক ছিল। এছাড়া আবদুল মুত্তালিবের গোত্রের অমুসলিমরা তাদের স্বগোষ্ঠীয় মুসলিমদের সাহায্য করার জন্য এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু তালিবের প্রতি তাদের আনুগত্যের কারণেও সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে।

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ এ আয়াতে ইয়াতীমদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেহ কেহ বলেন যে, ইয়াতীমরা যদি দরিদ্র হয় তাহলে তারা হকদার হবে। আবার অন্য কেহ বলেন যে, ধনী দরিদ্র সব ইয়াতীমই এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। মিসকীন শব্দ দ্বারা ঐ অভাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদের কাছে এই পরিমাণ মাল নেই যে, তা দ্বারা তাদের দারিদ্রতা ও অভাব দূর হতে পারে এবং তা তাদের জন্য যথেষ্ট হয়। ‘ইবনস সাবীল’ দ্বারা ঐ মুসাফিরকে বুঝানো হয়েছে যে দেশ থেকে বের হয়ে এত দূরে যাচ্ছে যেখানে পৌঁছলে তার জন্য সালাত কসর করা জাযিয় হবে এবং সফরের যথেষ্ট খরচ তার কাছে নেই। এর তাফসীর সূরা বারাতের **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ** (৯ : ৬০) এই আয়াতে ইনশাআল্লাহ আসবে। আল্লাহ তা‘আলার উপরই আমাদের ভরসা এবং তাঁরই কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করছি।

إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا উপর এবং তাঁর বান্দার প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের উপর ঈমান এনে থাক তাহলে তিনি যা আদেশ করছেন তা পালন কর। অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ মাল হতে এক পঞ্চমাংশ পৃথক করে দাও। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদে কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদলকে বলেছিলেন : ‘আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয় মেনে চলা এবং চারটি বিষয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিচ্ছি। (১)

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিচ্ছি। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ কি তা কি তোমরা জান? তা হচ্ছে সাক্ষ্য দান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল। (২) সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করা, (৩) যাকাত দেয়া এবং (৪) গানীমাতের মাল থেকে এক পঞ্চমাংশ আদায় করা’। (ফাতহুল বারী ১/১৫৭, মুসলিম ১/৪৬) সুতরাং এক পঞ্চমাংশ আদায় করাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় কিতাব সহীহ বুখারীতে একটি বাব বা অনুচ্ছেদ করেছেন যে, ‘খুমুস’ বা এক পঞ্চমাংশ বের করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।’ অতঃপর তিনি ঐ হাদীস এনেছেন। আমরা শারহে সহীহ বুখারীতে এর পূর্ণ ভাবার্থ আলোচনা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর একটা ইহসান ও ইনআমের কথা বর্ণনা করেছেন :

إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَى عَبْدِنَا তিনি হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য এনেছেন। তিনি স্বীয় দীনকে জয়যুক্ত করেছেন, স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সেনাবাহিনীকে সাহায্য করেছেন এবং বদরের যুদ্ধে তাঁদেরকে জয়যুক্ত করেছেন। তিনি ঈমানের কালেমাকে কুফরীর কালেমার উপর উঠিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ কুফরীর কালেমা ঈমানের কালেমার নীচে পড়ে গেছে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) এবং আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, يَوْمَ الْفُرْقَانِ দ্বারা বদরের দিনকে বুঝানো হয়েছে, যে দিন হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে। (তাবারী ১৩/৫৬১) ইমাম হাকিমও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া মুজাহিদ (রহঃ), মিকসাম (রহঃ), উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) প্রমুখজনও ভিন্ন ভিন্নভাবে এ কথা বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৩/৫৬১, ৫৬৩)

৪২। আর স্মরণ কর, যখন তোমরা প্রান্তরের এই দিকে ছিলে, আর তারা প্রান্তরের অপর দিকে শিবির রচনা করেছিল, আর উষ্ট্রারোহী কাফেলা তোমাদের অপেক্ষা নিম্নভূমিতে

٤٢. إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ

ছিল, যদি পূর্ব হতেই তোমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাইতে তাহলে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হত, কিন্তু যা ঘটানোর ছিল তা আল্লাহ সম্পন্ন করার জন্য উভয় দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করলেন, তাতে যে ধ্বংস হবে সে যেন সত্য সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হবার পর ধ্বংস হয়, আর যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্য সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হবার পর জীবিত থাকে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।

وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خْتَلَفْتُمْ فِي
الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لَيَقْضِيَ اللَّهُ
أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ
وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ
وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ

বদরের যুদ্ধের কিছু বর্ণনা

إِذْ أَنْتُمْ : সম্পর্কে সংবাদ দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন : يَوْمَ الْفُرْقَانِ ঐ দিন তোমরা একটি উপত্যকার পাশে ছিলে যা মাদীনার নিকটবর্তী প্রবেশ দ্বারে অবস্থিত। আর মুশরিকরা মাক্কার দিকে এবং মাদীনার দূরবর্তী উপত্যকায় অবস্থান করছিল। أَسْفَلَ مِنْكُمْ এদিকে আবু সুফিয়ান ও তার বাণিজ্যিক কাফেলা ব্যবসার মাল সম্ভারসহ নীচের দিকে সমুদ্রের কাছে ছিল। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন আব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইবনুয় যুবাইর (রহঃ) আমাকে বলেছেন : তার পিতা الْمِيعَادِ فِي لَا خْتَلَفْتُمْ এ আয়াতের বিশ্লেষণে বলেন : যদি তোমরা ও কাফির কুরাইশরা প্রথম থেকেই যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করতে তাহলে যুদ্ধ কোথায় সংঘটিত হবে এ নিয়ে তোমাদের মধ্যে অবশ্যই মতানৈক্য সৃষ্টি হত।

وَلَكِنْ لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا

এ জন্যই মহান আল্লাহ কোন পূর্ব সিদ্ধান্ত ছাড়াই দু'টি দলকে আকস্মিকভাবে একত্রে মিলিয়ে দিলেন যাতে আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ হয় এবং ইসলাম ও মুসলিমদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং মুশরিকদের হীনতা ও নীচতা প্রকাশ পায়। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা করতে চেয়েছিলেন তা তিনি করেই ফেললেন। (ইব্ন হিশাম ২/৩২৮) কা'ব ইব্ন মালিক (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমরা একমাত্র কাফেলার উদ্দেশ্যেই বের হয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কোন তারিখ নির্ধারণ ও কোন যুদ্ধ প্রস্তুতি ছাড়াই মুসলিমদেরকে কাফিরদের সাথে মুখোমুখি করে দিলেন। (তাবারী ১৩/৫৬৬)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইয়াযীদ ইব্ন রুম্মান (রহঃ) তাকে বলেছেন যে, উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (রহঃ) বলেছেন : বদরের নিকটবর্তী হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী ইব্ন আবী তালিব (রাঃ), সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং যুবাইর ইব্ন আওয়ামকে (রাঃ) খবর নেয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন। আরও কয়েকজন সাহাবীকেও তাদের সঙ্গী করে দেন। তাঁরা বানু সাঈদ ইব্ন আস ও বানু হাজ্জাজের দুই ভৃত্যকে কুয়ার ধারে পেয়ে যান। দু'জনকেই গ্রেফতার করে তাঁরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির করেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করছিলেন। তারা তাদেরকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। তাঁরা প্রশ্ন করলেন : 'তোমরা কে?' তারা উত্তরে বলল : 'আমরা কুরাইশ সেনাবাহিনীর পানি বহনকারী, তারা আমাদেরকে পানি সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছিল।' সাহাবীগণের ধারণা ছিল যে, তারা আবু সুফিয়ানের লোক। এ জন্য তাঁরা তাদেরকে কঠোর প্রহার করলেন। তাই বাধ্য হয়ে তারা ভয় পেয়ে বলে উঠল যে, তারা আবু সুফিয়ানের কাফেলার লোক। তখন তাঁরা তাদেরকে প্রহার করা বন্ধ করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বললেন : 'তারা যখন সত্য কথা বলল তখন তোমরা তাদেরকে মারধর করলে, আর যখন তারা মিথ্যা কথা বলল তখন তোমরা তাদেরকে প্রহার করা বন্ধ করলে? আল্লাহর শপথ! এরা পূর্বে সত্য কথাই বলেছিল। এরা কুরাইশেরই গোলাম।' অতঃপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন : 'আচ্ছা বলত, কুরাইশদের সেনাবাহিনী কোথায় রয়েছে?' তারা উত্তরে

বলল : ‘উপত্যকার ঐ দিকের ঐ পাহাড়ের পিছনে রয়েছে।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : ‘সংখ্যায় তারা কত হতে পারে?’ তারা বলল : ‘সংখ্যাতো আমাদের জানা নেই, সংখ্যায় তারা অনেক।’ তিনি বললেন : ‘আচ্ছা, দৈনিক তারা কয়টা উট যবাহ্ করে তা তোমরা বলতে পার কি?’ উত্তরে তারা বলল : ‘কোনদিন নয়টি এবং কোন দিন দশটি।’ তিনি তখন মন্তব্য করলেন : ‘তাহলে তাদের সংখ্যা নয় শত থেকে এক হাজার হবে।’ তারপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন : ‘তাদের মধ্যে কুরাইশ নেতৃবর্গের কে কে আছে?’ তারা উত্তর দিল : ‘তারা হচ্ছে উত্বা ইব্ন রাবীআ’, সাইবা ইব্ন রাবীআ’, আবুল বাখতারী ইব্ন হিশাম, হাকীম ইব্ন হিজাম, নাওফেল ইব্ন খুয়াইলিদ, হারিস ইব্ন আমির ইব্ন নাওফেল, তুআইমাহ ইব্ন আদী ইব্ন নাওফাল, নাযার ইব্ন হারিস, যামআহ ইব্ন আসওয়াদ, আবু জাহল ইব্ন হিশাম, উমাইয়াহ ইব্ন খালাফ, নাবীহ ইব্ন হাজ্জাজ, মুনাব্বাহ ইব্ন হাজ্জাজ, সুহাইল ইব্ন আমর এবং আমর ইব্ন আবদ ওয়াদ।’ এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীবর্গকে বললেন : ‘জেনে রেখ যে, মাক্কা নগরী ওর প্রভাব প্রতিপত্তিযুক্ত সন্তানদেরকে তোমাদের দিকে নিক্ষেপ করেছে।’ (ইব্ন হিশাম ২/২৬৮) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيْنَةٍ

সীরাতে এই আয়াতের শেষ বাক্যটির তাফসীর নিম্নরূপ এসেছে : ‘এটা এ কারণে যে, যেন কাফিরেরা কুফরীর উপর থেকেও আল্লাহর দলীল প্রমাণ দেখে নেয় এবং মু‘মিনরাও দলীল দেখেই ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। (তাবারী ১৩/৫৬৮) অর্থাৎ কোন উদ্বেজনা, শর্ত ও দিন নির্ধারণ ছাড়াই আকস্মিকভাবে আল্লাহ তা‘আলা এখানে মু‘মিন ও কাফিরদেরকে মুকাবিলা করালেন এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি সত্যকে মিথ্যার উপর জয়যুক্ত করে সত্যকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করবেন, এভাবে যেন কারও মনে কোন সংশয় ও সন্দেহ অবশিষ্ট না থাকে। এখন যে কুফরীর উপর থাকবে সে কুফরীকে কুফরী মনে করেই থাকবে। আর যে মু‘মিন হবে সে দলীল প্রমাণ দেখেই ঈমানের উপর কায়ম থাকবে। ঈমানই হচ্ছে অন্তরের জীবন এবং কুফরীই হচ্ছে প্রকৃত ধ্বংস।’ যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ

এমন ব্যক্তি যে ছিল প্রাণহীন, অতঃপর তাকে আমি জীবন দান করি এবং তার জন্য আমি এমন আলোকের ব্যবস্থা করে দিই, যার সাহায্যে সে জনগণের মধ্যে চলাফিরা করে। (৬ : ১২২)

عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ আল্লাহ তোমাদের বিনয়, প্রার্থনা, ইস্তিগফার, ফরিয়াদ, মুন্সাজাত ইত্যাদি সবই শ্রবণকারী। তোমরা যে আহলে হক, তোমরা যে সাহায্য পাওয়ার যোগ্য এবং তোমরা এরও যোগ্য যে, তোমাদেরকে কাফির ও মুশরিকদের উপর জয়যুক্ত করা উচিত, এসব বিষয় আল্লাহ ভালভাবে অবগত আছেন।

৪৩। আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নযোগে ওদের সংখ্যা অল্প দেখিয়েছিলেন, যদি তোমাকে তাদের সংখ্যা অধিক দেখাতেন তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং যুদ্ধ সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হত, কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত।

৪৩. إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرْنٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

৪৪। আরও স্মরণ কর, যা ঘটানোর ছিল, চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করার জন্য যখন দু'দল মুখোমুখী দন্ডায়মান হয়েছিল তখন তোমাদের দৃষ্টিতে ওদের সংখ্যা খুব অল্প দেখাচ্ছিল, আর ওদের চোখেও তোমাদেরকে খুব স্বল্প সংখ্যক পরিদৃষ্ট হচ্ছিল, সমস্ত বিষয় ও সমস্যাই আল্লাহর

৪৪. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّقَيْتُمْ فِي آعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آعْيُنِهِمْ لِيَقْضَىٰ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ

দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

وَالِلّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা

একে অন্যের চোখে কম সংখ্যক দেখিয়েছেন

وَلَوْ أَرَأَوْهُمْ كَثِيرًا لَّفَلسْتُمْ তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে মুশরিকদের সংখ্যা খুবই কম দেখান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীবর্গের নিকট তা বর্ণনা করেন। এটা যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের পাণ্ডুলি অটল থাকার কারণ হয়ে যায়। (তাবারী ১৩/৫৭০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্তরের গুপ্ত কথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

يَعْلَمُ خَائِبَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। (সূরা গাফির, ৪০ : ১৯) তিনি চোখের খিয়ানাত ও অন্তরের গুপ্ত রহস্য জানেন। وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّكْوِينِ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا মুসলিমদের দৃষ্টিতে যুদ্ধের সময়েও মুশরিকদের সংখ্যা কম দেখালেন, যাতে তাঁরা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে খুবই নগণ্য মনে করেন। আবু ইসহাক আস সুবাই (রহঃ) বলেন যে, আবু উবাইদাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি আমার সঙ্গীকে মুশরিকদের আনুমানিক সংখ্যা বললাম, তুমি কি মনে কর যে, তারা প্রায় ৭০ (সত্তর) জন হবে। আমার সাথী তখন পূর্ণভাবে অনুমান করে বললেন : 'না, তারা প্রায় ১০০ (একশ') জন হবে।' অতঃপর তাদের এক লোক আমাদের হাতে বন্দী হলে তাকে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কতজন রয়েছ? সে উত্তরে বলল : 'আমাদের সৈন্যসংখ্যা এক হাজার।' (তাবারী ১৩/৫৭২) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা উভয় দলকে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একরূপ দেখিয়েছিলেন। (হাদীস নং ৫/১৭১০) এ বর্ণনাটির ক্রমধারা সহীহ। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন আব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ

ইবনুয যুবাইর (রহঃ) তাকে বলেন যে, তার পিতা لَيْقِظِي اللَّهَ أَمْرًا كَانَ ইবনুয যুবাইর (রহঃ) তাকে বলেন যে, তার পিতা
مَفْعُولًا এ আয়াত সম্পর্কে বলেন : এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা
উভয় দলকে একে অপরের দৃষ্টিতে খুবই অল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন যাতে এক
দলের বিরুদ্ধে অপর দল যুদ্ধ করার জন্য আগ্রহী হয়। এটা ছিল যুদ্ধ শুরু করার
পূর্বাবস্থা। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে পর্যায়ক্রমে
এক হাজার মালাইকা দ্বারা সাহায্য করেন। ফলে কাফিরেরা মুসলিমদের সংখ্যা
দ্বিগুণ দেখতে পাচ্ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَهُمْ رَأَىٰ الْعَيْنُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن
يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

(ওহে ইয়াহুদ!) নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য দু'টি দলের পরস্পর সম্মুখীন
হওয়ার মধ্যে মহান নমুনা রয়েছে, তাদের একদল আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছিল
এবং অপর দল অবিশ্বাসী ছিল; তারা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে মুসলিমদেরকে দ্বিগুণ
দেখেছিল এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তদ্বীয় সাহায্য দানে শক্তিশালী করেন, নিশ্চয়ই
এর মধ্যে চক্ষুস্মানদের জন্য উপদেশ রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৩)

৪৫। হে মু'মিনগণ! তোমরা
আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর
এবং অবিচল থাকবে যখন
কোন দলের সম্মুখীন হও,
আশা করা যায় তোমরা
সফলকাম হবে।

٤٥. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا
لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوْا
اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

৪৬। তোমরা আল্লাহ ও তাঁর
রাসুলের অনুগত হও। তোমরা
সাহস ও ক্ষমতাহারা হয়ে
যাবে যদি নিজেদের মধ্যে
বিবাদ কর। তোমরা ধৈর্য

٤٦. وَاَطِيعُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَا
تَنَزَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ

ধারণা কর। আল্লাহ
ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

رَتَحْكُمُوا وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ

যুদ্ধের কৌশল

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتَّبِعُوا হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর এবং অবিচল থাকবে যখন কোন দলের সম্মুখীন হও। এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে যুদ্ধের কৌশল এবং শত্রুদের সাথে মুকাবিলার সময় বীরত্ব প্রকাশ করার কথা শিক্ষা দিচ্ছেন। এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য পশ্চিম গগণে ঢলে পড়ার পর দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন : 'হে লোকসকল! যুদ্ধে শত্রুদের সম্মুখীন হওয়ার আশা করনা। আল্লাহর নিকট নিরাপত্তার প্রার্থনা কর। কিন্তু যখন শত্রুদের সাথে মুকাবিলা হয়ে যাবে তখন যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাক এবং বিশ্বাস রেখ যে, জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে রয়েছে।' তারপর তিনি দাঁড়িয়ে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন : 'হে কিতাব অবতীর্ণকারী আল্লাহ! হে মেঘমালাকে চালনাকারী আল্লাহ! হে সেনাবাহিনীকে পরাজিতকারী আল্লাহ! এই কাফিরদেরকে পরাজিত করুন এবং তাদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন।' (ফাতহুল বারী ৬/১৪০, মুসলিম ৩/১৩৬২)

শত্রুর মুকাবিলায় অটল থাকার নির্দেশ

এই আয়াতে মহান আল্লাহ শত্রুদের সাথে মুকাবিলার সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাকার ও ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ তারা (মু'মিনরা) যেন ভীৰুতা প্রদর্শন না করে এবং ভয় না পায়। আল্লাহর উপরই যেন ভরসা করে এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তারা যেন সর্বদা আল্লাহকেই স্মরণ করে, কখনও যেন তাঁকে ভুলে না যায়। এটাই হচ্ছে সফলতার উপায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য পরিত্যাগ না করে। তাঁরা যা বলেন তাই যেন পালন করে এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকে। পরস্পর যেন ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত না হয় এবং মতানৈক্য সৃষ্টি না করে। নতুবা তারা লাঞ্চিত হবে, তাদেরকে কাপুরুষতায় ঘিরে ফেলবে এবং তারা শক্তিহীন হয়ে পড়বে। এর ফলে তাদের অগ্রযাত্রায় বাধা পড়বে। তারা ধৈর্যের অঞ্চল যেন ছেড়ে না দেয় এবং তারা যেন বিশ্বাস রাখে

ধৈর্যশীলদের সাথে স্বয়ং আল্লাহ রয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম এই হুকুম এমনভাবে পালন করেছিলেন যে, তাঁদের তুলনা পূর্বেও ছিলনা এবং পরবর্তীদের মধ্যেতো তুলনার কোন কথাই উঠতে পারেনা। এই বীরত্ব, এই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আনুগত্য এবং এই ধৈর্য ও সহ্যই ছিল আল্লাহ তা‘আলার সাহায্য লাভের কারণ। আর এর ফলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সংখ্যার স্বল্পতা এবং যুদ্ধাস্ত্রের নগণ্যতা সত্ত্বেও মুসলিমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগুলো জয় করেছিলেন। রোম, পারসিক, তুর্কী, সাকালিয়া, বার্বারী, ইথিওপিয়ান, সুদানী এবং কিবতীদেরকে তথা দুনিয়ার সমস্ত গৌর ও কৃষ্ণ বর্ণের লোককে বশীভূত করে ফেলেন। এভাবে তাঁরা আল্লাহর কালেমাকে সমুচ্চ করেন, সত্য দীনকে ছড়িয়ে দেন এবং ইসলামী হুকুমাত বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেন। দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, তাঁরা ত্রিশ বছরের মধ্যে দুনিয়ার মানচিত্র পরিবর্তন করে দেন এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠা পরিবর্তিত করেন। মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি সম্বুষ্ট থাকুন এবং তাঁদেরকেও সম্বুষ্ট রাখুন। আল্লাহ আমাদেরকেও তাঁদেরই দলভুক্ত করুন। তিনি পরমদাতা ও করুণাময়।

৪৭। তোমরা তাদের মত আচরণ করনা যারা নিজেদের গৃহ হতে সদর্পে এবং লোকদেরকে (নিজেদের শক্তি) প্রদর্শন করে বের হয় ও মানুষকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত রাখে, তারা যা করে আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

٤٧. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

৪৮। স্মরণ কর, যখন শাইতান তাদের কার্যাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে খুব চাকচিক্যময় ও শোভনীয় করে দেখাচ্ছিল, সে গর্বভরে বলেছিল : কোন মানুষই আজ তোমাদের উপর বিজয় লাভ

٤٨. وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ
الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ

করতে পারবেনা, আমি সাহায্যার্থে তোমাদের নিকটই থাকব। কিন্তু উভয় বাহিনীর মধ্যে যখন প্রত্যক্ষ যুদ্ধ শুরু হল তখন সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সরে পড়ল এবং বলল : আমি তোমাদের বিষয়ে দায়িত্ব মুক্ত, আমি যা দেখেছি তোমরা তা দেখনা, আমি আল্লাহকে ভয় করি, আর আল্লাহ শাস্তি দানে খুবই কঠোর।

لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتْ الْفِئْتَانِ
نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي
بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا
تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

৪৯। যারা মুনাফিক, অন্তরে যাদের ব্যাধি রয়েছে তারা বলে, তাদের ধর্ম তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। যে কেহ আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

٤٩. إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ
وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ
هَتُوْلَاءِ دِينُهُمْ ۖ وَمَن يَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

যুদ্ধের উদ্দেশে কাফিরদের মাক্কা ত্যাগ

জিহাদে অটল থাকা, ভাল নিয়াত রাখা এবং খুব বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করার উপদেশ দানের পর আল্লাহ তা‘আলা এখানে মুসলিমদেরকে মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত হতে নিষেধ করছেন। তিনি বলেন, মুশরিকরা যেমন সত্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া এবং জনগণের মধ্যে নিজেদের বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য গর্বভরে চলছে, তোমরা তদ্রূপ করনা। আবু জাহলকে যখন বলা হয়েছিল, ‘বাণিজ্যিক কাফেলাতো রক্ষা পেয়েছে, সুতরাং চল, আমরা এখান থেকেই ফিরে যাই’ তখন

সেই অভিশপ্ত লোকটি উত্তরে বলেছিল : ‘না, আল্লাহর শপথ! আমরা ফিরে যাবনা, বরং আমরা বদরের পানির কাছে অবতরণ করব, উটগুলি যবাহ করব, সেখানে মদ পান করব এবং মেয়েদের গান শুনব, যেন জনগণের মাঝে আমাদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং জনগণের মাঝে আলোচিত হবে যে, ঐ দিন আমরা কী করেছি।’

কিন্তু আল্লাহ **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ** তা‘আলা তাদের বাসনার উল্টো অবস্থা ঘটিয়ে দিলেন। ওখানেই তাদের মৃত্যু হল এবং সেখানেই লাঞ্ছনা ও অপমানের সাথে তাদের মৃতদেহগুলো গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করা হল। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন : **وَاللَّهُ بِمَا** **يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ** আল্লাহ তাদের কার্যাবলী পরিবেষ্টনকারী, তাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য তাঁর কাছে প্রকাশমান। এ জন্যই তিনি তাদেরকে জঘন্য প্রতিদান প্রদান করলেন। (ইবন হিশাম ২/৩২৯)

অভিশপ্ত শাইতানের কু-পরামর্শ ও প্রতারণা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌّ لَكُمْ** স্মরণ কর, যখন শাইতান তাদের কার্যাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে খুব চাকচিক্যময় ও শোভনীয় করে দেখাচ্ছিল, সে গর্বভরে বলেছিল : কোন মানুষই আজ তোমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারবেনা, আমি সাহায্যার্থে তোমাদের নিকটই থাকব। অভিশপ্ত শাইতান তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। সে তাদেরকে মিষ্টি কথা দিয়ে ভুলাচ্ছিল এবং তাদের কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিতে খুব চাকচিক্যময় ও শোভনীয় করে দেখাচ্ছিল। (তাবারী ১৪/১১) তাদের কানে কানে সে বলছিল : ‘তোমাদেরকে কে পরাজিত করতে পারে? আমি তোমাদের সাহায্যকারী হিসাবে রয়েছি।’ তাদের অন্তর থেকে সে বানু বকরের মাক্কার উপর আক্রমণ করার ভয় দূর করছিল এবং সুরাকাহ ইবন মালিক ইবন যুশুমের রূপ ধারণ করে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলছিল : ‘আমিতো ঐ এলাকার সরদার। বানু মুদলিজ গোত্রের লোকেরা সবাই আমার অনুগত। আমি তোমাদের সহায়তাকারী। সুতরাং তোমরা নিশ্চিত থাক।’ শাইতানের কাজইতো

হল এটা যে, সে মিথ্যা অঙ্গীকার করে। পূরণ হবেনা এমন আশা সে প্রদান করে এবং মানুষকে সে প্রতারণার জালে আটকে দেয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

يَعِدُّهُمْ وَيُمِّنُّهُمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

শাইতান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় ও আশ্বাস দান করে, কিন্তু শাইতান প্রতারণা ব্যতীত তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনা। (সূরা নিসা, ৪ : ১২০)

ইবনুয় যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস ও (রাঃ) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : বদরের দিন সে স্বীয় পতাকা ও সেনাবাহিনী নিয়ে মুশরিকদের দলে যোগদান করেছিল এবং তাদের অন্তরে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিয়েছিল যে, কেহই তাদেরকে পরাজিত করতে পারবেনা। সে তাদেরকে আরও বলেছিল : ‘তোমাদের কোনই ভয় নেই, আমি তোমাদের সাহায্যার্থে সর্বদা তোমাদের সাথেই থাকব।’ কিন্তু যখন উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হল এবং সেই পাপাচার শাইতান মালাইকাকে মুসলিমদের সাহায্যার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে দেখল তখন সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে শুরু করল এবং বলতে লাগল : **إِنِّي**

أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাওনা।’

(তাবারী ১৪/৯) এ আয়াতের ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বদরের দিন ইবলীস স্বীয় পতাকা উঁচু করে মুদলিজ গোত্রের সুরাকাহ ইব্ন মালিক ইব্ন যুশুমের রূপ ধারণ করে তার সেনাবাহিনীসহ উপস্থিত হয়ে বলে :

لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ

পরাস্ত করতে পারবেনা, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব। এভাবে সে মুশরিকদের অন্তরে সাহস ও উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাতে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন উভয় বাহিনী কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যায় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মুষ্টি বালি নিয়ে মুশরিকদের দিকে নিক্ষেপ করেন। সাথে সাথে তাদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়। জিবরাঈল (আঃ) শাইতানের দিকে অগ্রসর হন। ঐ সময় সে এক মুশরিকের হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল। জিবরাঈলকে (আঃ) দেখা মাত্রই সে লোকটির হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজ বাহিনীসহ পালাতে শুরু করল। ঐ লোকটি তখন তাকে বলল : ‘হে সুরাকা! তুমিতো বলেছিলে যে, আমাদের সাহায্যার্থে তুমি

আমাদের সাথেই থাকবে, কিন্তু এখন এ কী করছ?’ ঐ অভিশপ্ত শাইতান যেহেতু মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাচ্ছিল তাই সে বলল :

إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাচ্ছনা। আমিতো আল্লাহকে ভয় করছি। আল্লাহর শাস্তি খুবই কঠোর। (তাবারী ১৪/৭)

বদরের যুদ্ধে মুনাফিকদের বর্ণনা

عِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ এ আয়াত সম্পর্কে আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, উভয় সেনাবাহিনী যখন কাতারবন্দী হয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায় তখন আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে মুশরিকদের চোখে কম দেখান। তখন মুশরিকরা মুসলিমদের সম্পর্কে বিদ্রূপ করে বলে : غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ এদের দীন এদেরকে প্রতারিত করেছে। তাদের এ কথা বলার কারণ ছিল এই যে, তারা মুসলিমদের সংখ্যা তাদের চোখে খুবই কম দেখছিল। তাই তারা ধারণা করছিল যে, নিঃসন্দেহে তারা মুসলিমদেরকে পরাজিত করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ এরা হচ্ছে ভরসাকারী দল। তাদের ভরসা এমন সত্তার উপর রয়েছে যিনি বিজয়ের মালিক এবং হিকমাতের মালিক। (দুররুল মানসুর ৪/৭৮) মুসলিমদের মধ্যে আল্লাহর দীনের উপর দৃঢ়তা অনুভব করেই মুশরিকদের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল যে, তারা দীনের পাগল। আল্লাহর শত্রু অভিশপ্ত আবু জাহল পাহাড়ের উপর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য মুসলিমদের সংখ্যার স্বল্পতা ও অস্ত্র-শস্ত্রের নগণ্যতা লক্ষ্য করে বলতে লাগল : ‘আল্লাহর শপথ! আজ থেকে আল্লাহর ইবাদাতকারী যমীনে আর কেহ থাকবেনা। (তাবারী ১৪/১৪) আমীর (রহঃ) বলেন যে, মাক্কার কিছু লোক শুধু মুখেই মুসলিম হয়েছিল, কিন্তু বদরের প্রান্তরে তারা মুশরিকদের সাথে যোগ দিয়েছিল। মুসলিমদের সংখ্যার স্বল্পতা ও তাদের সাজ-সরঞ্জামের দুর্বলতা দেখে বিস্মিত হয়ে বলেছিল : ‘এ লোকগুলো ধর্মের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে।’ (তাবারী ১৪/১৩) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ যারা মালিকুল মুলকের (আল্লাহর) উপর ভরসা করে তিনি তাদেরকে মর্যাদার অধিকারী বানিয়ে দেন। কেননা সম্মান ও মর্যাদা দানের মালিক একমাত্র তিনিই। বিজয় দান তাঁরই হাতে। যারা সাহায্য পাওয়ার যোগ্য তাদেরকেই তিনি সাহায্য করেন। আর যারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার যোগ্য তাদেরকে তিনি লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন।

৫০। তুমি যদি ঐ অবস্থা দেখতে যখন মালাইকা কাফিরদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হেনে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে, (আর বলছে) তোমরা জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।

۵۰. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

৫১। এই শাস্তি হল তোমাদের সেই কাজেরই পরিণাম ফল যা তোমাদের দু'হাত পূর্বাঙ্কেই আয়োজন করেছিল, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর কখনও অত্যাচারী নন।

۵۱. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتِ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ

কাফিরদের প্রতি মালাইকা/ফেরেশতাদের আঘাত হানা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ হে মুহাম্মাদ! মালাইকা কত জঘন্যভাবে কাফিরদের রুহ কবয করে তা যদি তুমি দেখতে! তারা ঐ সময় কাফিরদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে মারতে থাকে এবং বলে :

وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ নিজেদের দুষ্কার্যের প্রতিফল হিসাবে জাহান্নামের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। এর এক ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটাও

বদরের দিনেরই ঘটনা। মুসলিমরা সামনের দিক থেকেই সেইদিন ঐ কাফিরদের মুখমন্ডলে তরবারীর আঘাত করছিল এবং যখন তারা পলায়ন করছিল তখন মালাইকা তাদের পিছনে আঘাত হানছিলেন। (তাবারী ১৪/১৬)

আসল কথা এই যে, এই আয়াতটি বদরের সাথে নির্দিষ্ট নয়। শব্দগুলি সাধারণ। প্রত্যেক কাফিরেরই অবস্থা এরূপ হয়ে থাকে। সূরা কিতালেও (সূরা মুহাম্মাদ) এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা আন'আমের **وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ** ... এই আয়াতেও তাফসীরসহ বর্ণিত হয়েছে। (৬ : ৯৩)

যেহেতু তারা ছিল নাফরমান লোক, সেহেতু তাদের মৃত্যুর সময় তাদের দুষ্কার্যের কারণে তাদের রুহসমূহ তাদের দেহের মধ্যে লুকিয়ে যায়। সুতরাং মালাইকা ওগুলো জোরপূর্বক বের করেন এবং বলেন : 'তোমার জন্য আল্লাহর গযব ও আযাব রয়েছে।' যেমন বারা' (রাঃ) এর হাদীসে রয়েছে যে, মৃত্যুর সময় মৃত্যুর মালাক কাফিরের কাছে এসে বলেন : 'হে কলুষিত আত্মা! গরম বাতাস, গরম পানি এবং গরম ছায়ার দিকে চল।' তখন ঐ আত্মা দেহের মধ্যে লুকাতে থাকে। অবশেষে মালাক ভিজা পশম থেকে কোন সূঁচকে যেমন তন্ন তন্ন করে খুঁজে জোর করে বের করা হয় অনুরূপ ঐ আত্মাকে জোরপূর্বক টেনে বের করেন এবং সাথে সাথে শিরা-উপশিরাগুলিও ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে। (আহমাদ ৪/২৮৭-২৮৮) মালাক/ফেরেশতা তাকে বলেন : 'এখন দহনের স্বাদ গ্রহণ কর। **ذَلِكَ**

وَأَنَّ اللَّهَ لَیْسَ 'এটা তোমার পার্থিব দুষ্কার্যাবলীর শাস্তি।'

بِظُلَامٍ لِّلْعَبِيدِ আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর মোটেই অত্যাচার করেননা। তিনিতো ন্যায়পরায়ণ হাকীম। তিনি কল্যাণময়, সর্বোচ্চ, অমুখাপেক্ষী, পবিত্র, মহামর্যাদা সম্পন্ন এবং প্রশংসিত। এ জন্যই সহীহ সনদে আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'হে আমার বান্দাগণ! আমি নিজের উপর অত্যাচার হারাম করে দিয়েছি এবং তোমাদের উপরও তা হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর একে অপরের উপর অত্যাচার করনা। হে আমার বান্দারা! আমিতো শুধু তোমাদের কৃত আমলগুলিকে পরিবেষ্টন করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি কল্যাণ প্রাপ্ত হবে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু প্রাপ্ত হবে সে যেন নিজেকেই ভর্ৎসনা করে।' (মুসলিম ৪/১৯৯৪)

৫২। এটা ফির'আউনের বংশ ও তাদের পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থার ন্যায়; তারা আল্লাহর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে আল্লাহ তাদের পাপের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিমান ও কঠিন শাস্তি দাতা।

৫২. كَذَابٍ ءَالٍ فِرْعَوْنَ
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا
بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ
بِذُنُوبِهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মাদ! এই মুশারিকরা তোমার সাথে ঐ ব্যবহারই করেছে যে ব্যবহার তাদের পূর্ববর্তী কাফির ও মুশরিকরা তাদের নাবীগণের সাথে করেছিল। সুতরাং আমিও এদের সাথে ঐ ব্যবহারই করেছি যে ব্যবহার এদের পূর্ববর্তীদের সাথে করেছিলাম, যারা এদের মতই ছিল। যেমন ফির'আউনের বংশ ও তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। এ কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন। إِنَّ اللَّهَ সমস্ত শক্তির মালিক আল্লাহ এবং তাঁর শাস্তিও খুবই কঠিন। এমন কেহ নেই যে তাঁর উপর জয়যুক্ত হতে পারে এবং এমন কেহ নেই যে তাঁর নিকট থেকে পলায়ন করতে পারে।

৫৩। এই শাস্তির কারণ এই যে, আল্লাহ যদি কোন জাতির উপর নি'আমাত দান করেন সেই নি'আমাত ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জাতি নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশ্রোতা

৫৩. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ
مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ
قَوْمٍ ۖ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

ও মহাজ্ঞানী ।	عَلِيمٌ
<p>৫৪। ফির'আউনের বংশধর ও তৎপূর্বের জাতিসমূহের ন্যায় তারা তাদের রবের নিদর্শনসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ফলে আমি তাদের পাপের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফির'আউনের বংশধরকে (সমুদ্রে) নিমজ্জিত করেছি, তারা প্রত্যেকেই ছিল যুল্মকারী।</p>	<p>٥٤. كَذَّابٍ ءَالٍ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُوا ظَالِمِينَ</p>

এখানে আল্লাহ তা'আলার আদল ও ইনসাফের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি তাঁর দেয়া নি'আমাতরাশি পাপকাজ করার পূর্বে তাঁর বান্দাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেননা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِن وَالٍ

নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তাহলে তা রদ করার কেহ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক (ওয়ালী) নেই। (সূরা রা'দ ১৩ : ১১)

আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনের বংশধর এবং তাদের মত স্বভাব বিশিষ্ট তাদের পূর্ববর্তীদের সাথে এরূপ ব্যবহারই করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে নি'আমাতরাজি দান করেছিলেন। কিন্তু তারা দুষ্কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে তিনি তাদেরকে প্রদত্ত বাগান, প্রস্রবণ, ক্ষেত-খামার, কোষাগার, অট্টালিকা এবং অন্যান্য নি'আমাত যা তারা উপভোগ করছিল সবই তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি মোটেই অত্যাচার করেননি।

<p>৫৫। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা কুফরী করে এবং যারা ঈমান আনেনা।</p>	<p>৫৫. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ</p>
<p>৫৬। ওদের মধ্যে যাদের সাথে তুমি চুক্তিবদ্ধ হয়েছ তারাও নিকৃষ্ট, তারা প্রতিবারেই কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছে, (চুক্তি ভঙ্গের ব্যাপারে আল্লাহকে কিছুমাত্র) তারা ভয় করেনা।</p>	<p>৫৬. الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مِرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ</p>
<p>৫৭। অতএব তোমরা যদি তাদেরকে যুদ্ধের মাইদানে আয়ত্তে আনতে পার তাহলে তাদেরকে তাদের পিছনে যারা রয়েছে তাদের হতে বিচ্ছিন্ন করে এমনভাবে শায়েস্তা কর যাতে তারা শিক্ষা পায়।</p>	<p>৫৭. فَإِمَّا تَثْقَفْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ</p>

চুক্তি ভঙ্গকারী এবং কাফিরদের প্রতি কঠিন আঘাত হানা

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন, ভূ-পৃষ্ঠে যত প্রাণী চলাফিরা করছে ওদের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট তারাই যারা বেঈমান ও কাফির, যারা চুক্তি করে তা ভঙ্গ করে, যদিও তারা তা মেনে চলার প্রতিজ্ঞা করে। তাদের না আছে আল্লাহর কোন ভয় এবং না আছে কৃত পাপের কোন পরওয়া। সুতরাং হে মুহাম্মাদ! যখন তুমি যুদ্ধে তাদের উপর জয়যুক্ত হবে তখন তাদেরকে এমন শাস্তি দিবে যে, যেন তাদের পরবর্তী লোকেরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তারাও যেন ভয় পেয়ে যায়। তাহলে হয়ত তারা তাদের পূর্ববর্তীদের কৃত দুষ্কার্য থেকে বিরত থাকবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদী (রহঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং ইব্ন উয়াইনা (রহঃ) এ কথা বলেছেন। (তাবারী ১৪/২৩, ২৪)

৫৮। (হে নাবী!) তুমি যদি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা কর তাহলে তোমার চুক্তিকেও প্রকাশ্যভাবে তাদের সামনে চুক্তি ভঙ্গের খবর দিয়ে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেননা।

৫৮. وَإِمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ
خِيَانَةً فَأَنْذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ
سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِنِينَ

চুক্তি ও অঙ্গীকার বাতিল করার পদ্ধতি

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন : وَإِمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ হে নাবী! যদি কারও সাথে তোমার চুক্তি হয় এবং তোমার ভয় হয় যে, তারা এই চুক্তি ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে তাহলে তোমাকে এ অধিকার দেয়া হচ্ছে যে, তুমি সমতা রক্ষা করে সেই চুক্তিনামা রদ করে দিবে। এ সংবাদ তাদের কানে পৌঁছে দিতে হবে, যেন তারাও সন্ধির ধারণা ত্যাগ করে। কিছুদিন পূর্বেই তাদেরকে এটা অবশ্যই জানাতে হবে যাতে তারা বুঝতে পারে যে, তোমাদের উভয়ের মাঝে যুদ্ধাবস্থা চলছে। إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْخَائِنِينَ জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা‘আলা বিশ্বাস ভঙ্গ করা পছন্দ করেননা। সুতরাং কাফিরদের সাথেও তুমি খিয়ানাত করনা।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, আমীর মুআ‘বিয়া (রাঃ) স্বীয় সেনাবাহিনী রোম সীমান্তে পাঠাতে শুরু করেন, যেন সন্ধিকাল শেষ হওয়া মাত্রই আকস্মিকভাবে তাদের উপর আক্রমণ চালানো যায়। তখন একজন বৃদ্ধ স্বীয় সাওয়ারীতে আরোহিত অবস্থায় বলতে বলতে এলেন : আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। ওয়াদা-অঙ্গীকার পূরা করুন, বিশ্বাস ভঙ্গ করা থেকে সাবধান থাকুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যখন কোন কাওমের সাথে চুক্তি ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবে তখন ওর কোন বন্ধন খুলে ফেলনা যে পর্যন্ত না চুক্তিকাল শেষ হয় কিংবা তাদেরকে জানিয়ে দিয়ে অঙ্গীকার ও চুক্তিনামা বাতিল করা হয়।’ এ খবর মুআ‘বিয়ার (রাঃ) কানে পৌঁছা মাত্রই তিনি সেনাবাহিনীকে ফিরে আসার নির্দেশ দেন। এই বৃদ্ধ লোকটি ছিলেন আমর ইব্ন

আমবাসা (রাঃ)। (আহমাদ ৪/১১১, আবু দাউদ ৩/১৯০, তিরমিযী ৫/২০৩, নাসাঈ ৫/২২৩, ইব্ন হিব্বান ৭/১৮২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

৫৯। যারা কাফির তারা (বদর প্রান্তরে প্রাণ বাঁচাতে পেরে) যেন মনে না করে যে, তারা পরিভ্রাণ পেয়েছে, তারা মু'মিনগণকে হতবল করতে পারবেনা।

৫৯. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ

৬০। তোমরা কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদাসজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে যদ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করবে, এছাড়া অন্যান্য-দেরকেও যাদেরকে তোমরা জাননা, কিন্তু আল্লাহ জানেন। আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় কর, তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরোপুরি প্রদান করা হবে, তোমাদের প্রতি (কম দিয়ে) অত্যাচার করা হবেনা।

৬০. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে আল্লাহর শত্রুদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়া

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বলেন : كَفَرُوا سَبَقُوا কাফিরেরা আমার হাত ছাড়া হয়ে যাবে এবং আমি তাদেরকে ধরতে সক্ষম নই এরূপ ধারণা

যেন তারা না করে। বরং তারা সব সময় আমার ক্ষমতা ও আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে। তারা আমার কাছ থেকে পালাতে পারবেনা। অন্য আয়াতে রয়েছে :

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ! (সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৪) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন :

لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلِئِْسَ
الْمَصِيرُ

তুমি কাফিরদেরকে পৃথিবীতে প্রবল মনে করনা; তাদের আশ্রয়স্থল আগুন; কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম! (সূরা নূর, ২৪ : ৫৭) অন্য স্থানে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন :

لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۚ مَتَّعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
وَبِئْسَ الْمِهَادُ

যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তাদের নগরসমূহে প্রত্যাগমন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। এটা মাত্র কয়েকদিনের সম্ভোগ; অনন্তর তাদের অবস্থান জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯৬-১৯৭) এরপর আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ۚ তোমরা তোমাদের শক্তি মোতাবেক যা কিছু সরঞ্জাম রয়েছে তা দ্বারা সদা সর্বদা ঐ কাফিরদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাক। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, উকবাহ ইব্ন আমীর (রাঃ) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিসরে আরোহিত অবস্থায় বলতে শুনেছেন : 'তোমরা কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি প্রস্তুত রাখ।' এরপর তিনি বলেন : 'জেনে রেখ যে, এই শক্তি হচ্ছে তীরন্দাজী, এই শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপণ।' (আহমাদ ৪/১৫৬, মুসলিম ৩/১৫২২)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'ঘোড়া পালনকারী তিন প্রকারের। প্রথম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি

যে ঘোড়া পালন করার কারণে সাওয়াবের অধিকারী হয়ে থাকে। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে ওর কারণে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। তৃতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে ঘোড়া পালন করার কারণে পাপের অধিকারী হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশে ঘোড়া পালন করে, তার ঘোড়াটি যদি লম্বা রশি দিয়ে কোন ভূগভূমি অথবা মাঠে বেঁধে রাখে তাহলে যে মাঠে চলে ফিরে খায়, এর উপর তাকে সাওয়াব দেয়া হয়। এমন কি যদি ঐ ঘোড়াটি রশি ছিঁড়ে পালিয়ে যায় তাহলে ওর পদ চিহ্নের বিনিময়ে এবং ওর লাদ বা মলের বিনিময়েও সে সাওয়াব প্রাপ্ত হয়। যদি ঘোড়াটি কোন প্রবাহিত পানির পাশ দিয়ে গমনের সময় পানি পান করে তাহলে এ কারণেও মুজাহিদ ব্যক্তি সাওয়াব প্রাপ্ত হয়, যদিও সে ওকে পানি পান করানোর ইচ্ছাও না করে থাকে। সুতরাং এ ঘোড়াটি ঐ মুজাহিদের জন্য সাওয়াব বা সাওয়াব লাভের কারণ। আর যে ব্যক্তি ঘোড়া পালন করে অন্যদের থেকে অমুখাপেক্ষী থাকার জন্য, অতঃপর সে যদি ওর ব্যাপারে আল্লাহর হকের কথা ভুলে না যায় তাহলে ওটা তার জন্য আশ্রয় স্বরূপ। আর যে ব্যক্তি অহংকার ও রিয়া প্রকাশের উদ্দেশে ঘোড়া পালন করে এবং সে মুসলিমদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে তাহলে ওটা তার জন্য পাপের বোঝা স্বরূপ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা এ সম্পর্কে নিম্নের আয়াতটি ছাড়া আর কিছুই অবতীর্ণ করেননি। আয়াতটি হচ্ছে :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে এবং কেহ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে। (৯৯ : ৭-৮) (মুআত্তা ২/৪১৪, বুখারী ২৮৬০, মুসলিম ৯৮৭) এ বর্ণনা বুখারী থেকে নেয়া হয়েছে। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘ঘোড়া তিন প্রকারের রয়েছে। (১) রাহমানের (আল্লাহর) ঘোড়া, (২) শাইতানের ঘোড়া এবং (৩) মানুষের ঘোড়া। রাহমানের ঘোড়া হচ্ছে ঐ ঘোড়া যাকে আল্লাহর পথে বেঁধে রাখা হয়। সুতরাং ওর খড়্গ, ওর গোবর, ওর প্রস্রাব সবগুলি আল্লাহর পথে। আর শাইতানের ঘোড়া হচ্ছে ঐ ঘোড়া যাকে ঘোড় দৌড় ও জুয়াবাজীর উদ্দেশে রাখা হয়। মানুষের ঘোড়া হচ্ছে ঐ ঘোড়া

যাকে মানুষ শুধুমাত্র ওর পেটের উদ্দেশে বেঁধে রাখে। সুতরাং ওটা হচ্ছে তার পক্ষে দারিদ্রতার মুকাবিলায় রক্ষা-কবচ স্বরূপ।’ (আহমাদ ১/৩৯৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘কিয়ামাত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ লিখা থাকবে। ওটা হচ্ছে সাওয়াব ও গানীমাত। (ফাতহুল বারী ৬/৬৬)

عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা ভয় প্রদর্শন করবে। আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রু অর্থাৎ কাফিরদেরকে।

مِنْ دُونِهِمْ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ইয়াহুদী বানু কুরাইয়াকে বুঝানো হয়েছে। সুদী (রহঃ) এর দ্বারা পারস্যবাসীকে বুঝিয়েছেন। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে মুনাফিক। (তাবারী ১৪/৩৬) আর এ উক্তিটি সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্যও বটে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ خُنُّنٌ نَّعْلَمُهُمْ

আর তোমাদের মরুবাসীদের মধ্য হতে কতিপয় লোক এবং মাদীনাবাসীদের মধ্য হতেও কতিপয় লোক এমন মুনাফিক রয়েছে যারা নিফাকের চরমে পৌঁছে গেছে। তুমি তাদেরকে জাননা, আমিই তাদেরকে জানি, আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করব, অতঃপর (পরকালেও) তারা মহাশাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১০১) ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ জিহাদে তোমরা যা কিছু খরচ করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে, তোমাদের প্রতি অবিচার করা হবেনা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা যেমন একটি শস্যবীজ, তা হতে উৎপন্ন হল সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে (উৎপন্ন হল) এক শত

শস্য, এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন; বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৬১)

৬১। যদি তারা (কাফিরেরা) সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে তুমিও সন্ধি করতে আগ্রহী হও, আর আল্লাহর উপর ভরসা কর, নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত।

৬১. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

৬২। আর তারা যদি তোমাকে প্রতারিত করার ইচ্ছা করে তাহলে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি এমন (মহাশক্তিশালী) যে, (গাইবি) সাহায্য (মালাইকা) দ্বারা এবং মু'মিনগণ দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন।

৬২. وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ

৬৩। আর তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রীতি ও ঐক্য স্থাপন করেছেন, তুমি যদি পৃথিবীর সমুদয় সম্পদও ব্যয় করতে তবুও তাদের অন্তরে প্রীতি, সদ্ভাব ও ঐক্য স্থাপন করতে পারতেনা, কিন্তু আল্লাহই ওদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপন করে দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তিনি মহাশক্তিমান ও মহাকৌশলী।

৬৩. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

কাফিরেরা শান্তি চাইলে তাদের সাথে চুক্তি করা যাবে

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন : ‘হে নাবী! তুমি যদি মুশরিক ও কাফিরদের খিয়ানাতের ভয় কর তাহলে সমতা রক্ষা করে তাদেরকে চুক্তি ও সন্ধিপত্র বাতিল করে দেয়ার সংবাদ অবহিত করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর। আর যদি আবার তারা সন্ধির প্রস্তাব দেয় তাহলে পুনরায় সন্ধি করে নাও।’ এই আয়াতের উপর আমল করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়ায় মাক্কার কুরাইশদের সাথে কয়েকটি শর্তের উপর নয় বছরের মেয়াদে সন্ধি করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমার পরে সত্তরই মতভেদ সৃষ্টি হবে। সুতরাং যদি তা মিটিয়ে নেয়া সম্ভব হয় তাহলে তা করে নিবে। (আহমাদ ১/৯০) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ যারা শান্তিতে বিশ্বাসী এবং আল্লাহর অবিশ্বাস করেনা

তাদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হও। فَإِنْ حَسِبَكَ اللَّهُ তারা যদি চুক্তির মাধ্যমে কোন চক্রান্তের আশ্রয় নেয় তাহলে জেনে রেখ যে, অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্য যথেষ্ট।

মু‘মিনদের প্রতি আল্লাহর নি‘আমাতের স্মরণ করানো

এরপর আল্লাহ তা‘আলা নিজের বড় নি‘আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন : هُوَ الَّذِي آيَدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ : আমি স্বীয় ফাযল ও কারমে মুহাজির ও আনসারগণের মাধ্যমে তোমাকে সাহায্য করেছে। তাদেরকে তোমার প্রতি ঈমান আনার ও তোমার আনুগত্য করার তাওফীক দান করেছে।

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ তুমি যদি সারা দুনিয়ার ধন ভাণ্ডারও ব্যয় করতে তবুও তাদের মধ্যে সেই প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করতে পারতেনা যা আল্লাহ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাদের পুরাতন শত্রুতা দূর করে দিয়েছেন। আউস ও খায়রাজ নামক আনসারগণের দু’টি গোত্রের মধ্যে অজ্ঞতার যুগে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত। তারা সব সময় কাটাকাটি, মারামারি করত। ঈমানের আলো তাদের সেই শত্রুতাকে বন্ধুত্বে পরিণত করে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে দান রয়েছে তা স্মরণ কর। যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনিই তোমাদের অন্তঃকরণে প্রীতি স্থাপন করেছিলেন, অতঃপর তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হলে এবং তোমরা অনল-কুন্ডের ধারে ছিলে, অনন্তর তিনিই তোমাদেরকে ওটা হতে উদ্ধার করেছেন; এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন, যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারগণকে সম্বোধন করে বলেন : ‘হে আনসারের দল! আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় পেয়ে আল্লাহর অনুগ্রহে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করিনি? তোমরা দরিদ্র ছিলে, অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ কি তোমাদেরকে সম্পদশালী করেননি? তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলে, তারপর আমার মাধ্যমে কি আল্লাহ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মিলন ঘটাননি? ‘এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরে আনসারগণ বলছিলেন : ‘নিশ্চয়ই আমাদের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইহসান রয়েছে।’ (ফাতহুল বারী ৭/৬৪৪, মুসলিম ২/৭৩৮) মোট কথা, আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় ইন‘আম ও ইকরামের বর্ণনা দেয়ার পর তাঁর মর্যাদা ও নৈপুণ্যের বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি মহান ও সর্বোচ্চ এবং যে ব্যক্তি তাঁর রাহমাতের আশা রাখে সে নিরাশ হয়না। তিনি স্বীয় কাজ-কর্মে ও হুকুম দানে মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়।

৬৪। হে নাবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী মু‘মিনদের জন্য (সর্বক্ষেত্রে) আল্লাহই যথেষ্ট।

٦٤. يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ
وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

৬৫। হে নাবী! মু‘মিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ কর,

٦٥. يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ

তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন ধৈর্যশীল মুজাহিদ থাকে তাহলে তারা দু'শ জন কাফিরের উপর জয়যুক্ত হবে, আর তোমাদের মধ্যে একশ জন থাকলে তারা এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে, কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই, কিছুই বোঝেনা।

الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِنَّ
يَكُن مِّنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ
يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُن
مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
يَفْقَهُونَ

৬৬। আল্লাহ এক্ষণে তোমাদের গুরু দায়িত্ব লাঘব করে দিলেন, তোমাদের মধ্যে যে দৈহিক দুর্বলতা রয়েছে সে সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন, এতদসত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে একশ জন ধৈর্যশীল লোক থাকলে তারা দু'শ জন কাফিরের উপর জয়যুক্ত হবে, আর এক হাজার জন থাকলে তারা আল্লাহর হুকুমে দু'হাজার কাফিরের উপর বিজয় লাভ করবে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

٦٦. أَلَمْ يَخَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ
وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ
يَكُن مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ
يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُن مِّنْكُمْ
أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

জিহাদের প্রতি মু'মিনদের উদ্বুদ্ধ করণ

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করছেন এবং তাঁদের অন্তরে প্রশান্তি

দান করছেন যে, তিনি তাঁদেরকে শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করবেন, যদিও তারা সংখ্যায় অধিক ও তাদের অস্ত্রশস্ত্রও বেশী, আর মুসলিমরা সংখ্যায় কম এবং তাঁদের যুদ্ধাস্ত্রও নগণ্য। মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন : ‘আল্লাহই তোমার জন্য যথেষ্ট এবং যে স্বল্প সংখ্যক মুসলিম তোমার সাথে রয়েছে তাদের দ্বারাই তুমি সফলতা লাভ করবে।’ এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ তুমি মু‘মিনদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহ দিতে থাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৈন্যদের শ্রেণী বিন্যাস করার সময় এবং মুকাবিলার সময় সৈন্যবাহিনীর মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়েছেন। বদর যুদ্ধের দিন তিনি তাঁদেরকে বলেন : ‘উঠ, এ জান্নাত লাভ কর যার প্রস্থ হচ্ছে আসমান ও যমীনের সমান।’ এ কথা শুনে উমায়ের ইব্ন হুমাম (রাঃ) বলেন : ‘প্রস্থ এত বেশী?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন : ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, এতটাই বটে।’ তখন তিনি বলেন : ‘বাহ! বাহ!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ কথা শুনে বলেন : ‘এ কথা তুমি কি উদ্দেশে বললে?’ তিনি উত্তরে বলেন : ‘আমি এ কথা এ আশায় বললাম যে, আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরও একটি জান্নাত দান করবেন।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, তুমি সত্যিই জান্নাত লাভ করবে।’ তিনি তখন উঠে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তরবারীর কোষ ভেঙ্গে দিলেন। অতঃপর তাঁর কাছে যা কিছু খেজুর ছিল তা খেতে শুরু করলেন। তারপর তিনি বললেন : ‘এগুলি খাওয়া পর্যন্ত আমি বিলম্ব করতে পারিনা। সুতরাং তিনি ওগুলি হাত থেকে ফেলে দিলেন এবং আক্রমণে উদ্যত হয়ে সিংহের ন্যায় শত্রুদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আর সুতীক্ষ্ণ তরবারী দ্বারা কাফিরদেরকে হত্যা করতে করতে নিজেও শহীদ হয়ে গেলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করুন! (মুসলিম ৩/১৫১১) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা মু‘মিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান পূর্বক নির্দেশ দিচ্ছেন :

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا তোমাদের বিশজন মুসলিম দু’শজন কাফিরের উপর বিজয়ী হবে এবং একশ’জন এক হাজারের উপর জয়যুক্ত হবে। মোট কথা, একজন মুসলিম দশজন কাফিরের উপর বিজয় লাভ করবে। অতঃপর এ হুকুম

মানসুখ বা রহিত হয়ে যায়। কিন্তু সুসংবাদ বাকী রয়েছে। আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারাক (রহঃ) বলেন, জারীর ইব্ন হাজিম (রহঃ) তাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, যুবাইর ইবনুল খিররিত (রহঃ) তাকে বলেছেন, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেছেন : যখন মুসলিমদের কাছে এটা কঠিন ঠেকল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর হুকুম হালকা করে দিলেন এবং বললেন যে, আল্লাহ তা'আলা বোঝা হালকা করে দিলেন। কিন্তু সংখ্যা যতটা কম হয়ে গেল সেই পরিমাণ ধৈর্যও কম হল। (আবু দাউদ ৩/১০৫, ফাতহুল বারী ৮/১৬৩) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : যখন এ আয়াতটি নাযিল হয় তখন মুসলিমদের কাছে আয়াতটি খুবই কঠিন মনে হল। কারণ দুইশত লোকের মুকাবিলায় বিশজন কিংবা এক হাজার লোকের মুকাবিলায় একশত জন মুসলিমের যুদ্ধ করা খুবই কঠিন। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য বিষয়টি সহজ করার লক্ষ্যে এ আয়াতটি বাতিল করে আর একটি আয়াত নাযিল করেন।

الْآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا আল্লাহ এক্ষণে তোমাদের গুরু দায়িত্ব লাঘব করে দিলেন, তোমাদের মধ্যে যে দৈহিক দুর্বলতা রয়েছে সে সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। এখন এই হুকুম হল যে, তাদের দ্বিগুণ সংখ্যা অর্থাৎ একশ' জন মুসলিম যেন দু'শ' জন কাফির থেকে পলায়ন না করে। সুতরাং পূর্বের হুকুম মু'মিনদের কাছে কঠিন হওয়ার কারণে তাদের দুর্বলতা কবূল করে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর হুকুম হালকা করে দেন। অতএব যুদ্ধের মাইদানে কাফিরদের সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়া অবস্থায় মুসলিমদের পিছনে সরে যাওয়া উচিত নয়। তবে হ্যাঁ, তাদের সংখ্যা মুসলিমদের দ্বিগুণের বেশি হলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা মুসলিমদের উপর ওয়াজিব নয় এবং ঐ অবস্থায় তাদের পিছনে সরে যাওয়া জাযিয়। (বুখারী ৪৬৫২-৪৬৫৩)

৬৭। কোন নাবীর পক্ষে তখন পর্যন্ত বন্দী (জীবিত) রাখা শোভা পায়না, যতক্ষণ পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠ (দেশ) হতে শত্রু বাহিনী নির্মূল না হয়, তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদ কামনা করছ, আর আল্লাহ চান

٦٧. مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِبَ فِي الْأَرْضِ ۚ تَرِيدُونَ عَرَضَ

তোমাদের পরকালের কল্যাণ,
আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী,
প্রজ্ঞাময়।

الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۖ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

৬৮। আল্লাহর লিপি পূর্বেই
লিখিত না হলে তোমরা যা
কিছু গ্রহণ করেছ তজ্জন্য
তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি
আপতিত হত।

٦٨. لَوْلَا كَتَبَ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ
لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ

৬৯। সুতরাং যুদ্ধে তোমরা যা
কিছু গাণীমাত রূপে লাভ
করেছ তা হালাল ও পবিত্র
রূপে ভোগ কর, আর
আল্লাহকে ভয় কর,
নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল
ও দয়ালু।

٦٩. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا
طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, বদরের বন্দীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীবর্গের সাথে পরামর্শ করেন। তিনি তাদের
বলেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা এই বন্দীদেরকে তোমাদের অধিকারে দিয়েছেন। বল,
তোমাদের ইচ্ছা কি?’ উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন : ‘হে
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাদেরকে হত্যা করা হোক।’
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।
পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা
এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, এরা কাল পর্যন্তও তোমাদের ভাইই
ছিল।’ এবারও উমার (রাঃ) দাঁড়িয়ে একই উত্তর দিলেন : হে আল্লাহর রাসূল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাদের ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করা হোক।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং

পুনরায় ঐ একই কথা বললেন। এবার আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে আরম্ভ করলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার মত এই যে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের নিকট থেকে মুক্তিপণ আদায় করুন।’ এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা থেকে চিন্তার লক্ষণ দূর হয়। তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং মুক্তিপণ নিয়ে সকলকেই মুক্ত করে দেন। তখন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ এ আয়াত (৮ : ৬৭) অবতীর্ণ করেন। (আহমাদ ৩/২৪৩) মহান আল্লাহ বলেন :

لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ আল্লাহর কিতাবে প্রথম থেকেই যদি তোমাদের জন্য গানীমাতের মাল হালাল রূপে লিপিবদ্ধ না করা হত এবং ‘বর্ণনা করে দেয়ার পূর্বে আমি শাস্তি প্রদান করিনা’ এটা যদি আমার নীতি না হত তাহলে যে ফিদইয়া বা মুক্তিপণ তোমরা গ্রহণ করেছ তার কারণে আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করতাম। এভাবেই আল্লাহ তা‘আলা ফাইসালা করে রেখেছিলেন যে, কোন বদরী সাহাবীকে তিনি শাস্তি দিবেননা। তাদের জন্য ক্ষমা লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। উম্মুল কিতাবে তোমাদের জন্য গানীমাতের মাল হালাল বলে লিখে দেয়া হয়েছে। সুতরাং গানীমাতের মাল তোমাদের জন্য হালাল ও পবিত্র। ইচ্ছামত তোমরা তা খাও, পান কর এবং নিজেদের কাজে লাগাও।’ পূর্বেই এটা লিখে দেয়া হয়েছিল যে, এই উম্মাতের জন্য এটা হালাল। এটাই ইব্ন জারীরের (রহঃ) নিকট পছন্দনীয় উক্তি। আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাসও (রাঃ) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। আবু হুরাইরাহ (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আল আমাশও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন বলে জানা যায়। (তাবারী ১৪/৬৫-৬৯)

আর সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেরও এর সাক্ষ্য মিলে। যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস প্রদান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে অন্য কোন নাবীকে প্রদান করা হয়নি। (১) এক মাসের পথ পর্যন্ত ভয় ও প্রভাব দ্বারা বিজয়ী হওয়ার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (২) যমীনকে আমার জন্য মাসজিদ ও পবিত্র বানানো হয়েছে। (৩) গানীমাতের মাল আমার জন্য হালাল করা হয়েছে যা আমার পূর্বে আর কারও জন্য হালাল ছিলনা। (৪) আমাকে শাফাআ‘তের অনুমতি দেয়া হয়েছে। (৫) প্রত্যেক নাবীকে বিশেষভাবে তাঁর

নিজের কাওমের কাছে প্রেরণ করা হত। কিন্তু আমি সাধারণভাবে সকল মানুষের নিকট প্রেরিত হয়েছি।’ (ফাতহুল বারী ১/৫১৯, মুসলিম ১/৩৭০)

আমাস (রহঃ) আবু সালিহ (রহঃ) থেকে বলেছেন : আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমাদের ছাড়া আর কোন মানুষের জন্য গানীমাতের মাল হালাল করা হয়নি।’ এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘তোমরা যে গানীমাতের মাল লাভ করেছ তা হালাল ও পবিত্ররূপে আহার কর।’ (তিরমিযী ৮/৪৭৪, নাসাঈ ৬/৩৫২) সাহাবীগণ কয়েদীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ আদায় করেছিলেন। সুনান আবু দাউদে রয়েছে যে, প্রত্যেকের নিকট থেকে চারশ (দিরহাম) করে আদায় করা হয়েছিল। সুতরাং প্রসিদ্ধ উলামার মতে প্রতি যুগের ইমামের এ অধিকার রয়েছে যে, তিনি ইচ্ছা করলে বন্দী কাফিরদেরকে হত্যা করতে পারেন, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানু কুরাইযার বন্দীদেরকে হত্যা করেছিলেন। আর ইচ্ছা করলে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে পারেন, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরী বন্দীদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে আযাদ করে দিয়েছিলেন। আবার ইচ্ছা করলে মুসলিম বন্দীদের বিনিময়ে মুক্ত করে দিতে পারেন, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালামাহ ইব্ন আকওয়া গোত্রের এক মহিলা ও তার মেয়েকে মুশরিকদের নিকট মুসলিম বন্দীদের বিনিময়ে তাদেরকে প্রদান করেছিলেন। আর ইচ্ছা করলে ঐ বন্দীদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখতে পারে।

৭০। হে নাবী! তোমাদের হাতে যারা বন্দী হয়েছে তাদেরকে বল, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কল্যাণকর কিছু রয়েছে বলে অবগত হন তাহলে তোমাদের হতে (মুক্তিপণ রূপে) যা কিছু নেয়া হয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম কিছু দান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

۷۰. يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَن فِيْ
اَيِّدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰى اِنْ
يَعْلَمِ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا
يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

৭১। আর তারা যদি তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার ইচ্ছা রাখে তাহলে এর পূর্বে আল্লাহর সাথেও তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সুতরাং তিনি তাদের উপর তোমাকে শক্তিশালী করেছেন; আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

۷۱. وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

কাফির বন্দীদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে, তারা মুসলিম হলে, যা হারিয়েছে তার চেয়ে বেশি দেয়া হবে

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের দিন বলেছিলেন : ‘নিশ্চিতরূপে আমি অবগত আছি যে, কোন কোন বানু হাশিমকে জোরপূর্বক এই যুদ্ধে বের করে আনা হয়েছে। আমাদের সাথে যুদ্ধ করার তাদের মোটেই ইচ্ছা ছিলনা। সুতরাং বানু হাশিমকে হত্যা করনা, আবুল বাখতারী ইব্ন হিশামকেও মেরে ফেলনা এবং আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবকেও হত্যা করনা। লোকেরা তাদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের সাথে টেনে এনেছে।’ তখন আবু হুযাইফা ইব্ন উৎবা (রাঃ) বলেন : ‘আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে, আমাদের সন্তানদেরকে, আমাদের ভাইদেরকে এবং আমাদের আত্মীয়-স্বজনদেরকে হত্যা করব, আর আব্বাসকে (রাঃ) ছেড়ে দিব? আল্লাহর শপথ! যদি আমি তাকে পেয়ে যাই তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দিব।’ এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌঁছলে তিনি বলেন ‘হে আবু হাফস! (এটা ছিল উমারের (রাঃ) কুনিয়াত বা উপনাম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচার মুখে কি তরবারীর আঘাত করা হবে?’ উমার (রাঃ) বলেন, এটাই ছিল প্রথম যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ‘আবু হাফস’ বলে ডাকলেন। তিনি বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অনুমতি হলে আমি আবু হুযাইফার (রাঃ) গর্দান উড়িয়ে দিব। আল্লাহর শপথ! সে মুনাফিক হয়ে গেছে।’ আবু হুযাইফা (রাঃ) বলেন : ‘আল্লাহর শপথ! আমার সেই দিনের কথার খটকা আজ পর্যন্তও রয়েছে। ঐ কথার জন্য আমি আজও ভীত আছি। আমি তো ঐ

দিনই শান্তি লাভ করব যে দিন আমার এই কথার কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। আর সেই কাফফারা হচ্ছে এই যে, আমি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাব।’ আবু হুযাইফা (রাঃ) ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন! (তাবাকাত ইব্ন সা’দ ৪/১০)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যে দিন বদরী বন্দীরা গ্রেফতার হয়ে আসে সেই রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘুম হয়নি। সাহাবীগণ কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : ‘এই কয়েদীদের মধ্য থেকে হাতে-পায়ে বেড়ি পরানোর কারণে, আমার চাচা আব্বাসের (রাঃ) কান্নাকাটির শব্দ আমার কানে আসছে, তোমরা তার বন্ধন খুলে দাও।’ তখন সাহাবীগণ তাঁর বন্ধন খুলে দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমোতে যান। (তাবাকাত ইব্ন সা’দ ৪/১৩, মুরসাল) মুসা ইব্ন উকবাহ (রহঃ) ইব্ন শিহাব (রহঃ) হতে, তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, কোন কোন আনসারী নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : ‘আমরা আপনার চাচা আব্বাসকে (রাঃ) মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দিতে চাই।’ কিন্তু সমতা কয়েমকারী নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘না, আল্লাহর শপথ! তোমরা এক দিরহাম কম করনা। বরং পূর্ণ মুক্তিপণ আদায় কর।’ (ফাতহুল বারী ৭/৩৭৩) ইউনুস ইব্ন বিকির (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) হতে, তিনি ইয়াযীদ ইব্ন রুম্মান (রহঃ) হতে, তিনি উরওয়াহ (রহঃ) হতে, তিনি যুহরী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, অনেকে তাকে বলেছেন যে, কুরাইশরা মুক্তিপণের অর্থ দিয়ে লোক পাঠিয়েছিল। প্রত্যেকেই ধার্যকৃত অর্থ দিয়ে নিজ নিজ কয়েদীকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন। আব্বাস (রাঃ) বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো মুসলিমই ছিলাম।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আপনি যদি মুসলিম হন আল্লাহ তা জানেন। যদি আপনার কথা সত্য হয় তাহলে আল্লাহ আপনাকে এর বিনিময় প্রদান করবেন। কিন্তু আহকাম বাহ্যিকের উপর জারী হয়ে থাকে বলে আপনাকে আপনার মুক্তিপণ আদায় করতেই হবে। তাছাড়া আপনার দু’ভ্রাতুষ্পুত্র নাওফেল ইব্ন হারিস ইব্ন আবদিল মুত্তালিব ও আকীল ইব্ন আবী তালিব ইব্ন আবদিল মুত্তালিবের মুক্তিপণ আপনাকে আদায় করতে হবে। আরও আদায় করতে হবে আপনার মিত্র উত্বা ইব্ন আমরের মুক্তিপণ, যে বানু হারিস ইব্ন ফাহরের গোত্রভুক্ত।’ আব্বাস (রাঃ) বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার কাছেতো এত অর্থ নেই।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, আপনার ঐ অর্থ/সম্পদ কোথায় গেল যা আপনি ও উম্মুল ফাযল যমীনে পুঁতে রেখেছেন আর তাকে বলেছেন, ‘যদি এই

যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয় তাহলে এই সম্পদ হবে বানুল ফাযল, আবদুল্লাহ এবং কাসামের।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা শুনে আব্বাস (রাঃ) স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন : ‘আল্লাহর শপথ! আমি জানি যে, আপনি আল্লাহর সত্য রাসূল। আমার এই সম্পদ পুঁতে রাখার ঘটনা আমি ও উম্মুল ফাযল (তাঁর স্ত্রী) ছাড়া আর কেহই জানেনা! আচ্ছা, এক কাজ করুন যে, আমার নিকট থেকে আপনার সেনাবাহিনী বিশ আওকিয়া সোনা প্রাপ্ত হয়েছে, ওটাকেই আমার মুক্তিপণ হিসাবে গণ্য করা হোক।’ এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘কখনও নয়। ওটাতো আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন।’ সুতরাং আব্বাস (রাঃ) নিজের, তাঁর দুই ভাইয়ের ছেলের এবং তাঁর মিত্রের মুক্তিপণ নিজের পক্ষ হতে আদায় করলেন। এই পরিশ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন :

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَن فِيْ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرِى اِنْ يَعْلَمِ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا اَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

হে নাবী! তোমাদের হাতে যারা বন্দী হয়েছে তাদেরকে বল, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কল্যাণকর কিছু রয়েছে বলে অবগত হন তাহলে তোমাদের হতে (মুক্তিপণ রূপে) যা কিছু নেয়া হয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম কিছু দান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা আনফাল, ৮ : ৭০) আব্বাস (রাঃ) বলেন : ‘আল্লাহ তা‘আলার এই ঘোষণা কার্যকরী হয়েছে। আমার ইসলাম গ্রহণের কারণে আমার এই বিশ আওকিয়ার বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে বিশটি গোলাম দান করেছেন। সাথে সাথে আমি এ আশাও করছি যে, মহামহিমাবিত্ত আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।’ (কুরতুবী ৮/৫২)

হাফিয় আবু বাকর আল বাইহাকী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বাহরাইন হতে মালামাল আসে। তিনি সাহাবীগণকে বলেন : ‘গুণ্ডি বিতরণের জন্য আমার মাসজিদে নিয়ে যাও।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অন্য সময় যে মাল এসেছিল, গুণ্ডির চেয়ে এটাই ছিল অধিক মাল অর্থাৎ এর পূর্বে বা পরে এত অধিক মালামাল তাঁর কাছে আর আসেনি। অতঃপর তিনি সালাতের জন্য বেরিয়ে আসেন। সালাত আদায় করার পর তিনি ঐ মালের কাছে বসে পড়লেন এবং যাকেই দেখলেন তাকেই দিলেন। ইতোমধ্যে আব্বাস (রাঃ) এসে গেলেন এবং বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকেও দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন : ‘আপনি নিজের হাতেই নিয়ে নিন।’ তিনি যতক্ষণ পারলেন তা তার চাদরে পুটলি বাঁধলেন। কিন্তু ওটা ওয়নে ভারী হয়ে যাওয়ার কারণে উঠাতে পারলেননা। সুতরাং বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কেহকে এটা আমার কাঁধে উঠিয়ে দিতে বলুন।’ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘কেহকে আমি এটা উঠিয়ে দিতে বলবনা।’ তখন তিনি বললেন : ‘তাহলে দয়া করে আপনিই উঠিয়ে দিন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবারও অস্বীকৃতি জানালেন। তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে কিছু কম করতেই হল। অতঃপর তিনি ওটা কাঁধে উঠিয়ে চলতে শুরু করলেন। তার এ লোভ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে চেয়েই থাকলেন যে পর্যন্ত না তিনি তাঁর দৃষ্টির অন্তরাল হলেন। যখন সমস্ত মাল বন্টিত হয়ে গেল এবং একটা মুদ্রাও বাকী থাকলনা তখন তিনি ওখান থেকে উঠলেন। (বুখারী ৪২১, ৩০৪৯, ৩১৬৫; বাইহাকী ৬/৩৫৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ এ লোকগুলো যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে এটা কোন নতুন কথা নয়। এর পূর্বে তারা আল্লাহর সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং তাদের দ্বারা এটাও সম্ভব যে, এখন মুখে তারা যা প্রকাশ করছে, অন্তরে হয়তো এর বিপরীত কিছু গোপন করছে। এতে ঘাবড়ানোর কিছুই নেই। এখন যেমন আল্লাহ তা‘আলা এদেরকে বদরের যুদ্ধের পর তোমার আয়ত্বাধীনে রেখেছেন, এরূপই তিনি সব সময়েই করতে সক্ষম। আল্লাহর কোন কাজই জ্ঞান ও হিকমাত থেকে শূন্য নয়।

৭২। যারা ঈমান এনেছে, দীনের জন্য হিজরাত করেছে, নিজেদের জানমাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দান ও সাহায্য করেছে, তারা পরস্পরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরাত করেনি, তারা হিজরাত না

۷۲. إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

করা পর্যন্ত তাদের
অভিভাবকত্বের কোন দায়িত্ব
তোমাদের নেই, কিন্তু তারা
যদি দীনের ব্যাপারে
তোমাদের নিকট সাহায্য
প্রার্থী হয় তাহলে তাদের
সাহায্য করা তোমাদের
কর্তব্য, তবে তোমাদের এবং
যে জাতির মধ্যে চুক্তি রয়েছে
তাদের বিরুদ্ধে নয়, তোমরা
যা করছ আল্লাহ তা খুব ভাল
রূপেই লক্ষ্য করেন।

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا
لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ
يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي
الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ
قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقٌ ۖ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

মুহাজির এবং আনসারগণ একে অন্যের সহায়তাকারী

এখানে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসীদের প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন। প্রথম হলেন মুহাজির যারা আল্লাহর নামে স্বদেশ ত্যাগ করেছেন। তারা একমাত্র আল্লাহর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উদ্দেশে নিজেদের ঘরবাড়ী, ব্যবসা-বাণিজ্য, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের পরিত্যাগ করেছেন। তারা জীবনকে জীবন মনে করেননি এবং সম্পদকে সম্পদ মনে করেননি। দ্বিতীয় হলেন মাদীনার আনসারগণ, যারা মুহাজিরদেরকে নিজেদের কাছে আশ্রয় দিয়েছেন, তাদের সম্পদের অংশ দিয়েছেন এবং তাদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তারা সব পরস্পর একই। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। একজন মুহাজিরকে একজন আনসারীর ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী ১২/৩০) এই বানানো ভাই আত্মীয়তাকেও হার মানিয়েছিল। তারা একে অপরের উত্তরাধিকারী হয়ে যেতেন। পরে এটা মানসূখ (রহিত) হয়ে যায়। ইবন আবদুল্লাহ আল বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'মুহাজির ও আনসার একে অপরের সহযোগী/ওলী এবং মাক্কা বিজয়ের আযাদকৃত কুরাইশ ও আযাদকৃত বানু সাকীফ কিয়ামাত পর্যন্ত একে অপরের সহযোগী।

(আহমাদ ৪/৩৬৩) মুহাজির ও আনসারের প্রশংসায় অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَنِ رِضَى اللَّهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ

আর যে সব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনায়) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যে সব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি রাযী-খুশি হয়েছেন যেমনভাবে তারা তাঁর প্রতি রাযী হয়েছে, আর আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশে নহরসমূহ বহিতে থাকবে, যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, তা হচ্ছে বিরাট কৃতকার্যতা। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১০০) অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন :

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ
فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ

আল্লাহ অনুগ্রহের দৃষ্টি করলেন নাবীর অবস্থার প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারগণের অবস্থার প্রতিও, যারা নাবীর অনুগামী হয়েছিল এক সংকট মুহুর্তে। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১১৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন :

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ
الصَّدِيقُونَ. وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِثُّونَ مَنْ هَاجَرَ
إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ
أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সম্ভৃষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ

ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাইতো সত্যাশ্রয়ী। মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাংখা পোষণ করেনা, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। (সূরা হাশর, ৫৯ : ৮-৯) আল্লাহর তরফ থেকে সবচেয়ে যে উত্তম বাণী তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে তা হল :

وَلَا يَحْذَرُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا

এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করেনা। (সূরা হাশর, ৫৯ : ৯) এসব আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আনসারগণের উপর মুহাজিরদের অগ্রগন্যতা প্রমাণ করছে। তবে আলেমদের মাঝে এ বিষয়ে মতদ্বৈততা রয়েছে।

যে সকল মুসলিম হিজরাত করেনি গানীমাতে তাদের অধিকার

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلَا يَتِهِم مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরাত করেনি, তারা হিজরাত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের কোন দায়িত্ব তোমাদের নেই। এটা হচ্ছে মু‘মিনদের তৃতীয় প্রকার। এরা হচ্ছে ওরাই যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, কিন্তু নিজেদের জায়গায়ই অবস্থানরত ছিল। গানীমাতে মালে তাদের কোন অংশ ছিলনা এবং এক পঞ্চমাংশেও ছিলনা। তবে হ্যাঁ, তারা কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে সেটা অন্য কথা।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, বুরাইদাহ ইবনুল হাসিব আল আসলামী (রাঃ) বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোন যুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠাতেন তখন বাহিনীর প্রধানকে উপদেশ দিতেন যে, তিনি যেন অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখেন এবং মুসলিমদের সাথে সদা সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করেন। তিনি আরও বলতেন, আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁর পথে জিহাদ কর, আল্লাহর সাথে কুফরীকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তোমাদের শত্রু মুশরিকদের সাথে মুকাবিলার পর তাদের কাছে তিনটি প্রস্তাব পেশ করবে। এ তিনটির যে কোন একটি গ্রহণ করলে তাদের থেকে বিরত থাকবে। প্রথমে তাদের সামনে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করবে। যদি তারা তা মেনে নেয় তাহলে তাদের থেকে বিরত থাকবে এবং তাদের ইসলাম গ্রহণকে স্বীকার করে নিবে। অতঃপর তাদেরকে বলবে যে, তারা যেন

কাফিরদের দেশ ত্যাগ করে মুহাজিরদের কাছে চলে যায়। যদি তারা এ কাজ করে তাহলে মুহাজিরদের জন্য যেসব হক রয়েছে, তাদের জন্যও সেই সব হক প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মুহাজিরদের উপর যা রয়েছে তাদের উপরও তাই থাকবে। অন্যথায় এরা গ্রামাঞ্চলের অন্যান্য মুসলিমদের মত হয়ে যাবে। ঈমানের আহকাম তাদের উপর জারী হবে। ‘ফাই’ ও গানীমাতের মালে তাদের কোন অংশ থাকবেনা যতক্ষণ না তারা কোন সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণে সম্মত না হয় তাহলে তাদেরকে জিযিয়া প্রদানে বাধ্য করবে। যদি তারা মেনে নেয় তাহলে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে এবং তাদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করবে। যদি তারা এর কোনটাই স্বীকার না করে তাহলে আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা রেখে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দাও। (আহমাদ ৫/৩৫২, মুসলিম ৩/১৩৫৭) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ اسْتَضَرَّوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ۖ وَإِنِ اسْتَضَرَّوْكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ هُوَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ يُهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ

যে গ্রাম্য মুসলিমরা হিজরাত করেনি, তারা যদি কোন সময় তোমাদের কাছে দীনের দুশমনের বিরুদ্ধে সাহায্যের প্রত্যাশী হয় তাহলে তাদের সাহায্য কর। তারা তোমাদের মুসলিম ভাই। কিন্তু যদি তারা এমন মুশরিকের মুকাবিলায় তোমাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে তাহলে সাবধান! তোমরা বিশ্বাস ভঙ্গ করনা এবং শপথও ভেঙ্গে দিওনা।’ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৪/৮৩)

৭৩। যারা কুফরী করছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, তোমরা যদি (উপরোক্ত) বিধান কার্যকর না কর তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে ফিতনা ও মহাবিপর্ষয় দেখা দিবে।

۷۳. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

কাফিরেরা একে অন্যের বন্ধু, মুসলিমদের নয়

উপরে আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করলেন যে, মু‘মিনরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর এখানে তিনি বর্ণনা করছেন যে, কাফিরেরা একে অপরের বন্ধু এবং তিনি মুসলিম ও কাফিরের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন। যেমন মুসতাদরাক হাকিমে উসামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘দু’টি ভিন্ন মাযহাবের লোক একে অপরের উত্তরাধিকারী হতে পারেনা। না পারে মুসলিম কাফিরের উত্তরাধিকারী হতে এবং না পারে কাফির মুসলিমের ওয়ারিস হতে।’ অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম فِي تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ এ আয়াতটিই পাঠ করেন। (হাকিম ২/২৪০) সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘মুসলিম কাফিরের এবং কাফির মুসলিমের ওয়ারিস হতে পারেনা।’ (ফাতহুল বারী ১২/৫১, মুসলিম ৩/১২৩৩) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ আয়াতের এই শব্দগুলির ভাবার্থ হচ্ছে, তোমরা যদি মুশরিকদের থেকে দূরে না থাক এবং মু‘মিনদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না কর তাহলে ভীষণ ফিতনা সৃষ্টি হয়ে যাবে। কাফিরদের সাথে মুসলিমদের এই মেলামেশা খারাপ পরিণতি টেনে আনবে এবং ভূ-পৃষ্ঠে মহাবিপর্ষয় দেখা দিবে।

৭৪। যারা ঈমান এনেছে, (দীনের জন্য) হিজরাত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা (মু‘মিন-দেরকে) আশ্রয় দিয়েছে এবং যাবতীয় সাহায্য সহানুভূতি প্রকাশ করেছে, তারাই হল প্রকৃত মু‘মিন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

٧٤. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

৭৫। আর যারা এর পরে ঈমান এনেছে ও হিজরাত করেছে এবং তোমাদের সাথে একত্রে জিহাদ

٧٥. وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ

করেছে, তারা তোমাদেরই
অন্ত-ভুক্ত; আল্লাহর বিধানে
আত্মীয়গণ একে অন্যের
অপেক্ষা বেশি হকদার,
নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রতিটি
বস্তু সম্পর্কে ভাল রূপে
অবহিত।

فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۖ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

মুসলিমরাই সত্যের পথে আছে

আল্লাহ তা‘আলা মু‘মিনদের পার্থিব হুকুম বর্ণনা করার পর আখিরাতে তাদের জন্য কি রয়েছে তার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি তাদের ঈমানের সত্যতা প্রকাশ করছেন। যেমন এই সূরার প্রথম দিকে এ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তারা দান প্রাপ্ত হবে। তাদের পাপসমূহ, যদি থাকে, আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তারা সম্মানজনক জীবিকা লাভ করবে, যা হবে চিরস্থায়ী এবং পাক ও পবিত্র। সেগুলি হবে বিভিন্ন প্রকারের উপাদেয় খাদ্য এবং সেগুলি কখনও নিঃশেষ হবেনা। তাদের যারা অনুসারী এবং ঈমানে ও ভাল আমলে তাদের সাথে অংশগ্রহণকারী তারাও আখিরাতে সমমর্যাদা লাভ করবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَجْرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَنِ رِضْوَانِ اللَّهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

আর যে সব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনায়) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যে সব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি রাযী-খুশি হয়েছেন যেমনভাবে তারা তাঁর প্রতি রাযী হয়েছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১০০)

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে : হে আমাদের রাক্ব! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং মু‘মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেননা। হে আমাদের রাক্ব! আপনিতো

দয়্যার্দ, পরম দয়ালু। (সূরা হাশর, ৫৯ : ১০) এটা সর্বসম্মত মত। এমন কি মুতাওয়াতির হাদীসেও রয়েছে, মানুষ তার সাথেই থাকবে যাকে সে ভালবাসে। (ফাতহুল বারী ১০/৫৭৩) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি কোন কাওমের সাথে ভালবাসা রাখে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। একটি রিওয়াযাতে আছে যে, তার হাশরও ওদের সাথেই হবে। (তাবারানী ৩/১৯)

মিরাসের অংশ নির্দিষ্ট লোকদের জন্য নির্ধারিত

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ** এখানে উলুল আরহামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। উলুল আরহাম দ্বারা ঐ আত্মীয়দের উদ্দেশ্য করা হয়নি যাদেরকে ফারায়েয শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় উলুল আরহাম বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যাদের কোন অংশ নির্ধারিত নেই এবং যারা আসাবাও নয়। আল্লাহ তা'আলার কিতাবে যেসব ওয়ারিশের অংশ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে অংশ দেয়ার পর বাকী অংশ যেসব ওয়ারিশ পেয়ে থাকে তাদেরকে ফারায়েযের পরিভাষায় আসাবা বলে। যেমন মামা, খালা, ফুফু, কন্যার ছেলেমেয়ে, বোনের ছেলেমেয়ে ইত্যাদি। কারও কারও মতে এখানে উলুল আরহাম দ্বারা এদেরকেই বুঝানো হয়েছে। তাঁরা এ আয়াতটিকেই দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে তাকে স্পষ্টভাবে ওলী বলে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। বরং সঠিক কথা এই যে, এ আয়াতটি আম বা সাধারণ। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, মিত্রদের পরস্পর ওয়ারিশ হওয়া এবং বানানো ভাইদের পরস্পর ওয়ারিশ হওয়া, যে প্রথা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ছিল তা এ আয়াতটি দ্বারা মানসূখ বা রহিতকারী। (তাবারী ১৪/৯০) সুতরাং এটা বিশেষ নামের সাথে ফারায়েযের আলেমদের যাবিল আরহামকে অন্তর্ভুক্ত করবে। আর যারা এদেরকে ওয়ারিস বলেননা তাদের কয়েকটি দলীল রয়েছে। তাদের সবচেয়ে মযবুত দলীল হচ্ছে নিম্নের হাদীসটি :

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করেছেন। সুতরাং কোন ওয়ারিসের জন্য অসিয়াত নেই।’ (আবু দাউদ ৩/২৯১)

সূরা আনফাল এর তাফসীর সমাপ্ত।